

BETAL PANCHABINSHATI,

BY

ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR.

SEVENTH EDITION.

বেতাল পঞ্চবিংশতি ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত ।

সপ্তম বার মুদ্রিত ।

CALCUTTA

THE SANSKRIT PRESS.

1858.

মূল্য এক টাকা চারি আনা ।

বেতাল পঞ্চবিংশতি ।

উপক্রমণিকা ।

উজ্জয়িনী নগরে গন্ধৰ্বসেন নামে রাজা ছিলেন । তাঁহার চারি মহিষী ছিল । তাহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে । রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও অতিশয় বলবান্ ছিলেন । কালক্রমে নৃপতির লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে সৰ্ব্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে আরোহণ করিলে । তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগী নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন তথাপি রাজ্যভোগের লোভসম্বরণে অসমর্থ হইয়া জ্যেষ্ঠের পাণসংহার পূৰ্ব্বক স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজ বাহুবলে সমস্ত দিগ্বিজয় করিয়া লক্ষযোজনবিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া আপন নামে অন্ধ প্রচলিত করিলেন ।

কিয়দ্দিনান্তর রাজা মনে মনে বিবেচনা করিলেন জগদীশ্বর আমাকে নানা জনপদের অধিপতি করিয়া অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিত চিন্তার ভার দিয়াছেন । কিন্তু আমি আয়ুস্মখে নিবৃত্ত হইয়া তাহাদের অবস্থার প্রতি কণমাত্রও দৃষ্টিপাত করি না । কেবল অধিকৃতবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি । তাহারা প্রজাগণের সহিত কিরূপ ব্যব-

হার করিতেছে অন্ততঃ একবারও পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ।
অতএব আমি প্রচ্ছন্ন বেশে দেশভ্রমণ করিয়া প্রজাগণের
অবস্থা অবলোকন করিব । অনন্তর নিজ অনুজ ভর্তৃহরির হস্তে
সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং সম্যাসীর বেশে
দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।

উজ্জয়িনী নগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি তপস্বী
করিতেছিলেন । এক দিন তিনি আপন উপাস্ত্র দেবতার
নিকট বরস্বরূপ এক অমরফল পাইয়া আনন্দিত মনে গৃহে
আসিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট কহিলেন দেখ দেবতা তপস্বী তুষ্ট
হইয়া আজি আমাকে এই ফল দিয়াছেন এবং কহিয়াছেন
ইহা ভক্ষণ করিলে নর অমর হয় । ব্রাহ্মণী শুনিয়া অতিশয়
খেদ করিয়া কহিলেন হায় অমর হইয়া আর কত কাল এ
যজ্ঞাভোগ করিব । তুমি কি স্মৃতে অমর হইবার অভিলাষ
কর বুঝিতে পারি না । বরং এই দণ্ডে মৃত্যু হইলে সংসারের
ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ হয় ।

গৃহিণীর এইরূপ বাক্যে হতবুদ্ধি হইয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন
আমি তৎকালে না বুঝিয়া দেবতার নিকট ফল লইয়াছি ।
এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া আমার চৈতন্য হইল । এখন
তুমি স্বরূপ কহিবে তাহাই করিব । ব্রাহ্মণী কহিলেন এই
ফল রাজা ভর্তৃহরিকে দিয়া ইহার পরিবর্তে পারিতোষিক স্ব-
রূপ কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া আইস । তাহা হইলে অনায়াসে সং-
সারযাত্রা নির্বাহ করিয়া পরমার্থসাধনে যত্নবুদ্ধিতে পারিবে ।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন ।

কালেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ে তত্রতা ছাত্রগণের প্রথম পাঠার্থে বাঙ্গালা ভাষায় হিতোপদেশ নামে যে পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল তাহার রচনা অতিকদর্য্য। বিশেষতঃ কোন কোন অংশ এমন ছুকাহ ও অসংলগ্ন যে কোন ক্রমেই অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগ্রহ হইবার বিষয় নহে। অতএব তৎপরিবর্তে পুস্তকানুর প্রচলিত করা উচিত ও আবশ্যিক বিবেচনা করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামতি জীযুত মেজর জি টি মার্শাল মহোদয় কোন নূতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে আমি বৈতালপচীসী নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম।

যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয় আমার এমন আশা ছিল না যে বৈতালপঞ্চবিংশতি সর্কত্র পরিগৃহীত হইবেক। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালা ভাষায় অনুশীলনকারী ব্যক্তিমাত্রেই আদরপূর্কক গ্রহণ করিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় প্রায় সমুদায় বিদ্যালয়েই প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ দুই বৎসরের অনতিকাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত ৫০০ পুস্তক নিঃশেষরূপে পর্যাবসিত হয়।

প্রায় সংবৎসর অতিক্রান্ত হইল পুস্তকের অসম্ভাব হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন কারণবশতঃ আমি পুনর্মুদ্রাকরণে এ পর্য্যন্ত পরাঙ্কুখ ছিলাম। পরিশেষে গ্রাহকমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয় দর্শনে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। যে যে স্থানে অসঙ্গত ও অপরিশুদ্ধ ছিল সূক্ষ্মত ও সংশোধিত হইয়াছে এবং অশ্লীল পদ বাক্য ও উপাখ্যান ভাগ সকল পরিত্যাগ করা গিয়াছে। এক্ষণে বেতালপঞ্চবিংশতি পূর্ববৎ সর্বত্র পরিগৃহীত হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

কলিকাতা।

১০ই ফাল্গুন। সংবৎ ১৯০৬।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি আশীর্বাদ প্রয়োগের পর দেবদত্ত ফলের গুণব্যাখ্যা ও পূর্বাণুর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বিনয় পূর্বক নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি এই ফল লইয়া আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করুন । আপনি চিরজীবী হইলে সমস্ত রাজ্যের মঙ্গল । রাজা ফল গ্রহণ করিয়া লক্ষ মুদ্রা প্রদানপূর্বক ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন এবং নিতান্ত ত্রৈণতা প্রযুক্ত মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে ব্যক্তির চিরজীবন ও স্থির যৌবন হইলে আমি যাবজ্জীবন সুখী হইব তাহাকেই এই ফল দেওয়া কর্তব্য । অনন্তর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেয়সী মহিষীর হস্তে ফল প্রদান করিলেন এবং কহিলেন প্রিয়ে তুমি আমার জীবন-সর্বস্ব এই ফল খাও অমর হইবে ও চিরকাল যুবতী থাকিবে । রাজা ফল গ্রহণ করিলেন । রাজা প্রীতমনে সভায় প্রত্যাগমন করিয়া অমাত্যবর্গের সহিত রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন ।

এক নগরপাল রাজমহিষীর প্রিয়পাত্র ছিল । তিনি ঐ ফল তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন । কিন্তু নগরপাল এক বারাজ্ঞনাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত সে ঐ ফল তাহার হস্তে দিয়া অশেষ প্রকার গুণ বর্ণন করিল । বারাজ্ঞনা ফল পাইয়া মনে মনে বিবেচনা করিল আমি অধমজাতি কুক্তিয়া দ্বারা উদর-পূর্ত্তি করি । আমার চিরজীবিনী হওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র । অতএব এই ফল রাজাকে দেওয়া উচিত । রাজা চিরজীবী হ-

ইলে অসংখ্য লোকের মঙ্গল হইবেক। অনন্তর রাজার নিকটে গিয়া বিনয় পূর্বক নিবেদন করিল মহারাজ আমি এই এক অপূর্ব ফল পাইয়াছি ইহা ভক্ষণ করিলে নর অমর হয়। এই ফল আপনকার যোগ্য আপনি গ্রহণ করুন ।

রাজা সেই অমরফল বারাজনার হস্তে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু তৎকালে সে ভাব গোপনে রাখিলেন। এবং ফল লইয়া পুরস্কার প্রদান পূর্বক তাহাকে বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলেন এই ফল রাজ্ঞীকে দিয়াছি ইহা কিরূপে বারাজনার হস্তে আইল। পরে সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং সংসারের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এই সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে স্নেহের লেশমাত্র নাই। প্রত্যুত পরিণামে নিরয়গামী হইতে হয়। অতএব বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আর ইহাতে লিপ্ত থাকা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। বরং ইহা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করি। চরমে পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ লাভ করিতে পারিব।

অন্তঃকরণে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া অন্তঃপুবে প্রবেশিয়া রাজা রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি সে ফল কি করিয়াছ। তিনি কহিলেন ভক্ষণ করিয়াছি। তখন রাজা সাতিশয় বিরাগ প্রদর্শন পূর্বক রাণীকে সেই ফল দেখাইলেন। রাণী দৃষ্টিমাত্র হতবুদ্ধি ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। রাজা ভর্তৃহরি অবিলম্বে অন্তঃপুর হইতে বহি-

গত হইয়া প্রক্ষালন পূর্বক ফল ভক্ষণ করিলেন এবং রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া একাকী অরণ্য প্রবেশ পুরঃসর যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ।

• বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শূন্য রহিল । দেবরাজ উজ্জয়িনীর অরাজক সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র এক যক্ষকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন । যক্ষ সতর্কতাপূর্বক দিবারাত্র নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল । অল্প দিনের মধ্যে দেশ বিদেশে প্রচার হইল রাজা ভরুহরি রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রস্থান করিয়াছেন । রাজা বিক্রমাদিত্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । অর্দ্ধরাত্র সময়ে নগরে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময়ে নগররক্ষক যক্ষ আসিয়া নিষেধ করিয়া কহিল তুই কোথায় যাইতেছিস্ দাঁড়া তোর নামেরিক বন্ । রাজা কহিলেন আমি বিক্রমাদিত্য আপন নগরে যাইতেছি । তুই কে কি নিমিত্ত আমাকে রোধ করিতেছিস্ বন্ ।

যক্ষ কহিল ত্রিদশাবিপতি ইন্দ্র আমাকে নগররক্ষার ভার দিয়া পাঠাইয়াছেন । তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে আমি তোমাকে অসময়ে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না । অথবা যদি তুমি যথার্থ রাজা বিক্রমাদিত্য হও অগ্রে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর তবে নগরে যাইতে দিব । রাজা শ্রবণমাত্র বদ্ধপারিকর হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন । যক্ষও তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল । ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ।

প্রুরিশেষে রাজা যক্ষকে ভূতলে ফেলিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে আরোহণ করিয়া বসিলেন। তখন যক্ষ কহিল মহারাজ তুমি আমাকে পরাভব করিয়াছ। তোমার প্রভাব দেখিয়া বুঝিলাম তুমি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য। এক্ষণে আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি তোমাকে প্রাণদান দিতেছি।

রাজা শুনিয়া হাস্ত্য করিয়া কহিলেন তুই বাতুল নতুবা কি নিমিত্ত এমন অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিবি। তুই আমাকে প্রাণদান কি দিবি আমি মনে করিলে এখনি তোরে প্রাণদণ্ড করিতে পারি। যক্ষ শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্ত্য করিয়া কহিল মহারাজ যাহা কহিতেছ যথার্থ বটে। কিন্তু আমি তোমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি। যাহা কহি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শুনিয়া তদনুসারে কার্য করিলে দীর্ঘজীবী হইয়া নিরুদ্ধেগে অথও ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি বিস্মিত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যক্ষও ক্ষণ মধ্যে সমরশান্তি পরিহার করিয়া বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া অভিপ্রেত উপাখ্যানের উপক্রম করিল।

মহারাজ শ্রবণ কর।

ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে অতি প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তিনি এক দিবস গৃগয়াভিলাষে কোন অটবীতে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন এক তপস্বী অধঃশিরাঃ বৃক্ষে লম্বমান ধূমপান করিতেছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তত্রত্য লোকমুখে অবগত হইলেন তপস্বী কাহারও সহিত

বাক্যলাপ করেন না। বহুকালাবধি একাকী এই ভাবে তপস্যা করিতেছেন। ফলতঃ রাজা সম্যাসীর এই রূপ কঠোর ব্রত দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পর দিন যথাকালে রাজসভায় অধিষ্ঠান করিয়া কহিলেন হে অমাত্যবর্গ হে সভাসদগণ আমি গত কল্য নৃগয়ায় গিয়া বিপিন মধ্যে এক অদ্ভুত তপস্বী দেখিয়াছি। যদি কেহ তাঁহাকে রাজধানীতে আনিতে পারে তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দিব।

এই রাজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে এক প্রসিদ্ধ বারবনিতা নৃপতিসমীপে আসিয়া আবেদন করিল মহারাজ আচ্ছা পাইলে আমি ঐ তপস্বীর ঔরসে পুত্র জন্মাইয়া ঐ পুত্র তাঁহার স্কন্ধে দিয়া আপনকার সভায় আনিতে পারি। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাপসের আনয়নের নিমিত্ত পরম সমাদর পূর্বক বারনারীকে বিদায় করিলেন। সে ভূপালের নিয়োগান্তসারে যোগীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল যোগী যথার্থই মুদ্রিতনয়ন অধঃশিরাঃ বৃক্ষে লম্বমান হইয়া ধূমপান করিতেছেন। অত্যন্ত শীর্ণদেহ। কেহ কোন প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন না। তদদর্শনে বারযোষিৎ সহসা সম্যাসীর সমাধিভঙ্গ করা অসাম্য জানিয়া সেই আশ্রমের অনতিদূরে এক স্মশোভন উপবন ও তন্মধ্যে এক রমণীয় চূর্ণ্য নিৰ্মাণ করাইল। এবং নানা উপায় চিন্তিয়া পরিশেষে বুদ্ধিপূর্বক মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া ধূমপায়ী তপস্বীর আশ্র-

দেশে প্রদান করিল । তপস্বী রসনাসংযোগ দ্বারা মিষ্ট বোধ হওয়াতে ক্রমে ক্রমে সমুদায় ভক্ষণ করিলেন । বারান্দনা পুনর্বার দিল । তিনিও তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিলেন ।

এইকপে ক্রমাগত কতিপয় দিবস মোহনভোগ উপযোগ করিয়া কিঞ্চিৎ সামর্থ্য বোধ হইলে সম্ম্যাসী নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন । এবং বারনারীকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কে কি অভিপ্রায়ে একাকিনী এই নির্জন বনস্থানে আগমন করিয়াছ । সে কহিল আমি দেবকন্যা দেবলোকে তপস্বী করি । সম্প্রতি মর্ত্যলোকীয় তীর্থপর্যটন প্রসঙ্গে পরম পবিত্র কৰ্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আসিয়া যোগানুষ্ঠান বাসনায় এক আশ্রম নির্মাণ করিয়াছি । নিয়ত তথায় অবস্থিতি করি । অদ্য সৌভাগ্যক্রমে এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আপনকার সন্দর্শন ও সম্ভাষণানুগ্রহ লাভ দ্বারা চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলাম । তপস্বী কহিলেন আমি তোমার সৌজন্য ও স্নহীলতা দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তোমার সন্দর্শনে আহ্নিকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি । যেহেতু জন্মান্তরীণ পুণ্য সঞ্চয় ব্যতিরেকে সাধুসমাগম লব্ধ হয় না । যাহা হউক আমি তোমার আশ্রম দর্শনের বাসনা করি । যদি প্রতিবন্ধক না থাকে ও সমধিক দূরবর্তী না হয় আমাকে তথায় লইয়া চল ।

বারবিলাসিনী তপস্বীর অভ্যর্থনা শুনিয়া কৃতার্থম্ভ্য ও অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেল

এবং অতি যত্ন ও পরম সমাদর পুরঃসর নানাবিধ স্নানাদি-
 ষ্ঠান্ন ও সুরস পানীয় প্রদান করিল । তাপস বারনারীর কপ-
 টজালে বদ্ধ হইয়া তদন্ত সমস্ত বস্তু ভক্ষণ ও পান করিলেন ।
 এইরূপে ক্রমে ক্রমে ধূমপান পরিত্যাগ পূর্বক যোগাত্যাসে
 জলাঞ্জলি দিয়া বারবনিতার সহিত বিষয় বাসনায় কালযাপন
 করিতে লাগিলেন । বারাজ্জনা গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী
 হইল । কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর সে সম্ম্যাসীর নিকট
 নিবেদন করিল মহাশয় প্রায় সংবৎসর অতিক্রান্ত হইল আ-
 মরা অনবরত কেবল বিষয় বাসনায় কালযাপন করিলাম ।
 এক্ষণে তীর্থযাত্রা দ্বারা দেহ পবিত্র করা উচিত ।

বারবনিতা এই রূপ প্রবঞ্চনা দ্বারা তপস্বীকে সংজ্ঞাশূন্য
 করিয়া তাঁহার স্বক্কে পুত্র প্রদান পূর্বক রাজধানী লইয়া চঙ্কি-
 ল । ক্রমে ক্রমে রাজসভার সন্নিপানে উপস্থিত হইলে রাজা
 চন্দ্রভানু বারাজ্জনাকে দূর হইতে চিনিতে পারিয়া এবং সম্ম্যা-
 সীর স্বক্কে পুত্র দেখিয়া সামাজিকদিগকে কহিলেন দেখ দেখ
 যে বারনারী যোগীর আনয়ন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়া
 ছিল সে আপন প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়া আসিতেছে । আমি
 উহার অসম্ভব বুদ্ধিকৌশলে চমৎকৃত হইয়াছি । অধিক কি
 কহিব এই বুদ্ধিমতী বারবনিতা চিরশুক নীরস তরুকে পল্লবিত
 ও ফল পুষ্পে সূশোভিত করিয়াছে । সামাজিকেরা কহিলেন
 মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন এ সেই বারাজ্জনাই বটে ।

রাজা ও সভাসদগণের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণে সম্ম্যা

সীর সহসা বোপস্নানকরের উদয় হওয়াতে মোহাকার নি-
রস্ত হইল । তখন তিনি পূর্নাপর পর্যালোচনা করিয়া যৎপ-
রোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকে বারংবার
বিকার দিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন ছুরায়া চন্দ্রভানু
ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ও ধর্মান্ধজ্ঞানশূন্য হইয়া আমার তপস্বী
ভ্রংশের নিমিত্ত এই দুর্বিগাহ মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল ।
আমিও অতি অধম ও অবশেষদ্রিয় অনায়াসে ঐশ্বরীগীর মায়ায়
মুক্ত হইয়া চিরসঞ্চিত কর্ম্মফলে বঞ্চিত হইলাম । অনন্তর
ক্রোধে কম্পাধিতকলেবর হইয়া স্কন্ধস্থিত পুত্রকে ভূতনে
নিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । এবং
অন্য এক অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক পূর্নাপেক্ষায় সহস্র-
গুণ মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে যোগসাধন করিতে
লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে ঐ নরেশ্বরের মৃত্যু সাধন
করিয়া কৃতকার্য হইলেন ।

এইরূপে আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া যক্ষ কহিল মহারাজ
ইহার তাৎপর্য্য এই যে তুমি ও রাজা চন্দ্রভানু আর ঐ
যোগী এই তিন জন এক নগরে এক নক্ষত্রে এক লগ্নে জন্মি-
য়াছিলে । তন্মধ্যে তুমি রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথি-
বীর রাজত্ব করিতেছ । চন্দ্রভানু তৈলিক গৃহে জন্ম লইয়া
ভোগবতী নগরীর অধিপতি হইয়াছিল । আর যোগী কুস্ত-
কার কুলে উৎপন্ন হইয়া যত্র পূর্বক যোগ সাধন করিয়া চন্দ্র-
ভানুর প্রাণবধ করিয়াছে এবং তাহাকে বেতাল করিয়া শাসা-

নবভূঁী শিরীষবৃক্ষে লম্বিত করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে অনন্ত-
কৰ্ম্মা হইয়া কেবল তোমার প্রাণসংহারের চেষ্টা দেখিতে-
ছে। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।
অন্তএব যদি তুমি তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পার-
বহকাল অকণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে। আমি তো-
মাকে সবিশেষ সকল কহিয়া সতর্ক করিয়া দিলাম। তুমি এ
বিষয়ে ক্ষণমাত্রও অসাবধান থাকিবে না।

এইরূপ উপদেশ দিয়া যক্ষ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রা-
জাও শুনিয়া ত্রস্ত ও বিষ্ময়গ্রস্ত হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করি-
তে করিতে রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পর দিন প্রভাতে
রাজা সিংহাসনোপবিষ্ট হইলে ভূত্যবর্গ ও প্রজাগণ বহুদিনের
পর রাজসন্দর্শন লাভ করিয়া আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইল। রাজা
বিক্রমাদিত্য রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজা-
পালন করিতে লাগিলেন।

কিয়দিন পরে শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী শ্রীফল হস্তে
রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং ফল প্রদান পূর্ব্বক রাজাকে
আশীর্বাদ করিয়া কক্ষস্থিত আসন পাতিয়া তদুপরি উপবে-
শন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া রাজার নিকট
বিদায় লইয়া সন্ন্যাসী সভা হইতে প্রস্থান করিলে পর নর-
পতি অন্তঃকরণে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন যক্ষ যে সন্ন্যা-
সীর কথা কহিয়াছিল এ সেই ব্যক্তিই বা হয়। যাহা হউক
সহসা এই ফল ভক্ষণ করা উচিত নহে। মনে মনে এইরূপ

স্থির করিয়া কোষাধ্যক্ষের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন তুমি এই ফল রত্নপূর্বক রাখিবে। সম্যাসী প্রত্যহ এইরূপে গমনাগমন ও ফল প্রদান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রাজা বয়স্শ্যবর্গসমভিব্যাহারে মন্ডুরাসন্দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সম্যাসীও তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ববৎ ফল প্রদান পূর্বক আশীর্বাদ করিলেন। দৈবযোগে ঐ ফল ভূপতির করতল হইতে ভূতলে পতিত ও ভগ্ন হওয়াতে তন্মধ্য হইতে এক অপূর্ব রত্ন নির্গত হইল। রাজা ও রাজবয়স্শ্যগণ তদীয় প্রভাদর্শনে চমৎকৃত হইলেন। রাজা যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় আগনি কি জন্মে আ মাঝে এই রত্নগর্ভ ফল দিলেন।

যোগী কহিলেন মহারাজ রাজা গুরু জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসকের নিকট রিজহস্তে যাইতে শাস্ত্রে 'নিষেধ আছে। এই জন্যে আমি এই রত্নগর্ভ ফল লইয়া আসিয়াছিলাম। আর এক রত্নগর্ভ ফলের কথা কি কহিতেছেন আমি প্রতিদিন আপনাকে যে যে ফল দিয়াছি সকলের মধ্যেই এতাদৃশ এক এক রত্ন আছে। তখন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া কহিলেন তোমাকে যত ক্রীফল রাখিতে দিয়াছি সমুদায় আনয়ন কর। কোষাধ্যক্ষ রাজার আদেশানুসারে সমস্ত ফল আনয়ন করিল। রাজা প্রত্যেক ফল ভাগিয়া সকলের মধ্যেই এক এক রত্ন দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজসভায় আগমন পূর্বক এক মণিকারকে ডাকাইয়া রত্নের পরীক্ষা

করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন এই অসার সংসারে ধর্মই সার পদার্থ । অতএব তুমি ধর্মপ্রমাণ প্রত্যেক রত্নের মূল্য নিকপণ করিয়া দাও ।

এইকপ রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া মণিকার কহিল মহারাজ আপনি যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন । ধর্ম রক্ষা করিলে সকল রক্ষা হয় ধর্ম লোপ করিলে সকল লোপ হয় । অতএব আমি ধর্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি আপন জ্ঞানানুসারে যথার্থ মূল্য নিকপণ করিয়া দিব । ইহা কহিয়া প্রত্যেক রত্নের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া কহিল মহারাজ বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম সকল মণিই সর্কাস্তমূন্দর । কোটি মুদ্রাও এককের প্রকৃত মূল্য নহে । এ সকল অমূল্য রত্ন ।

রাজা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সমুচিত পারিতোষিক প্রদান পূর্বক মণিকারকে বিদায় করিলেন । এবং হস্ত দ্বারা সন্ন্যাসীর হস্ত গ্রহণ করিয়া সিংহাসনান্তর্কে উপবেশন করাইয়া কহিলেন মহাশয় আমার সমস্ত সাম্রাজ্যও আপনকার এক রত্নের তুল্যমূল্য হইবেক না । আপনি সন্ন্যাসী হইয়া এই সকল অমূল্য রত্ন কোথায় পাইলেন এবং কি অভিপ্রায়েই বা আমাকে দিলেন জানিতে ইচ্ছা করি । যোগী কহিলেন মহারাজ মন্ত্রণা ঔষধ গূহচ্ছিন্ন এ সকল সর্কাস্তমূন্দ্রে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে । যদি অনুমতি হয় নির্জ্জনে গিয়া নিবেদন করি । মহারাজ নীতিজ্ঞেরা কহেন মন্ত্রণা ষট্ কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে অপ্রকাশিত থাকে নী তাহাতে কার্য্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ।

চারি কর্ণে হইলে প্রকাশিত হয় না অথচ কার্য্যসিদ্ধি করে । আর ছই কর্ণের মন্ত্রণা মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না ।

ইহা শুনিয়া রাজা সন্ন্যাসীকে নির্জ্জনে লইয়া কহিতে লাগিলেন হে যোগীশ্বর আপনি আমাকে এত রত্ন দিলেন কিন্তু এক দিবসও আমার আনয়ে ভোজন বা জলগ্রহণ করিলেন না । ইহাতে আমি আপনকার নিকট অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি । যদি আপনকার কোন অভিপ্রায় থাকে ব্যক্ত করুন আমি প্রাণান্তেও তৎসম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইব না । সন্ন্যাসী কহিলেন মহারাজ গোদাবরীতীরস্থিত শ্মশানে মন্ত্রসিদ্ধি করিবার বাসনা করিয়াছি তাহাতে অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবেক । অতএব তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি এক দিন সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্য্যন্ত তুমি আমার সন্নিহিত থাকিবে । তুমি সন্নিহিত থাকিলেই আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইবেক । রাজা কহিলেন আমি নিঃসন্দেহ যাইব আপনি দিন নির্ণয় করিয়া বলুন । সন্ন্যাসী কহিলেন তুমি আগামী ভাদ্র কৃষ্ণচতুর্দশীতে সন্ধ্যাসময়ে একাকী আমার নিকটে যাইবে । রাজা কহিলেন আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন আমি অবশ্য যাইব । এই রূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়া বিদায় হইয়া সন্ন্যাসী আপন আশ্রমে প্রস্থান করিলেন ।

নির্দারিত চতুর্দশী দিবস উপস্থিত হইলে সন্ন্যাসী সায়ং সময়ে সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক শ্মশানে যোগাসনে

বসিলেন । রাজা বিক্রমাদিত্য প্রতিশ্রুত সময় সমুপস্থিত জানিয়া সাহসে নির্ভর করিয়া করে তরবারি ধারণ পূর্বক একাকী সন্ন্যাসীর নিকটে উপস্থিত হইলেন । ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন নানা প্রকার আকারবিশিষ্ট ভূত প্রেত পিশাচ শঙ্খিনী ডাকিনীগণ বিকট হাস্য করিয়া চতুর্দিকে নৃত্য করিতেছে এবং যোগী তাহাদিগের মধ্যে বসিয়া ছুই হস্তে ছুই কপাল লইয়া বাদ্য করিতেছেন । রাজা এতাদৃশ ভয়ানক ব্যাপার দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না বরং যোগীকে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন মহাশয় ভূত উপস্থিত আদেশ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয় । যোগী কহিলেন এই আসনে উপবেশন কর ।

রাজা যোগীর আজ্ঞানুসারে আসন পরিগ্রহ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্বার নিবেদন করিলেন মহাশয় আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয় । যোগী কহিলেন মহারাজ তোমার বাক্যনিষ্ঠায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি । অথবা সংপুরুষেরা প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাজুখ হইয়েন না । যাহা হউক যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছ আমার এক সাহায্য কর । ছুই ক্রোশ দক্ষিণে এক শ্মশান আছে । তথায় গিয়া দেখিবে এক শিরীষবৃক্ষে শব বুলিতেছে । তুমি ঐ শব হুরায় আমার নিকট লইয়া আইস । আমি ইতিমধ্যে পূজার আয়োজন করিতেছি । রাজা যথা আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন । রাজাকে শবানয়নে প্রেরণ করিয়া সন্ন্যাসী পূজায় বসিলেন ।

একে কৃষ্ণচতুর্দশীরাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত তাহাতে ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুম্বলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল আর ভূত প্রেতগণ চতুর্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল । এইকপ সঙ্কটে কাঁহার হৃদয়ে না ভয়সঞ্চার হয় । কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশমাত্রও উপস্থিত হইল না । পরিশেষে নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন । (দেখিলেন কোন স্থলে বিকটমূর্ত্তি ভূত সকল জীবিত মনুষ্য ধরিয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করিতেছে । কোন স্থলে ডাকিনীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া চর্কণ করিতেছে") অনন্তর ইতস্ততঃ অনে-ষণ করিয়া শিরীষবৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতেছে আর চারি দিগে অনবরত কেবলি মার্, মার্, ধর্, ধর্, ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে ।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া রাজা ভয় পাইলেন না । কিন্তু মনে মনে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যক্ষ যে সন্ন্যাসীর কথা কহিয়াছিল এ অবশ্যই সেই ব্যক্তি হইবে । পরে ক্রমে ক্রমে বৃক্ষের অত্যন্ত সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন শব রজ্জুবদ্ধ অধঃশিরাঃ লম্বমান আছে । শব দর্শনে শ্রম সফল বোধ করিয়া অত্যন্ত আক্লাদিত হইলেন এবং নির্ভয়ে বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক খজ্জাঘাত দ্বারা বন্ধনরজ্জুচ্ছেদন করিলেন । শব ভূতলে পতিত হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কুরীদন করিতে লাগিল ।

রাজা তাহার কঠিন শব্দ শ্রবণে সাতিশয় বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন এবং
 ত্বরায় তরু হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন
 তুমি কে কি নিমিত্ত তোমার একপ ছুরবস্থা ঘটয়াছে বল ।
 সে শুনিবামাত্র, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল । রাজা
 দেখিয়া শুনিয়া অত্যন্ত বিশ্বয়াপন্ন ও চিন্তান্বিত হইলেন এবং
 এই অদ্ভূত ব্যাপারের মর্মািববোধে অসমর্থ হইয়া অশেষ
 প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন ।

এই অবসরে শব বৃক্ষে উঠিয়া পূর্ন্ববৎ রজ্জুবন্ধ ও লম্বমান
 হইয়া রহিল । রাজাও তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে আরোহণ ও রজ্জুচ্ছেদন
 পুরঃসর শবকে কক্ষে নিষ্কিণ্ত করিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং
 সাতিশয় নিরীক মহকারে তাহার একপ বিপদ প্রাপ্তির কারণ
 জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । সে কিছুই উত্তর দিল না । রাজা
 ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন যক্ষের
 নিকট যে তৈলিকের কথা শুনিয়াছিলাম সে এই ব্যক্তি । আর
 যোগীও সেই কুস্তকার আপন যোগসিদ্ধির উদ্দেশে ইহার
 'প্রাণ সংহার করিয়া শাসানে রাখিয়াছে । অনন্তর তাহাকে
 উত্তরীয়বস্ত্রে বন্ধন করিয়া যোগীর নিকট লইয়া চলিলেন ।

অর্দ্ধপথে উপস্থিত হইলে শবাবিষ্ট বেতাল বিক্রমাদিত্যকে
 জিজ্ঞাসিল অহে বীরপুরুষ তুমি কে আমাকে কোথায় লইয়া
 যাও । ভূপতি কহিলেন আমি রাজা বিক্রমাদিত্য শান্তশীল-
 নামক যোগীর আজ্ঞানুসারে তোমাকে তাহার আশ্রমে লইয়া
 যাইতেছি । বেতাল কহিল মহারাজ মূঢ় দুর্ভক্তি ও অলসেরা

কেবল নিদ্রা আলস্য ও কলহে কালহরণ করে । কিন্তু বুদ্ধিমান চতুর ও পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের সদা সদালাপ সংকল্পের অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রচিন্তা দ্বারা আনন্দে কালযাপন হয় । অতএব সমস্ত পথ মৌন ভাবে গমন করা অপেক্ষা সংকথার আলোচনা শ্রেয়সী বোধ করিয়া কোন প্রসঙ্গ করিতেছি শ্রবণ কর । আমি প্রত্যেক প্রসঙ্গের পরিশেষে এক এক প্রশ্ন করিব যদি তুমি তাহকে প্রকৃত উত্তর দাও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইব । আর যদি জানিয়াও যথার্থ উত্তর না দাও অবিলম্বে তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ ও অস্ত্রে নরকপাত হইবেক । রাজা অগত্যা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে লইয়া চলিলেন এবং বেতালও উপাখ্যান আরম্ভ করিল ।

প্রথম উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ শ্রবণ কর ।

বারাণসী নগরীতে প্রতাপমুকুট নামে এক শ্রবণপ্রতাপ
নরপতি ছিলেন । তাঁহার বজ্রমুকুট নামে নন্দন ও মহাদেবী-
নাম্নী মহিষী ছিল । এক দিবস রাজকুমার অমাত্যপুত্রকে স-
মভিব্যাহারে করিয়া যুগয়ায় গমন করিলেন । ক্রমে ক্রমে
নানা বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কোন নিবিড় অরণ্যানী
প্রবেশ পূর্বক তন্মধ্যবর্তী পরমরমণীয় এক স্মশোভিত সরো-
বর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন ঐ সরসীর তীরে
হংস বক চক্রবাক সারস প্রভৃতি নানাবিধ জলচর পক্ষিগণ
কলরব করিতেছে । প্রকুল কমলসমূহের সৌরভে চারি দিক
আমোদিত হইয়া আছে মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্
গুন্ ধ্বনি করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । তীরস্থিত তরুগণ
অভিনব পল্লব ফল কুমুম সমূহে স্মশোভিত আছে তাহা-
দিগের ছায়া অতিশুদ্ধ ও স্মশীতল বিশেষতঃ শীতল স্নগন্ধ
গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা পরম রমণীয় হইয়াছে । ত-
থায় প্রবেশমাত্রেই শ্রান্ত ও আতপতাপিত ব্যক্তির ক্লান্তি দূর
হয় । ঐ সরসীর চারি দিকে চারি প্রস্তরময় ঘাট ছিল রাজ-
কুমার অন্যতম দ্বারা অবতীর্ণ হইয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন
করিলেন ।

অনতিদূরে এক মহাদেবের মন্দির ছিল। বজ্রমুকুট সমীপবর্তী বকুলবৃক্ষের ঋক্রে অশ্ব বন্ধনপূর্বক মন্দির মধ্যে প্রবেশ ও দর্শন প্রণামাদি করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় মধ্যে এক রাজকন্যাও স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত সেই সরোবরের অপর পারে উপস্থিত হইয়া স্নান পূজা সমাপন পূর্বক বৃক্ষের ছায়াতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে তাঁহার ও নৃপতনয়ের চারি চক্ষু একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নৃপনন্দন মোহিত হইলেন। রাজপুত্রীও নৃপকুমারকে নয়নগোচর করিয়া কৃতার্থম্ভা হইয়া শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন। অনন্তর কর্ণসংযুক্ত করিয়া দস্ত দ্বারা ছেদন পূর্বক পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। পুনর্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া বারংবার রাজতনয়ের প্রতি সতুষ্ট দৃষ্টিপাত করিতে করিতে স্বীয় প্রিয়বয়স্কাগুণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কুমারী ক্রমেক্রমে দৃষ্টিপথের বহিভূত হইলে রাজকুমার বিরহবেদনায় অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং সর্কাধিকারিকুমারের নিকটে আসিয়া লজ্জানব্রনুখে কহিতে লাগিলেন মিত্র আজি আমি এক পরম সুন্দরী রমণী নিরীক্ষণ করিয়াছি। তাহার নাম ধাম কিছুই জানিতে পারি নাই। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব। অমাত্যপুত্র সমস্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গৃহে প্রত্যানয়ন করিলেন। রাজকুমার দুঃসহ বিরহবেদনায় নিতান্ত

অধীর হইয়া শাস্ত্রচিন্তা সদালাপ রাজকার্য্যপর্যালোচনা ও আঁবণ্যক স্নান ভোজনাদি ক্রিয়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া একাকী নিঃস্বপ্নে বিষণ্ণ মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন । পরিশেষে চিত্তবিনোদনের কোন উপায় না দেখিয়া স্বহস্তে সেই কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন । দিন বামিনী কেবল সেই প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করেন । কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না । কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর দেন না । সর্বাধিকারিপুত্র নূপনন্দনের ঈদৃশী দশা নিরীক্ষণ করিয়া উপদেশচ্ছলে অশেষ প্রকার ভৎসনা করিলেন ।

প্রিয়বয়স্কের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমার কহিলেন সখে আমি যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি তখন আমার হিতাহিত চিন্তা ও স্মৃৎ ছুঃখ বিবেচনা নাই । নিশ্চয় করিয়াছি মনোরথ সম্পন্ন না হইলে জীবন পরিত্যাগ করিব । বন্ধুর এইরূপ বাক্য শুনিয়া অমাত্যকুমার মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন আর এখন উপদেশ দ্বারা ঐদৃশ্যসম্পাদনের সময় নাই এ নিতান্ত অধীর হইয়াছে । অতঃপর কোন উপায় চিন্তা করা উচিত । এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্ক প্রস্থান কালে সেই সীমন্তিনী তোমাকে কিছু কহিয়াছিল কিংবা তুমি তাহাকে কিছু কহিয়াছিলে । রাজপুত্র কহিলেন না বয়স্ক আমি তাহাকে কিছু কহি নাই এবং সেই সর্বাঙ্গসুন্দরীও আমাকে কোন কথা কহে নাই । তখন অমাত্যপুত্র কহিলেন তবে তাহার সমাগম ছুঃসাধ্য

বোধ হইতেছে। রাজপুত্র কহিলেন যদি সেই সুলোচনা লোচনানন্দদায়িনী না হয় আমি প্রাণত্যাগ করিব। তখন তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল বয়স্ক প্রস্থান সময়ে সে কোন সঙ্কেত করিয়াছিল কি না।

রাজকুমার কমলবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন অমাত্যপুত্র কহিলেন সখে আর চিন্তা নাই আমি তৎকৃত সঙ্কেতের তাৎপর্যগ্রহ করিয়াছি। তাহার নাম ধাম জানিতে পারিয়াছি। এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি অল্প কাল মধ্যেই তাহার সহিত সমাগম সম্পন্ন করিয়া দিব। অধিক ব্যাকুল হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। ধৈর্য্য অবলম্বন কর। তখন রাজপুত্র কহিলেন যদি বুঝিয়া থাক সমুদায় বিশেষ করিয়া বর্ণন কর। শুনিলেও আপাততঃ অনেক সূস্থ হইতে পারি। তিনি কহিলেন বয়স্ক শ্রবণ কর পদ্মপুষ্প মস্তক হইতে নামাইয়া কর্ণে সংলগ্ন করিয়াছিল তদ্বারা তোমাকে এই কহিয়াছে আমি কর্ণাটনগরনিবাসিনী। দন্ত দ্বারা খণ্ডন করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছে আমি দন্তবাট রাজার কন্যা। তৎপরে পদতলে নিক্ষেপ করিয়া এই সঙ্কেত করিয়াছে আমার নাম পদ্মাবতী। আর হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।

বয়স্কের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমার অপার আনন্দমাগরে মগ্ন হইলেন এবং ব্যগ্র হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন বয়স্ক ভ্রায় আমাকে কর্ণাটনগরে লইয়া চল। অনন্তর উভয়ে সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধান ও অস্ত্র বন্ধন পূর্বক

অশ্বারোহণ করিলেন । কতিপয় দিবসের পরে কর্ণাট নগরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার রাজবাটীর নিকটে গিয়া দেখিলেন এক বৃদ্ধা আপন ভবনদ্বারে উপবিষ্টা আছে । উভয়ে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার নিকটে গিয়া কহিলেন মা আমরা বাণিজ্যব্যবসায়ী বিদেশীয় লোক । দ্রব্য সামগ্রী সমগ্র পশ্চাৎ আসিতেছে । বাসা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমরা অগ্রসর হইয়াছি । যদি কৃপা করিয়া স্থান দাও তবে থাকিতে পাই । বৃদ্ধা তাহাদিগের মনোহর রূপ দর্শনে ও মধুর বাক্য শ্রবণে প্রীতা হইয়া প্রসন্ন মনে কহিল এ তোমাদের গৃহ যত দিন ইচ্ছা সচ্ছন্দে অবস্থিতি কর ।

• এইরূপে উভয়ে সেই বর্ষীয়সীর সদনে আবাস গ্রহণ করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা তাঁহাদিগের সন্নিধানে আগমন করিয়া কথোপকথনের আরম্ভ করিলে পর সর্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন মা কয় জন তোমার পরিবার আর কি প্রকারে বা নির্ভীক হয় । বৃদ্ধা কহিল আমার পুত্র রাজসংসারে কর্ম করে রাজার অতিপ্রিয়পাত্র । আর পদ্মাবতী নামের রাজার এক কন্যা আছেন আমি তাঁহার ধাত্রী ছিলাম । এক্ষণে বৃদ্ধা হইয়াছি গৃহে থাকি । কিন্তু রাজা অনুগ্রহ করিয়া অন্ন বস্ত্র প্রদান করেন । আর রাজকন্যা অত্যন্ত ক্ষেহ করেন একন্য প্রতিদিন এক এক বার তাঁহাকে দেখিতে যাই । ইহা শুনিয়া রাজপুত্র কহিলেন কল্য যাইবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইবে আমি রাজকন্যার নিকট কোন সংবাদ পাঠাইব ।

বৃদ্ধা কহিল যদি প্রয়োজন থাকে বল আজিই আমি রাজকন্যাকে জানাইয়া আসি। তখন রাজকুমার হৃষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি রাজকন্যাকে কহিবে জ্যৈষ্ঠশুক্লপঞ্চমীতে সরোবরের তীরে যে রাজপুত্রকে দেখিয়াছিলে সে তোমার সঙ্কেতানুসারে উপস্থিত হইয়াছে।

এই বাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র বৃদ্ধা যষ্টি গ্রহণ পূর্বক রাজভবনে গমন করিল। কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল রাজকন্যা একাকিনী নিঃস্রনে উপবিষ্টা আছেন। বৃদ্ধা সম্মুখ-বর্তিনী হইবামাত্র রাজকন্যা সমাদর পূর্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন। সে উপবিষ্টা হইয়া কহিল বৎসে বাল্যকালে অনেক যত্নে তোমাকে মানুষ করিয়াছি। এক্ষণে ভগবানের অনুগ্রহে তুমি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার অন্তঃকরণের অভিলাষ এই উপযুক্ত পাত্রের হস্তগত হও। এইরূপ আড়ম্বর পূর্বক ভূমিকা করিয়া কহিতে লাগিল জ্যৈষ্ঠশুক্লপঞ্চমীতে বাপীতটে যে রাজকুমারের মন হরণ করিয়া আনিয়াছিলে তিনি আমার গৃহে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবং আমার দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে আমার নিকট যেকোন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা পূর্ণ কর আমি উপস্থিত হইয়াছি। আর আমিও কহিতেছি এই রাজপুত্র তোমার যোগ্য বর তুমি যেকোন রূপ-বতী সে ব্যক্তিও তদনুরূপ বটে।

রাজকন্যা শ্রবণমাত্র কোপ প্রকাশ করিয়া হস্তে চন্দন লেপন পূর্বক বৃদ্ধার উভয় গণ্ডে চপেটাত করিলেন এবং

কহিলেন তুমি অতি ভুরায় আমার অন্তঃপুর হইতে দূর হও । বৃদ্ধা এই প্রকার তিরস্কার পাইয়া বিরক্ত হইয়া বিষণ্ণ বদনে সদনে প্রত্যাগমন পূর্বক রাজকুমারের নিকটে পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল । তিনি শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ব্যাকুল ও হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক পার্শ্ববর্তী প্রিয়বয়স্কের প্রতি কহিতে লাগিলেন সখে এখন কি উপায় করি । নিতান্ত বুকিলাম বিধি বাম হইয়াছে । মনস্কামসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা বোধ হইতেছে না । নতুবা সেই বামলোচনা কি নিমিত্ত তিরস্কার করিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিল । অন্তঃকরণে প্রণয়সঞ্চার থাকিলে দূতীর প্রতি এত অনাদর হয় না । তখন তিনি কহিলেন বয়স্ক মর্শ্মগ্রহ না করিয়া কেন অকারণে এত ব্যাকুল হও । ত্রীখণ্ডরসাত্তিষিক্ত দশ করশাখা প্রহারের তাৎপর্য্য এই যে শুক্লপক্ষের দশ দিবস অবশিষ্ট আছে । তদবসানে অন্ধকার পক্ষে তোমার সহিত সমাগম হইবেক ।

শুক্লপক্ষ অতিক্রান্ত হইল । বৃদ্ধা পুনর্বার রাজকুমারীর নিকটে গিয়া কুমারের প্রার্থনা জানাইল । তিনি শুনিয়া অত্যন্ত কোপ প্রকাশ করিলেন এবং গলহস্ত প্রদান পূর্বক বৃদ্ধাকে অন্তঃপুরের খড়্গী দিয়া বাহির করিয়া দিলেন । সে তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের নিকটে আসিয়া এই বৃত্তান্ত জানাইল । তিনি শুনিয়া নিরাশ্বাস হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন । তখন সর্বাধিকারীর পুত্র কহিলেন বয়স্ক কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ আর ভাবনা নাই ।

এ অনুকূল গলহস্ত অপ্রশস্ত নহে। তুমি পূৰ্ণমনোরথ হইয়াছ। অদ্য রজনীযোগে তোমাকে সেই দ্বার দিয়া তাহার অন্তঃ-পুরে যাইতে সঙ্কেত করিয়াছে। রাজপুত্র আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া দিবাবসান প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

প্রদোষকাল উপস্থিত হইলে পর রাজকুমার বিহারযোগ্য বেশ ভূষা সমাধান করিরা প্রিয়বয়শ্চোর সহিত অর্দ্ধরাত্র সময়ে নির্দ্ধারিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সর্বাধিকারীর পুত্র দ্বারের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন তিনি তন্মধ্য দিয়া অন্তঃ-পুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন রাজকুমারী তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। নয়নে নয়নে সঙ্গতি হওয়াতে উভয়ে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলেন। রাজকন্যা পার্শ্ববর্তিনী বয়স্কার প্রতি দ্বার রোধের আদেশ দিয়া রাজকুমারের কর গ্রহণ পূর্বক বিলাসভবনে প্রবেশ করিলেন এবং স্মৃশোভিত স্নর্গময় পল্যক্ষে উপবেশনানন্তর বল্লভের কণ্ঠদেশে স্বহস্তসঙ্কলিত ললিত মালতীমালা সমর্পণ করিয়া স্বয়ং তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

তখন রাজকুমার কহিলেন 'প্রিয়ে' তোমার বদনসুধাকর সম্ভর্ষণেই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে আর একপ পরিশ্রম স্বীকারের প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ তোমার কোমল করপল্লব শিরীষকুমুম অপেক্ষাও স্নুকুমার কোন ক্রমেই তালবৃন্ত ধারণের যোগ্য নহে। আমার হস্তে প্রদান কর আমি তোমার সেবা দ্বারা শ্রম সফল করি। পদ্মাবতী কহিলেন নাথ

আমার নিমিত্ত তোমার অনেক পরিশ্রম ও ক্লেশ হইয়াছে । অতএব তোমার সেবা করাই আমার উচিত হয় । উভয়ের এই রূপ বচনবৈদক্ষী শ্রবণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী সখী পদ্মাবতীর করতল হইতে, তালবৃন্ত গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রমে ক্রমে উভয়ের সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব দেখিয়া সহচরীগণ কার্য্যান্তর ব্যপদেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইলে কান্ত ও কামিনী কৌতুকে যামিনী যাপন করিলেন ।

রজনী অবসন্ন হইল । কুমার অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার মানস প্রকাশ করিলেন । তখন কুমারী কহিলেন নাথ আমার এই অন্তঃপুরে সখীগণ ব্যতিরেকে অন্যের প্রবেশাদিকার নাই তুমি নির্ভয়ে অবস্থিতি কর । আমি তোমাকে বিদায় দিয়া ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ করিতে পারিব না । রাজকুমার প্রিয়তমার এতাদৃশ প্রণয়সামিভিষিক্ত গৃহ মধুর বচন পরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় সফল বোধ করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন এবং তাহার সহচর হইয়া নানা কৌতুকে পরম স্মৃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

এই ক্ষণে কতিপয় দিবস অতীত হইলে রাজকুমার নিজ রাজধানী গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । রাজকন্যা কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না । ক্রমে ক্রমে প্রায় মাস অতীত হইল তথাপি অনুমতি লইতে পারিলেন না । এখানে রাজা প্রতাপমুকুট এতাবৎদিবস পর্য্যন্ত প্রাণাদিকপ্রিয় পুত্রের

কোন উদ্দেশ্য না পাইয়া শোকাকুল হইয়া দেশ বিদেশ অন্বেষণ করিতে দূত প্রেরণ করিলেন । রাজপুত্র গমন বিষয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া একান্ত চিন্তাকুল হইলেন । এক দিবস তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন আমি অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়স্বখপরতন্ত্র হইয়া পিতা মাতা আত্মীয়গণ জন্মভূমি প্রভৃতি সকল পরিত্যাগ করিলাম । আর যে জীবিতাধিক বাক্যবের বুদ্ধিকৌশলে এই প্রকার অস্বলভ সুখ সম্ভোগে কাল হরণ করিতেছি মাসাবধি তাঁহারও কোন সংবাদ লইলাম না ! বোধ করি বন্ধু আমারে স্বার্থপর ও অকৃতজ্ঞ ভাবিতেন ।

রাজকুমার একাকী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে রাজকন্যা অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন নাথ আজি কি নিমিত্ত তুমি এমন বিমনা হইয়াছ । তোমার চন্দ্রবদন বিষয় দেখিলে আমি দশ দিক্ শূন্য দেখি । অস্বখের কারণ বল ত্বরায় তাঁহার প্রতীকার করিতেছি । বজ্রমুকুট কহিলেন পিতার সর্ক্সাধিকারীর পুত্র আমার সহচর হইয়া আসিয়াছেন । তিনি আমার পরম মিত্র মাসাবধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ নাই এবং তৎসম্পর্কীয় কোন বার্তাও শুনিতে পাই নাই । জানি না কি প্রকার আছেন । তিনি অতি চতুর সর্ক্সশাস্ত্রে পণ্ডিত ও নানা গুণরত্নে মণ্ডিত । তাঁহার বুদ্ধি প্রভাবেই তোমার সমাগম লাভ করিয়াছি এবং এতাবৎদিবস পর্য্যন্ত এই বাক্যখাতীত সুখসম্ভোগে কালহরণ

করিতেছি । তিনিই তোমার সমুদায় সঙ্কেতের মর্মোদ্বেদ করিয়াছেন ।

পদ্মাবতী কহিলেন অয়ি নাথ একপ বন্ধুর অদর্শনে চিত্ত অবশ্যই উৎকণ্ঠিত হইতে পারে । আর এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ না লওয়ায় তোমার অতি অভদ্রতা প্রকাশ হইয়াছে । রহস্যবিদ বন্ধু প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হয় । অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে তুমি তাঁহার নিকট অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছ ও যার পর নাই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছ । যাহা হউক এক্ষণে কর্তব্য এই তাঁহার পরিতোষ জন্ম আমি নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া পাঠাই এবং তুমিও ক্রিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তথায় গিয়া সমুচিত সন্ধ্যা প্রদর্শন করিয়া আইস । রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই গুপ্ত দ্বার দিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলেন । এবং বহু দিবসের পর অকপটপ্রণয়পবিত্র মিত্র সহ সাক্ষাৎকার-লাভে অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া তাঁহার নিকট অদর্শনদিনাবধি পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন ।

রাজপুত্রকে বন্ধুদর্শনে প্রেরণ করিয়া রাজকন্যা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন এ কেবল বন্ধুর বুদ্ধিকৌশলেই কৃতকার্য হইয়াছে অতএব অবশ্যই এ সকল কথা তাহার নিকট ব্যক্ত করিবেক । আর সে ব্যক্তিও তাহার অন্যান্য বান্ধবের নিকট প্রকাশ করিবেক সন্দেহ নাই । এইরূপে আমার অঁযশ ক্রমে ক্রমে জগদ্ব্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা । অতএব এমন

ব্যক্তিকে জীবিত রাখা কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে । এইরূপ ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ নানাবিধ বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া সখী দ্বারা পাঠাইয়া দিলেন ।

মিষ্টান্ন উপনীত হইলে মন্ত্রিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য এ সকল কি । রাজপুত্র কহিলেন মিত্র অদ্য আমি তোমার নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম । রাজকন্যা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে আমি তোমার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া কহিলাম প্রিয়ে আমি এই বন্ধুর অদর্শনে বিষণ্ণ হইতেছি । রাজকন্যা তোমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমাকে অগ্রে পাঠাইয়া দিয়া অতি ত্বরায় স্বহস্তে এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া তোমার আহারের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন । আমাকে কহিয়া দিয়াছেন তুমি আপন সমক্ষে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া আসিবে । অতএব বয়স্য কিছু ভক্ষণ কর তাহা হইলে পরম সন্তোষ পাই-এবং যাইয়া তাঁহার নিকট কহিতে চাই আমার বন্ধু মিষ্টান্ন আহার করিয়া তোমার শিল্পনৈপুণ্যের অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন ।

তখন অমাত্যপুত্র রাজপুত্রের নিকট পুনর্বার মনোযোগ পূর্বক পূর্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন বয়স্য তুমি আমার নিমিত্ত কালকূট আনিয়াছ । এ মিষ্টান্ন নহে সাক্ষাৎ কৃতান্ত জিহ্বাস্পর্শমাত্রেই প্রাণসংহার করিবেক । যাহা হউক আমার পরম ভাগ্য এই যে তুমি খাও নাই । তুমি ঋজুস্বভাব

কাহার কি ভাব কিছুই বুঝিতে চেষ্টা কর না । তোমাকে এক সার কথ্য কহি স্বৈরিণীরা স্বভাবতঃ আপন প্রিয়ের প্রিয়পাত্রের প্রতি অতিশয় বিষদৃষ্টি হয় । অতএব তুমি তাহার সমক্ষে আমার নাম গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির কৰ্ম কর নাহি ।

কুমার কহিলেন বয়স্ক আমি তোমার এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না । তুমি তাহার স্বভাব জান না এই নিমিত্ত একপ কহিতেছ । এমন সদাশয় স্ত্রীলোক আমি কখন দেখি নাই । তাহার নাম করিলে আমার রোমাঞ্চ হয় । বলিতে কি তুমি আর বার এ প্রকার কহিলে আমি তোমার উপর বিরক্ত হইব । ভাল কথায় প্রয়োজন নাই আমি তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি । এই বলিয়া এক লাড়ু লইয়া বিড়ালকে ভক্ষণ করাইলেন । বিড়াল তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল । তখন রাজপুত্র চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন একপ দুর্কৃত্তার সহিত পরিচয় রাখা উচিত নহে । আর আমি জন্মাবচ্ছিন্নে সেই পাপীয়সীর মুখ দর্শন করিব না । মন্ত্রিপুত্র কহিলেন না বয়স্ক তাহাকে একবারেই পরিত্যাগ করা হইবেক না । রাজধানীতে লইয়া যাইবার স্মরণ দেখিতে হইবেক । রাজপুত্র কহিলেন তাহাও তোমার বুদ্ধিসাধ্য ।

অমাত্যপুত্র কহিলেন বয়স্ক এক পরামর্শ বলি শুন । অদ্য তুমি পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া পূর্দাপেক্ষায় অধিকতর প্রণয় প্রকাশ করিবে এবং কহিবে বন্ধু মিষ্টান্ন আহারের অব্যবহিত পর ক্ষণেই অচেতনপ্রায় হইয়া নিদ্রাগত হইলেন । আমি

তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে না বলিয়াই চলিয়া আসিয়াছি। আমি এখন তোমাকে এক ক্ষণ নিরীক্ষণ না করিলে দশ দিক্শূন্য দেখি। ফলতঃ আর আমি বন্ধুর অনুরোধে এক মুহূর্তের নিমিত্তেও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না। ইত্যাদি নানাবিধ কপট বাক্য দ্বারা তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবা যাপন করিবে। পরে সে নিদ্রাগতা হইলে তদীয় সমস্ত আভরণ হরণ পূর্বক তাহার বাম-জঙ্ঘাতে এক ত্রিশূলের চিহ্ন দিয়া আসিবে। রাজপুত্র সম্মত হইলেন এবং পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া পূর্ক্সাপেক্ষায় সমধিক প্রীতি প্রকাশ করিলেন। পরে রজনীযোগে উভয়ে শয়ন করিলে রাজকন্যা সে দিবস ত্বরায় নিদ্রাভিভূতা হইলেন। কুমার দেখিলেন পদ্মাবতী স্মৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন মন্ত্রিপুত্রের উপদেশানুরূপ সমস্ত সম্পাদন করিয়া বৃদ্ধার আবাসে উপস্থিত হইলেন।

পর দিন প্রভাতে মন্ত্রিপুত্র সম্মাসীর বেশ ধারণ পূর্বক এক শ্মশানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বয়ং গুরু হইয়া রাজপুত্রকে শিষ্য করিয়া কহিলেন তুমি নগরে গিয়া এই অলঙ্কার বিক্রয় কর। যদি কেহ তোমাকে চোর বলিয়া ধরে তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আসিবে। রাজপুত্র তাঁহার স্বচনানুসারে ভূষণ গ্রহণ পুরঃসর নগর প্রবেশ করিয়া রাজসদনের সমীপস্থিত স্বর্ণকারের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলেন। সে

দর্শনমাত্র বিশ্বয়াপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল কিয়ৎদিবস হইল আমি রাজকন্যার নিমিত্ত এই অলঙ্কার গড়িয়া দিয়াছি ইহার হস্তে কি প্রকারে আইল। এ ব্যক্তিকে বৈদেশিক দেখিতেছি। অনন্তর সন্দিহান হইয়া কারিকরদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল হাঁ এ রাজকন্যার সেই অলঙ্কারই বটে। তখন স্বর্ণকার রাজকুমারকে চোর নিশ্চয় করিয়া কহিল এ রাজকন্যার অলঙ্কার দেখিতেছি তুমি কোথায় পাইলে যথার্থ বল।

স্বর্ণকার ভয়প্রদর্শন পূর্বক বার বার এই প্রকার জিজ্ঞাসা করাতে রাজপথবাহী দশ দ্বাদশ উদাসীন ব্যক্তিও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ফলতঃ অল্পকাল মধ্যেই ঐ অলঙ্কার লইয়া অত্যন্ত আন্দোলন হইতে লাগিল। পরিশেষে নগররক্ষক এই সংবাদ পাইয়া রাজকুমার ও স্বর্ণকার উভয়কে রুদ্ধ করিল। পরে সে অলঙ্কারের প্রাপ্তি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে কুমার কহিলেন শ্যশানবাসী গুরুদেব আমারে এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন। তিনি কোথায় পাইয়াছেন আমি তাহার কিছুই জানি না। যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর। পরিশেষে পুররক্ষী গুরু শিষ্য উভয়কে অলঙ্কার সমেত রাজসমক্ষে লইয়া গিয়া পূর্বাপর সমস্ত বিজ্ঞাপন করিল।

রাজা অলঙ্কার দর্শনে নানা প্রকারে সন্দিহান হইয়া যোগীকে নির্জ্ঞানে আনিয়া বিনয়বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়

আপনি এই সমস্ত অলঙ্কার কোথায় পাইলেন। যোগী কহিলেন মহারাজ কৃষ্ণচতুর্দশী রজনীতে আমি নগরপ্রাস্তবর্তী শ্মশানে ডাকিনীমন্ত্র সিদ্ধ করিয়াছিলাম। মন্ত্রপ্রভাবে ডাকিনী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রসাদস্বরূপ স্বীয় অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। এবং আমিও তাঁহার বামজঙ্ঘাতে যোগসিদ্ধির প্রমাণ স্বরূপ এক ত্রিশূলের চিহ্ন দিয়াছি। এ সমুদায় সেই অলঙ্কার। রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং নিজ মহিষীকে কহিলেন দেখ দেখি পদ্মাবতীর বামজঙ্ঘাতে কোন চিহ্ন আছে কি না। রাজ্ঞী সবিশেষ অবগত হইয়া রাজার নিকটে আসিয়া কহিলেন এক ত্রিশূলের চিহ্ন আছে।

রাজা এই প্রকার অঘটন ঘটনা শ্রবণে হতবুদ্ধি ও লজ্জায় অধোমুখ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এপ্রকার ঠেশ্বরিণীকে গৃহে রাখা উচিত কর্ম নহে ইহাতে অধর্ম আছে। অতএব এখন কি কর্তব্য। অথবা পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র করিয়া সবিশেষ কহিয়া জিজ্ঞাসা করি তাঁহার ধর্মশাস্ত্র অনুসারে যেকপ ব্যবস্থা দিবেন তদনুরূপ কার্য করিব। কিন্তু গৃহচ্ছিন্ন প্রকাশ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। পণ্ডিতমণ্ডলী সংগ্রহ করিয়া ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিলে আমার এই অপযশ ক্রমে ক্রমে দেশ বিদেশে প্রচার হইবেক। তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই সেই সন্ন্যাসীকেই ইহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। সন্ন্যাসী সবিশেষ অবগত আছেন শাস্ত্রজ্ঞও বটেন ধর্মতঃ প্রশ্ন করিলে অবশ্যই যথাশাস্ত্র

ব্যবস্থা দিবেন। অনন্তর বিজ্ঞান প্রদেশে আসিয়া সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় ধর্মশাস্ত্রে দুঃশরিত্রা স্ত্রীর বিষয়ে কিরূপ দণ্ড নিক্রপিত আছে। সন্ন্যাসী কহিলেন মহা-রাজ ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে স্ত্রী বালক ও ব্রাহ্মণ ইহারা অ-তান্ত অপরাধী হইলেও বধাই নহে রাজা ইহাদিগের নির্দা-সন করিবেন ।

তখন রাজা অন্তঃপুরে গিয়া রাজ্ঞীকে কহিলেন পদ্মাবতী অতিদুঃশরিত্রা এজন্য শাস্ত্রবিধানানুসারে আমি ইহাকে দেশ-বহিস্কৃত করিব। রাজ্ঞী কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহবতী ছি-লেন কিন্তু পতিব্রতানুশ্রয় রাজার মতেই সম্মত হইলেন। তদনন্তর নৃপতি কন্যাকে শিবিকারোহণের আদেশ দিয়া তা-হার আগোচরে বাহকদিগকে আজ্ঞা দিলেন তোমরা পদ্মা-বতীকে কোন অরণ্যনীতে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরায় আমাকে সংবাদ দাও। বাহকেরা রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিল। অমাত্য-পুত্র ও তৎক্ষণাৎ রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমারীর উ-দ্দেশে চলিলেন এবং ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া পরি-শেষে সেই অরণ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন পদ্মাবতী একাকিনী বৃক্ষমূলে বসিয়া যুগলপুত্র হরিণীর ন্যায় বিষণ্ণবদনে রোদন করি-তেছেন। পরে অশেষ প্রকার আশ্বাস প্রদান দ্বারা তাঁহার শোকাবেগ সংবরণ করিয়া সঙ্গে লইয়া উভয়ে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইলে প্রজাগণ অতিশয় আনন্দিত হইল। রাজা প্রতাপমুকুট বধূসহিত পুত্র

পাইয়া আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া নগরে মহোৎসবের আদেশ করিলেন।

এইকপে আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ রাজা ও মন্ত্রিপুত্র এই উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিরপরাধে রাজকুমারীর বনপ্রেষণ জন্য ছুরদৃষ্টভাগী হইবেন। বিক্রমাদিত্য কহিলেন আমার মতে রাজা। বেতাল কহিল কি নিমিত্তে। রাজা কহিলেন শাস্ত্রকারেরা আততায়ী ব্যক্তির বধ ও বিদ্রোহাচরণে দোষাভাব লিখিয়াছেন। অতএব বিষপ্রদায়িনী রাজকন্যার প্রতি একপ প্রতিকূলতাচরণে মন্ত্রিপুত্রকে দোষী বলিতে পারা যায় না। কিন্তু রাজা যে অজাতকুলশীল ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ ও বিচারবিমুখ হইয়া অপত্যস্নেহ বিস্মরণ পূর্বক অকুতাপরাধে কন্যাকে বনবাস দিলেন ইহাতে তাহার রাজধর্ম-বিরুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানজন্য পাপস্পর্শ হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে শ্মশানে গিয়া পূর্ববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্বক স্কন্ধে করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।



দ্বিতীয় উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ দ্বিতীয় উপাখ্যান আরম্ভ করি
অবধান কর ।

যমুনাতীরে ধর্মস্থল নামে এক নগর আছে। তথায় কেশব
নামে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের মধুমাল-
লতী নামে এক পরমসুন্দরী ছুহিতা ছিল। কালক্রমে মধুমাল-
লতী বিবাহযোগ্য হইলে তাহার পিতা ও ভ্রাতা উভয়ে
উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণে তৎপর হইলেন।

কিয়দিন পরে ব্রাহ্মণ রাজমানপুত্রের বিবাহোপলক্ষে গ্রা-
মান্তরে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণের পুত্র ও অধ্যয়নের নিমিত্ত
গুরুগৃহে প্রস্থান করিলেন। দৈবযোগে সেই সময়ে এক স্কু-
মার ব্রাহ্মণকুমার কেশবের গৃহে অতিথি হইলেন। কেশবের
ব্রাহ্মণী তাহাকে রূপে রতিপতি ও বিদ্যায় বৃহস্পতি দেখিয়া
মনে মনে বাসনা করিলেন যদি সংকুলোদ্ভব হয় ও অঙ্গীকার
করে তবে ইহাকেই জামাতা করিব। অনন্তর যথোচিত অ-
তিথিসংকার করিয়া তাহার কুলের পরিচয় লইলেন এবং সং-
কুলজাত জানিয়া আনন্দিত হইয়া কহিলেন বৎস যদি তুমি
স্বীকার কর তোমার সহিত আমার মধুমালতীর বিবাহ দি।
বিপ্রতনয় মধুমালতীর লোকাভিত লাভ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া
বিপ্রপত্নীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ব্রাহ্মণের প্রত্যাগ-
মন প্রতীক্ষায় তদীয় আবাসে বাস করিতে লাগিলেন।

কতিপয় দিবসের পর ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্র উভয়ে মধু-মালতী প্রদানে সত্যবন্ধ করিয়া এক এক পাত্র লইয়া প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলেন । তিন পাত্র একত্র হইল । একের নাম ত্রিবিক্রম দ্বিতীয়ের নাম বামন তৃতীয়ের নাম মধুসূ-দন । তিন জনই রূপ গুণ বিদ্যা বয়ঃক্রমে তুল্য কোন ক্রমেই ইতর বিশেষ করিতে পারা যায় না । তখন ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিপাকান্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এক কন্যা তিন বর উপস্থিত কি উপায় করি । তিন জনেই তিন জনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি । এক্ষণকার কি কর্তব্য ।

ব্রাহ্মণ এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া কহিলেন তুমি এখানে নিশ্চিন্ত বসিয়া কি ভাবিতেছ সর্পাঘাতে মধুমালতী প্রাণত্যাগ করিল । তখন কেশবশর্মা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চারি পাঁচ জন বিষবৈদ্য স্থানাইয়া অশেষ প্রকার চিকিৎসা করাইলেন । কিন্তু কোন প্রকারেই প্রতীকার দর্শিল না । বিষবৈদ্যেরা কহিল মহাশয় আপনকার কন্যাকে কালে দংশন করিয়াছে এবং বার তিথি নক্ষত্র সমুদায়ের দোষ পাইয়াছে । স্বয়ং ধন্বন্তরি উপস্থিত হইলেও ইহাকে বাঁচাইতে পারিবেন না । এক্ষণকার যাহা কর্তব্য থাকে করুন আমরা বিদায় হই । এই বলিয়া প্রণাম করিয়া বিষবৈদ্যেরা প্রস্থান করিল ।

কিয়ৎক্ষণ পরেই মধুমালতীর প্রাণত্যাগ হইল । তখন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের পুত্র এবং তিন বর পাঁচ জন একত্র হইয়া

তদীয় মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া যথাবিধি দাহক্রিয়া করিলেন । ব্রাহ্মণ পুত্র সহিত গৃহে আসিয়া নানাবিধ বিলাপ ও পরিভাপ করিতে লাগিলেন । বরেরা তিন জনেই এইরূপ অস্থূলভকপনিধান কন্যানিধান লাভে হতাশ হইয়া বৈরাগ্য লইলেন । তন্মধ্যে ত্রিবিক্রম চিতা হইতে সমুদয় অস্থি সংগ্ৰহন করিলেন এবং বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন পূর্বক কক্ষে নিষ্কপ্ত করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । বামন সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন । তৃতীয় মনুষ্যদন সেই শ্মশানের শান্ত ভাগে এক পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া তাহার এক কোণে মণ্ডলালতীর রাশীকৃত দেহভস্ম রাখিয়া যোগ সাধন করিতে লাগিলেন ।

এক দিবস বামন ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যাহ্ন কালে এক ব্রাহ্মণের আদয়ে উপস্থিত হইলেন । ব্রাহ্মণ ভোজন কালে সন্ন্যাসী উপস্থিত দেখিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া কহিলেন মহাশয় যদি কৃপা করিয়া দানের ভবনে পাদার্পণ করিয়াছেন তবে অনুগ্রহপূর্বক ভিক্ষা স্বীকার করিলে চরিতার্থ হই পাকের অধিক বিলম্ব নাই । সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন এবং পাকান্তে ভোজনে বসিলেন । ব্রাহ্মণী পরিবেশন করিতে লাগিলেন । এই অবসরে ব্রাহ্মণের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র নিতান্ত অশান্তভাবে উৎপাত আরম্ভ করিয়া পরিবেশনের ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল । ব্রাহ্মণী নানাপ্রকারে সান্ত্বন করিলেন । বালক কোন ক্রমেই প্রবোধ মানিলেক না । তখন তিনি ক্রোধভরে পুত্রকে প্রহ

লিতহতাশনপূর্ণ চুল্লীতে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন ।

সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণীর এইরূপ বিকম্প আচরণ দেখিয়া নারায়ণ নারায়ণ বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলন করিলেন । ব্রাহ্মণ কহিলেন মহাশয় অকস্মাৎ ভোজনে বিরত হইলেন কেন । সন্ন্যাসী কহিলেন যে স্থানে এরূপ রাক্ষসের ব্যবহার তথায় কি প্রকারে ভোজন করিতে প্রবৃত্তি হয় । ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ হাত্ম্য করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সঞ্জীবনী বিদ্যার পুস্তক বহির্গত করিয়া তন্মধ্য হইতে এক মন্ত্র লইয়া জপ করিতে লাগিলেন । পুত্র প্রাণদান পাইয়া পূর্ববৎ উৎপাত আরম্ভ করিল । তখন সন্ন্যাসী চমৎকৃত হইয়া ভোজন সমাপন করিলেন এবং মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যদি কোন উপায়ে পুস্তকখানি হস্তগত হয় তবে প্রিয়াকে পুনর্জীবিত করিতে পারি । যাহা হউক পুস্তক হস্তগত করিবার চেষ্টা দেখা আবশ্যিক ।

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন অদ্য অপরাহ্ন হইল অতএব আর স্থানান্তরে না গিয়া তোমার ভবনেই রাত্রিকাল অবস্থান করিব । গৃহস্থ ব্রাহ্মণ সমাদরপূর্বক এক স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । রজনী উপস্থিত হইল । সমুদায় গৃহস্থ ভোজনাবসানে স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া শয়ন করিল । সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে বামন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহ প্রবেশপূর্বক সঞ্জীবনী বিদ্যার পুস্তক হস্তগত ক-

রিয়্যা প্রস্থান করিলেন এবং কতিপয় দিবসের মধ্যেই সেই শ্মশানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মধুসূদন স্বহস্তনির্মিত পৰ্ণকুটীরে যোগসাদন করিতেছেন । এই অবসরে দৈবযোগে ত্রিবিক্রমও তথায় উপস্থিত হইলেন ।

এইরূপে তিন জন একত্র হইলে পর বামন কহিলেন আমি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়াছি । তোমরা অস্থি ও ভস্ম একত্র কর আমি প্রিয়াকে প্রাণদান দিব । তাঁহারা মহাব্যস্ত হইয়া অস্থি ও ভস্ম একত্র করিলেন । বামন পুস্তক হইতে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র বহির্গত করিয়া জপ করিতে লাগিলেন । মন্ত্রপ্রভাবে কন্যা তৎক্ষণাৎ প্রাণদান পাইল । তখন তাঁহারা মধুমালতীর রূপ লাভের মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এই কামিনী আমার আমার বলিরা পরস্পর বিরোধ করিতে লাগিলেন ।

ইহা কহিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এই তিনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি মধুমালতীর পাণিগ্রহণে যথার্থ অপিকারী হইতে পারে । রাজা কহিলেন যে ব্যক্তি কুটীর নির্মাণ করিয়া এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত শ্মশানবাসী হইয়া ছিল শাস্ত্রানুসারে সেই এই কামিনীর পাণিগ্রহণাপিকারী । বেতাল কহিল যদি ত্রিবিক্রম অস্থিসঞ্চয়ন না করিত এবং বামন নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা সংগ্রহ করিতে না পারিত তবে কি প্রকারে ঐ কন্যা জীবন দান পাইত । রাজা কহিলেন যাহা কহিতেছ যথার্থ বটে । কিন্তু ত্রিবিক্রম অস্থি সঞ্চয়ন দ্বারা ঐ কন্যার পুত্রস্থানীয় হইয়াছে । আর বামন

জীবনদান দ্বারা তাহার পিতৃকল্প হইয়াছে । সুতরাং তাহারা এই কন্য়ার প্রণয়ভাজন হইতে পারে না । কিন্তু মধুসূদন ভস্ম-রাশি সংগ্রহ ও উটুজনির্মাণ পূর্বক শ্মশানবাসী হইয়া যথার্থ প্রণয়ীর কৰ্ম করিয়াছে । অতএব সেই ব্যক্তিই এই প্রমদার পতি হইতে পারে ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।

তৃতীয় উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

বর্দ্ধমান নগরে কপসেন নামে এক অতিবিজ্ঞ গুণগ্রাহী পরম ধার্মিক দয়ালু রাজা ছিলেন । এক দিবস দক্ষিণদেশ-নিবাসী বীরবরনামা রাজপুত্র কৰ্ম্মপ্রাপ্তির আশয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হইল । দ্বারবান তাহার প্রমুখাৎ সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া রাজসমীপে বিজ্ঞাপন করিল মহারাজ বীরবর নামে এক অস্ত্রধারী পুরুষ কৰ্ম্মের প্রার্থনায় আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে । আজ্ঞা পাইলে সাক্ষাৎকারে আগিয়া বিশেষরূপে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করে । রাজা আজ্ঞা করিলেন অবিলম্বে লইয়া আইস ।

অনন্তর রাজাজ্ঞা অনুসারে দ্বারী বীরবরকে নরপতিগোচরে উপস্থিত করিলে রাজা তাহার আকার প্রকার দর্শনে কৰ্ম্মঠ বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বীরবর কত বেতন পাইলে তোমার অনায়াসে নির্দাহ হইতে পারে । বীরবর নিবেদন করিল মহারাজ প্রত্যহ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের আদেশ হইলেই আমার চলিতে পারে । রাজা জিজ্ঞাসিলেন তোমার পরিবার কত । সে কহিল মহারাজ এক স্ত্রী এক পুত্র ও এক কন্যা আর স্বয়ং এই চারি এতদ্ব্যতিরিক্ত আর আমার পরিবার নাই । রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইহার পরিজন অতি অল্প তথাপি কি নিমিত্ত এত অধিক

প্রার্থনা করে । যাহা হউক এক ভূতের নিমিত্ত নিত্য নিত্য এতাদৃশ ব্যয় যুক্তিসিদ্ধ নহে । অথবা এ অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবেক না অবশ্যই ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকিবেক । অতএব ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে রাখিয়া ইহার গুণ পরীক্ষা করা উচিত । অনন্তর কোষাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা দিলেন তুমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বীরবরকে সহস্র সূবর্ণ দিবে কোন মতে অন্ত্রণা না হয় ।

বীরবর রাজাজ্ঞা শ্রবণে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে তদ্বিবসপ্রাপ্য নির্দ্ধারিত সূবর্ণ গ্রহণপূর্বক নৃপনির্দ্ধিষ্ট বাসস্থানে গমন করিল । তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ সেই স্বর্ণবেগ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ বিপ্রসাৎ করিল অবশিষ্ট ভাগ পুনর্দ্ধার স্বিভাগ করিয়া এক অর্দ্ধ বৈরাগী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে দিল অর্দ্ধ অর্দ্ধ দ্বারা নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সহস্র সহস্র দীন দুঃখী অনাথ প্রভৃতিকে যথোচিত ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ স্বয়ং পুত্র কনত্র ও দুহিতার সহিত আহার করিল ।

প্রতিদিন এইরূপে দিনপাত করিয়া সায়ংকালে বর্ষ্ম ও খজ্জা চর্ম্ম ধারণপূর্বক সমস্ত রজনী রাজদ্বারে উপস্থিত থাকে । রাজা তাহার শক্তি ও প্রভুভক্তি পরীক্ষার্থে কি দ্বিপ্রহর কি তৃতীয় প্রহর রাত্রি যখন যাহা আজ্ঞা করেন অতি দুঃসাধ্য হইলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিয়া আইসে ।

এক দিবস নিশীথ সময়ে অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের রোদনধ্বনি শুনিয়া রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখ-বর্তী হইয়া কহিল মহারাজ কি আজ্ঞা হয় । রাজা কহিলেন দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশব্দ শুনা যাইতেছে ত্বরায় ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া আমাকে সংবাদ দাও । বীরবর যে আজ্ঞা মহারাজ বনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল । রাজা বীরবরকে এক মুহূর্তের নিমিত্তেও আজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার সাহস দেখিবার নিমিত্ত আপনিও গুপ্তভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ।

বীরবর সেই রোদনশব্দ লক্ষ্য করিয়া অতি প্রসিদ্ধ এক ভয়ঙ্কর শাশানে উপস্থিত হইল । দেখিল এক সর্কালস্কারভূষিতা পদ্ম সূন্দরী স্ত্রী শিরে করাঘাত ও হাতাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে । বীরবর দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং সাহস পূর্নক সম্মুখবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসিল তুমি কে কি ছুঃখে এই ঘোর রজনীতে একাকিনী শাশানবাসিনী হইয়া বিলাপ ও পরিভাপ করিতেছ । সে কিছুই উত্তর দিল না বরং পূর্কোপেক্ষায় অধিক রোদন করিতে লাগিল । অনন্তর বীরবর বিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্নক বারংবার জিজ্ঞাসিতে লাগিল । সে কহিল আমি রাজলক্ষ্মী রাজা রূপসেনের গৃহে নানা অনায়াস ও অধর্মাচরণ হইতেছে তৎপ্রযুক্ত তদীয় আবাসে অচিরাৎ অলক্ষ্য প্রবেশ হইবেক । স্মতরাং আমি রাজার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইব । আমি প্রস্থান

করিলে পর অল্প দিনের মধ্যেই রাজার প্রাণ বিয়োগ হইবেক এই ছুঃখে ছুঃখিতা হইয়া রোদন করিতেছি ।

প্রভুর এইরূপ অসম্ভাবিত ভাবী অমঙ্গল শ্রবণে বিষাদ-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া বীরবর কহিল দেবি আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন ইহাতে কোন ক্রমেই সন্দেহ করিতে পারি না । কিন্তু যদি কোন উপায় থাকে বলুন । আমি রাজার মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণান্ত পর্যান্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি । রাজলক্ষ্মী কহিলেন পূর্ব দিকে যোজনান্তে এক দেবী আছেন । যদি কেহ ঐ দেবীর নিকটে আপন পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দেয় তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া রাজার সমস্ত বিষয় বিনাশ করিতে পারেন ।

রাজলক্ষ্মীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া বীরবর সত্বর হইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিল । রাজাও কোতুকাবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । বীরবর গৃহে উপস্থিত হইয়া আপন পত্নীকে জাগরিত করিয়া সমস্ত জ্ঞাত করিলে সে তৎক্ষণাৎ পুত্রের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া কহিল বৎস তোমার মস্তক দিলে রাজার অচল রাজ্য হয় । তখন পুত্র কহিল হে মাতঃ প্রথমতঃ আপনকার আজ্ঞা দ্বিতীয়তঃ স্বামিকার্য্য তৃতীয়তঃ এই পাঞ্চভৌতিত বিনশ্বর দেহ দেবসেবায় নিয়োজিত হইবেক । ইহা অপেক্ষা আমার প্রাণত্যাগের উত্তম সময় আর ঘটবেক না । অতএব শুভ কর্ম্মে বিলম্ব করা কর্তব্য নহে । আপনারা সত্বর হইয়া কার্য্য সম্পাদন করুন ।

বীরবর পুত্রের এইরূপ পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণে বিস্ময়া-
পন্ন হইয়া অশ্রু মুখে সহধর্মিণীকে কহিল যদি তুমি সচ্ছন্দমনে
পুত্র প্রদান কর তবেই আমি দেবীর নিকট বলিদান দিয়া
রাজকাৰ্য্য নিষ্পাদন করি । এইরূপ স্বামিবাক্য শ্রবণানন্তর
বীরবরের ভাৰ্যা আবেদন করিল নাথ ধর্মশাস্ত্রে কহে স্বামী
মুক বধির পক্ষ অন্ধ কাণ খঞ্জ কুঞ্জ কুষ্ঠী যেকপ হউন তাঁহাকে
সম্বৃষ্ট রাখিতে পারিলে নারী যেকপ চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়
শাস্ত্রবিহিত দান ধ্যান ব্রত তপস্যাাদি দ্বারা তাদৃশ হয় না ।
আর যদি স্বামীর প্রতি অনাদর করিয়া পারলৌকিক সুখস-
ম্ভোগ লোভে নানা ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করে তাহার সে স-
কল নিষ্ফল ও অন্তে অধোগতির কারণ হয় । অতএব আমার
পুত্র পেট্রে প্রয়োজন কি তোমার চরণ শুশ্রূষা করিলেই উ-
ভয় লোকে নিস্তার পাইব । তাহার পুত্র কহিল হে পিতঃ
যে ব্যক্তি স্বামিকাৰ্য্য সম্পাদনে সমর্থ তাহারই জন্ম মার্গক এরং
সেই স্বর্গলোকে অনন্ত কাল সুখসম্ভোগ করে । অতএব আর
কি নিমিত্তে সংশয়ে কালহরণ করিতেছেন । কাৰ্য্যমাদনে
তৎপর হউন । বিলম্বে কাৰ্য্যহানিসম্ভাবনা ।

ইত্যাঙ্কার নানা প্রকার কথোপকথনান্তে বীরবর সপরি-
বারে দেবীর মন্দিরোদ্দেশে গমন করিল । রাজা এইরূপে বীরব-
রের সপরিবারের প্রভুভক্তির প্রবলতা ও অচলতা দেখিয়া
অত্যন্ত চমৎকৃত ও আক্লাদিত হইলেন এবং মনে মনে অগণ্য
ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক গুপ্তভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলি-

লেন । কিয়ৎক্ষণ পরে বীরবর দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল এবং গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য আদি নানা উপচার দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া সার্থী প্রণিপাত পূর্বক দেবীর সম্মুখে কৃতাজ্জনি হইয়া কহিল হে জগদীশ্বর তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আমি প্রাণাদিকপ্রিয় পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দিতেছি । কৃপা কর যেন আমার প্রভুর দীর্ঘ আয়ুঃ ও অচল রাজ্য হয় ।

এই বলিয়া খড়্গ লইয়া অকাতরে পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল । বীরবরের কন্যা এইরূপে জীবিতাধিক সহোদরের প্রাণবিরোগ দেখিয়া খড়্গপ্রহার দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল । তাহার পত্নীও শোকে অধীরা হইয়া তৎক্ষণাৎ তনয় তনয়ার অনুগামিনী হইল । তখন বীরবর বিবেচনা করিল প্রভুকার্য সম্পন্ন করিলাম । এক্ষণে আর কি নিমিত্ত দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকি আর কি স্মখেই বা জীবন ধারণ করি । এই বলিয়া সেই বিষমখড়্গ দ্বারা স্বীয় শিরচ্ছেদন করিল ।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে চারি জনের অদ্ভুত মরণ দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে অত্যন্ত নির্বেদ উপস্থিত হইল । তখন তিনি কহিতে লাগিলেন যে রাজ্যের নিমিত্ত এতাদৃশ প্রভুভক্ত সেবকের সর্বনাশ হইল আর আমি সেই বিষম রাজ্যের ভোগে প্রবৃত্ত হইব না । আমি অতিশয় স্বার্থপর । নতুবা কি নিমিত্ত বীরবরকে পুত্রহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলাম না । কি নিমিত্তেই বা তাহাকে আঘাতী হইতে দিলাম । উপক্রমেই

এই ঘোরতর অধ্যবসায় হইতে বীরবরকে বিরত করা আমাদের উচিত কর্ম ছিল । সর্বথা আমি অতি অসৎ কর্ম করিয়াছি । এক্ষণে আত্মহত্যাৰূপে প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত চিত্তসন্তোষ জন্মিবেক না ।

এই বলিয়া খড়্গ লইয়া মস্তকচ্ছেদনে উদাত হইবামাত্র ভগবতী কাতায়নী তৎক্ষণাৎ আবিভূতা হইয়া হস্তধারণ পূর্বক রাজাকে মরণব্যবসায় হইতে নিবারণ করিলেন । কহিলেন বৎস তোমার সাহস দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছি অতিপ্রেত বর প্রার্থনা কর । রাজা কহিলেন মাতঃ যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এই চারি জনের জীবন দান করুন । ইহা অপেক্ষা এক্ষণে আমার আর গুরুতর প্রার্থনিতব্য নাই । দেবী তথাস্থ বলিয়া অবিলম্বে পাতাল হইতে অমৃত আনয়ন পূর্বক তাহাদের গাত্রে সেচন করিবামাত্র চারি জনেই তৎক্ষণাৎ সুশোথিতের ন্যায় গাত্রোথান করিল । রাজা যথার্থ প্রভুভক্ত বীরবরকে অপত্য কলত্র সহিত পুনর্জীবিত দেখিয়া অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং দেবীর চরণারবিন্দে সার্থীঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া নানাবিধ স্তুতি ও বিনতি করিতে লাগিলেন । পরিশেষে দেবী রাজাকে নানা অভিলষিত বর প্রদান দ্বারা চরিতার্থ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন । তনম্বর তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র গাত্রোথান করিয়া রাজা কপসেন সভাসমারোহণপূর্বক সর্ব সভাজন সমক্ষে দর্শ্য সাক্ষী

করিয়া প্রভুপরায়ণ বীরবরকে অর্দ্ধরাজ্যেশ্বর করিলেন। দেশ
বিদেশে রাজা ও বীরবর উভয়ের নির্বিবাদ ধন্যবাদ হইল ।

এইকপে কথা সমাপ্ত করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল
মহারাজ পূর্ক্সাপর সনস্ত শ্রবণ করিলে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি
কাহাব উদার্য্য অধিক হইল। বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন
আমার বোধে রাজার উদার্য্য সন্দাপেক্ষা অধিক। বেতাল
কহিল কেন। রাজা বলিলেন স্বামীর নিমিত্ত সর্বনাশ স্বীকার
ও প্রাণদান করা সেবকের উচিত কর্ম্ম। অতএব বীরবর রাজ-
কার্য্যার্থে ঐদৃশ সাহস প্রকাশ করিয়া আত্মধর্ম্ম প্রতিপালন
করিয়াছে। কিন্তু রাজা যে সেবকের নিমিত্ত রাজ্যাধিকার
তুণতুল্য বোধ করিয়া অনায়াসে প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেম
ইহা কেবল দয়াদ্র চিত্ততা ও অকৃত্রিম উদার্য্যের কর্ম্ম।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।

চতুর্থ উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

ভোগবতী নগরীতে অনঙ্গসেন নামে এক অতি প্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। চূড়ামণি নামে সর্দারগুণাকর শুকপক্ষী সর্দারকাল তাঁহার সম্মিহিত থাকিত। এক দিবস রাজা প্রসঙ্গক্রমে চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসিলেন শুক তুমি কি কি জান। সে কহিল মহারাজ আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কালত্রয়ের বৃত্তান্ত জানি। তখন রাজা কহিলেন যদি তুমি ত্রিকালজ্ঞ হও তবে বল কোন্ স্থানে আমার উপযুক্ত রমণী আছে। চূড়ামণি নিবেদন করিল মহারাজ মগধদেশাধিপতি রাজা বীরসেনের চন্দ্রাবতী নামে এক কন্যা আছে। সে পরম সুন্দরী ও অতিপণ্ডিতা তাহার সহিত মহারাজের বিবাহ হইবেক।

রাজা অনঙ্গসেন শুকের সর্দারজন্ম পরীক্ষার্থে চন্দ্রকান্তনামক সুপ্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন মহাশয় আপনি গণনা দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়া বলুন কোন্ কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হইবেক। তিনি জ্যোতির্দীপ্যাপ্রভাবে অবগত হইয়া কহিলেন মহারাজ চন্দ্রাবতী নামে এক অতিরূপবতী রমণী আছে। গণনা দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে তাহার সহিত আপনকার পরিণয় হইবেক। রাজা শুনিয়া শুকের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পরে এক সঙ্ঘজা চতুর বুদ্ধিমান কার্যাসাধক

ব্রাহ্মণকে আনাইয়া নানা উপদেশ দিয়া শুভ সম্বন্ধ স্থিরী-
করণার্থে মগধেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন ।

চন্দ্রাবতীর নিকটেও মদনমঞ্জরী নামে এক শারিকা থা-
কিত । তাহারও সৰ্ব্বজ্ঞতা খ্যাতি ছিল । তিনি এক দিবস
তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন শারিকাকে যদি তুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্ত-
মান সমুদায় বলিতে পার আমার যোগ্য পতি কোথায় আছেন
বল । শারিকা কহিল রাজনন্দিনি আমি দেখিতেছি ভোগবতী
নগরীর অধিপতি রাজা অনঙ্গসেন তোমার পতি হইবেন । ফ-
লতঃ অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতী উভয়েরই এইরূপে শ্রবণদ্বারা
অন্তরে অনুরাগ সঞ্চার হইল এবং সমাগমভাবপ্রযুক্ত উভ-
য়েরই ক্রমে ক্রমে পূর্বরোগসম্ভব স্মরদশা উদয় হইতে লাগিল ।

কিয়ৎ দিন পরে অনঙ্গসেনের প্রেরিত ব্রাহ্মণ মগধেশ্বরের
নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তিনি
তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং বাগদানের দ্রব্য সমুদায় সমভি-
ব্যাহারে দিয়া এক ব্রাহ্মণকে ঐ ব্রাহ্মণের সহিত পাঠাইলেন ।
কহিয়া দিলেন তুমি তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিলে আমি
কোন উদ্যোগ করিতে পারিব না । বাগদানের দ্রব্য সামগ্রী
লইয়া ব্রাহ্মণেরা অনঙ্গসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিশেষ
সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে তিন আফ্লাদমাগরে মগ্ন হইলেন এবং
স্ববিজ্ঞ দৈবজ্ঞ দ্বারা বিবাহের দিন নির্দিষ্ট করিয়া মগধেশ্ব-
প্রেরিত ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন ।
অনন্তর নির্ধারিত দিবসে যথাসময়ে মগধেশ্বরের আলয়ে

উপস্থিত হইয়া চন্দ্রাবতীর পাণিগ্রহণপূর্বক নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া পরম স্নুখে কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন ।

চন্দ্রাবতী শ্বশুরালয়ে আগমন কালে মদনমঞ্জরী শারিকারে নিজসমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন । তাহাকে সর্বদা আপন সমক্ষে রাখিতেন । রাজাও ক্ষণ কালের নিমিত্ত চূড়ামণিকে দুষ্টিপথের বহিভূত করিতেন না । এক দিবস রাজা ও রাজমহিষী অন্তঃপুরে একাসনে উপবিষ্ট আছেন এবং পিঞ্জরশ্বশুক শারিকাও তাঁহাদের সম্মুখে আছে । এই সময়ে রাজা রাজ্ঞীকে কহিলেন দেখ একাকী থাকিলে অতি কষ্টে কালযাপন হয় । অতএব আমার অভিলাষ শকের সহিত তোমার শারিকার বিবাহ দিয়া উভয়কে এক পিঞ্জরে রাখি । তাহা হইলে ইহারা আনন্দে কালযাপন করিতে পারিবেক । রাজ্ঞী ঈষৎ হাসিয়া অনুমোদন প্রদর্শন করিলে রাজা পরম সমাদরে শুক শারিকার বিবাহ নিৰ্ব্বাহ করিয়া উভয়কে এক পিঞ্জরে স্থাপিত করিলেন ।

এক দিবস রাজা নিৰ্জ্জনে রাজমহিষীর সহিত রসপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন এই সময়ে শুক শারিকাকে কহিতে লাগিল দেখ এই অসার সংসার মধ্যে ভোগ অতি সার পদার্থ । যে ব্যক্তি এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভোগস্নুখে পরাঙ্মুখ থাকে তাহার বৃথা জন্ম । অতএব কি নিমিত্ত তুমি ভোগবিষয়ে নিরুৎসাহিনী হইতেছ । শারিকা কহিল পুরুষ অত্যন্ত

শঠ অধর্মী ও স্ত্রীহত্যাকারী এ জন্ম পুরুষসংসর্গে আমার
 কুচি হয় না। শুক কহিল নারীও অতিশয় শঠ চপলা মিথ্যা-
 বাদিনী ও পুরুষঘাতিনী। উভয়ের এইরূপ বিবাদারম্ভ দেখিয়া
 রাজা হ্রিজাসা করিলেন হে শুক হে শারিকে, কেন তোমরা
 অকারণে কলহ করিতেছ। তখন শারিকা কহিল মহারাজ
 পুরুষ বড় অধর্মী এই নিমিত্তে পুরুষজাতির প্রতি আমার
 শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নাই। আমি পুরুষের ব্যবহার ও চরিত্রের
 বিষয়ে এক উপাখ্যান কহিতেছি শ্রবণ করুন।

ইলাপুরে মহাধন নামে অস্তি ঐশ্বর্যশালী এক শ্রেষ্ঠী ছি-
 লেন। বহু কাল অতীত হইল তথাপি তাঁহার পুত্র হয় না।
 এ নিমিত্ত তিনি সর্বদাই মনোদুঃখে কালযাপন করেন। কিঞ্চিৎ
 ৭দিন পরে জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার সহধর্মিণী এক কুমার
 প্রসব করিলেন। শ্রেষ্ঠী অধিক বয়সে পুত্রমুখু নিরীক্ষণ করি-
 য়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন এবং পুত্রের নাম নয়-
 নানন্দ রাখিয়া অতি যত্ন পূর্বক লালন পালন করিতে লাগি-
 লেন। বালক পঞ্চমবর্ষীয় হইলে তিনি তাহাকে বিদ্যাভ্যা-
 সের নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে
 স্বভাবদোষবশতঃ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া কেবল দুর্বৃত্ত
 বালকগণের সহিত কুৎসিত ক্রীড়ায় আবিষ্ট হইয়া কালযাপন
 করে ক্ষণমাত্রও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে না। ফলতঃ ক্রমে
 ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তাহার কুক্রিয়াম-
 ক্তিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে শ্রেষ্ঠী পরলোক প্রাপ্ত হইলেন । নয়না-
নন্দ সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া দ্যুতক্রীড়া সুরাপান
আদি ব্যসনে আসক্ত হইল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ছুষ্টি
য়া দ্বারা সমস্ত ধন নষ্ট করিয়া অত্যন্ত দুর্দশায় পড়িল । পরে
সে ইলাপুর পরিত্যাগ পূর্বক নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া পরি-
শেষে চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের নিকট উপস্থিত হইল
এবং স্বনাম ও পিতৃনাম উল্লেখপূর্বক আশ্রয়পত্র প্রদান
করিল । হেমগুপ্ত তাহার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন উহাকে
পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং যথোচিত সমাদর
ও প্রীতি প্রদর্শন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস তুমি কি
দুঃসংযোগে অকস্মাৎ এ স্থলে উপস্থিত হইলে ।

নয়নানন্দ কহিল আমি কতিপয় অর্নবপোত লইয়া সিং-
হলদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম । দৈবের প্রতিকূ-
লতা প্রযুক্ত অকস্মাৎ এক প্রবল বাত্যা উথিত হওয়াতে সম-
স্ত অর্নবপোত জলমগ্ন হইল । আমি কেবল ভাগ্যবলে এক
ফলকমাত্র অবলম্বন করিয়া বহু কষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছি ।
এ পর্যন্ত আসিয়া আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব এমন
আশা ছিল না । আমার সমভিব্যাহারের লোক সকল কে
কোন দিকে গেল বাঁচিয়া আছে কি নরিয়াছে কিছুই অনু-
সন্ধান করিতে পারি নাই । দ্রব্য সামগ্রী সমুদায় জলমগ্ন
হইয়াছে । এ অবস্থায় দেশে প্রবেশ করিতে অত্যন্ত লজ্জা
হইতেছে । কি করি কোথায় যাই কোন উপায় ভাবিয়া

পাই না । পরিশেষে আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি ।

তদীয় বাক্যাবসানে হেমগুপ্ত মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন আমি আপন কন্যার উপযুক্ত বরের নিমিত্ত নানা স্থান অন্বেষণ করিতেছি কোথায়ও মনোনীত হইতেছে না । বুঝি ভগবান্ কৃপা করিয়া গৃহে উপস্থিত করিয়া দিলেন । এ অতি সদ্ভংশজাত পৈতৃক অতুল অর্থসম্পত্তির ন্যায় পৈতৃক অতুল গুণসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছে সন্দেহ নাই । অতএব ত্বরায় দিন স্থির করিয়া ইহার সহিত কন্যার বিবাহ দি । মনে মনে এই প্রকার কল্পনা করিয়া শ্রেষ্ঠিনীর নিকটে গিয়া কহিলেন দেখ এক শ্রেষ্ঠীর পুল উপস্থিত হইয়াছে । সে সৎকুলোদ্ভব । বিশেষতঃ তাহার পিতার সহিত আমার অতি আত্মীয়তা ছিল । যদি তোমার মত হয় তাহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দেওয়া যায় ।

শ্রেষ্ঠিনী শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন ভগবানের ইচ্ছা না হইলে একপ ঘটে না । বিনা চেষ্টায় মনস্কাম সিদ্ধ হওয়া অতি ভাগ্যের কথা । অতএব বিলম্বের প্রয়োজন নাই ত্বরায় পুরোহিত ডাকাইয়া দিন স্থির করিয়া শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন কর । শ্রেষ্ঠী এইরূপে ভার্য্যার সম্মতি বুঝিয়া মহাধননন্দনেয় নিকটে গিয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল । তখন তিনি পুরোহিত ডাকাইয়া শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্দ্ধারিত করিয়া মহাসমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন । বর কন্যা পরম কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিল ।

কিয়ৎদিন পরে নয়নানন্দ মনোমধ্যে কোন অসৎ অভিসন্ধি করিয়া আপন পত্নীর নিকট কহিল দেখ অনেক কাল হইল আমি স্বদেশে যাই নাই এবং বন্ধুবর্গেরও কোন সংবাদ পাই নাই। তাহাতে অন্তঃকরণে কি পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে বলিতে পারি না। অতএব তোমার পিতা মাতার মত করিয়া আমাকে বিদায় করিয়া দাও। আর যদি ইচ্ছা হয় তুমিও সমভিব্যাহারে চল। পতিব্রতা রত্নাবতী আপন জননীর নিকটে গিয়া স্বামীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তদ্বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিল।

শ্রেষ্ঠিনী শুনিয়া স্বামীর সন্নিধানে গিয়া কহিলেন তোমার জামাতা গৃহে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠী কহিলেন ভাল ভাবনা কি বিদায় করিয়া দিব। তুমি কি জান না জন জামাতা ভাগিনেয় এই তিন কোন কালে আপন হয় না ও তাহাদের উপর বল প্রকাশ চলে না। জামাতা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই কর্তব্য। তাহাকে বল ইতিমধ্যে ভাল দিন দেখিয়া বিদায় করিয়া দিতেছি। অনন্তর আপন তনয়াকে আহ্বান করিয়া হস্তমুখে জিজ্ঞাসিলেন বৎসে তোমার অভিপ্রায় কি শ্বশুরালয়ে যাইবে কি পিতৃগৃহে থাকিবে।

রত্নাবতী লজ্জায় নম্রমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল। অনন্তর কার্যান্তরব্যপদেশে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইয়া স্বামীর নিকটে গিয়া কহিল দেখ পিতা মাতা সম্মত হইয়াছেন কহিলেন তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট হও তাহাই করিবেন।

অতএব আমি তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি তুমি কোন প্রকারেই আমাকে ছাড়িয়া যাইও না আমি তোমার অদর্শনে প্রাণধারণ করিতে পারিব না ।

পরিশেষে শ্রেষ্ঠী জামাতাকে অনেক ঐশ্বর্য্য দিয়া মহাসমাদর পূর্ব্বক বিদায় করিলেন এবং কন্যাকেও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া তাহার সমভিব্যাহারিণী করিয়া দিলেন । নয়নানন্দ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া স্বশ্রু ও স্বশুরের পাদবন্দন পূর্ব্বক বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল । এবং রত্নাবতীও শিবিকারোহণ করিয়া অতি আনন্দিতমনে তাহার সঙ্গে চলিল ।

অনন্তর নয়নানন্দ এক নিবিড় জঙ্গলে উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠিকন্যাকে কহিল দেখ এই অরণ্যে অত্যন্ত দস্যভয় আছে শিবিকায় আরোহণ ও সঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করিয়া যাওয়া উচিত নহে । খুলিয়া আমার হস্তে দাও আমি বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখি । নগর নিকটবর্ত্তী হইলে পুনরায় পরিবে । আর বাহকেরাও শিবিকা লইয়া এই স্থান হইতে ফিরিয়া যাউক । কেবল আমরা দুই জনে দরিদ্রবেশে গমন করি । তাহা হইলে নিরূপদ্রবে এই দুর্গম বন্য অতিক্রম করিতে পারিব ।

রত্নাবতী তৎক্ষণাৎ অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া স্বামি-হস্তে সমস্ত আভরণ সমর্পণ করিল এবং দাসদাসী ও বাহকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া একাকিনী সেই শঠের সমভিব্যাহারিণী হইয়া চলিল । নয়নানন্দ এইরূপে মহামূল্য অলঙ্কারসমূহ হস্তগত করিয়া ক্রমে ক্রমে অরণ্যের অতি নিবিড় ও

অগম্য প্রদেশে প্রবেশ করিল এবং তাদৃশ পতিপরায়ণা হিতৈষিণী প্রণয়িনীকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ পূর্বক পলায়ন করিয়া স্বদেশে উপস্থিত হইল । রত্নাবতী কূপে পতিত হইয়া হাঙ্গামত হা মাতৃঃ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল । দৈববোগে এক পথিক তথায় উপস্থিত হইয়া তাদৃশ নিবিড় অরণ্যমধ্যে অসম্ভাবিত রোদন শব্দ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং শব্দানুসারে গমন করিয়া কূপের সমীপবর্তী হইয়া তন্মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক অবলোকন করিল এক পরম সুন্দরী নারী অশ্রুমুখী নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছে । পথিক দর্শনমাত্র অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া সেই স্ত্রীর নক্ষত্র পেরম যত্নে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে কি নিমিত্ত একাকিনী এই ভয়ঙ্কর কাননে আসিয়াছিলে কি প্রকারেই বা তোমার ঐদৃশী ছুর্দশা ঘটিল বল ।

রত্নাবতী পতিনিন্দা অতি গর্হিত বুঝিয়া প্রকৃত ব্যাপার গোপনে রাখিয়া কহিল আমি চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের কন্যা । আমার নাম রত্নাবতী । আমি আপন পতির সহিত স্বশুরালয়ে যাইতেছিলাম । এই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র অকস্মাৎ কয়েক জন দস্যু আসিয়া প্রথমতঃ অঙ্গ হইতে সমস্ত ভূষণ গ্রহণ পূর্বক আমাকে এই কূপে ফেলিয়া দিল এবং আমার পতিকে প্রহার করিতে করিতে লইয়া গেল । এক্ষণে তাঁহার কি দশা ঘটিয়াছে কিছুই জানি না । পান্থ শুনিয়া অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিল এবং অশেষ প্রকার আশ্বাস

প্রদান পূর্বক রত্নাবতীকে সঙ্গে লইয়া তাহার পিত্রালয়ে পহঁ-
ছিয়া দিল ।

রত্নাবতী পিতা মাতার অত্যন্ত স্নেহপাত্র ছিল । তাঁহারা
তাহার ঈদৃশ অসম্ভাবিত ছুরবস্থা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া
জিজ্ঞাসিলেন বৎসে তোমার এ কি দশা ঘটয়াছে । সে কহিল
এক অরণ্য মধ্যে অকস্মাৎ চারি দিক্ হইতে অস্ত্রধারী পুরুষেরা
আসিয়া বলপূর্বক আমার অঙ্গ হইতে সমুদায় অলঙ্কার খুলি-
য়া লইল এবং তাঁহাকে যত সম্পত্তি দিয়া বিদায় করিয়াছিলে
সে সমুদায়ও অপহরণ করিল । অনন্তর আমাকে এক অন্ধ-
কূপে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে যষ্টি প্রহার করিতে করি-
তে কহিতে লাগিল আর কোথা কি গোপন করিয়া রাখি-
য়াছিষ্ বাহির করিয়া দে । তখন তিনি কাতর হইয়া বিনয়
করিয়া কহিলেন আমাদের নিকট যাহা ছিল সমস্ত তোমাদের
হস্তগত হইয়াছে । আর কিছু মাত্র নাই । তোমাদের প্রহারে
প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে । চরণে ধরি ও কৃতাজলি হইয়া ভিক্ষা
করি ছাড়িয়া দাও । বারংবার এই প্রকার কাতরোক্তি প্রয়োগ
করিতে লাগিলেন নির্দয় দস্যুরা তথাপি তাঁহাকে বন্ধন করিয়া
লইয়া গেল । তৎপরে ছাড়িয়া দিল কি মারিয়া ফেলিল কিছু-
ই জানিতে পারি নাই । তখন তাহার পিতা কহিলেন বৎসে
তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না । আমার অন্তঃকরণে লইতেছে
তোমার পতি জীবিত আছেন । চোরেরা অর্থপিশাচ অর্থ হস্ত-
গত হইলে আর অকারণে প্রাণ নাশ করে না । এই রূপে

অশেষবিধ আশ্বাস ও প্রবোধ দিয়া অবিলম্বে আর এক প্রস্থ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিলেন ।

এ দিকে নয়নানন্দ আপন ভবনে উপস্থিত হইয়া সেই অলঙ্কার বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবারাত্র দ্যুত-ক্রীড়া ও সুরাপান দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিল । এবং কিয়ৎদিনের মধ্যেই পুনর্বার নিঃস্বভাবাপন্ন ও অন্নবস্ত্রবিহীন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিল আমি যে কুব্যবহার করিয়াছি তাহা শ্বশুরালয়ে কোন প্রকারেই প্রকাশ পায় নাই । অতএব কোন ছল করিয়া তথায় উপস্থিত হই । অনন্তর দুই চারি দিন অবস্থিতি করিয়া স্বেযোগক্রমে কিঞ্চিৎ অপহরণ করিয়া পলাইয়া আসিব । মনে মনে এই চুপ্ত সঙ্কল্প করিয়া শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল এবং প্রবেশ করিবামাত্র সর্বাগ্রে স্বীয় পত্নী রত্নাবতীর দৃষ্টিপথে পতিত হইল ।

পতিপ্রাণা রত্নাবতী পতিকে সমাগত দেখিয়া অন্তঃকরণে চিন্তা করিল পতি অতিচুরাচার হইলেও নারীর পরম গুরু । তাঁহাকে সম্ভ্রষ্ট রাখিতে পারিলেই নারী ইহলোকে ও পরলোকে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয় । আর যে নারী কুমতিপরতন্ত্র হইয়া গুরুমগুরু স্বামীর কাদাচিৎক কুব্যবহারকে অপরাধ গণ্য করিয়া তাঁহার প্রতি কোন প্রকারে অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করে সে আপন ঐহিক ও পারলৌকিক সকল স্মৃথে জলাঞ্জলি দেয় । আর ইনি কেবল ভাস্কিক্রমেই সেক্ষপ ব্যবহার করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই । অতএব আমি সেই সামান্য দোষ ধরিয়া

অপরাধিনী হইব না। যাহা হউক ইনি এক্ষণে বিশেষ না জানিয়াই এখানে আসিয়াছেন। আমাকে দেখিতে পাইলেই নিঃসন্দেহ পলায়ন করিবেন। অতএব অগ্রে ভয় ভঞ্জন করিয়া দেওয়া উচিত।

রত্নাবতী অন্তঃকরণে এই সকল আলোচনা করিয়া ত্বরায় নিকটবর্তিনী হইয়া কহিল নাথ তুমি অন্তঃকরণমধ্যে কোন শঙ্কা করিও না। আমি পিতা মাতার নিকট কহিয়াছি চোরেরা অলঙ্কার গ্রহণপূর্বক আমাকে কূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া তোমাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছে। অতএব সে সকল কথা স্মরণ করিয়া ভীত হইবার আবশ্যকতা নাই। আমার পিতা মাতা তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছেন তোমাকে দেখিলে অতিশয় আফ্লাদিত হইবেন। আর তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই। এই স্থানেই অবস্থিতি কর আমি চিরকাল তোমার চরণ সেবা করিব।

এইরূপ উপদেশ দিয়া রত্নাবতী প্রস্থান করিলে পর সেই ধূর্ত তৎক্ষণাৎ স্বপ্তরের নিকটে গিয়া প্রণাম করিল। শ্রেষ্ঠী আলিঙ্গনপূর্বক আশীর্বাদ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে গলাদবচনে জামাতাকে সবিশেষ সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। তখন সে স্বীয় সহবর্ষ্মিণীর উপদেশানুরূপ পূর্ক্সাপর কল্পিত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পরিশেষে কহিল মহাশয় যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহাতে কোন ক্রমে প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা ছিল না। কেবল জগদীশ্বরের কৃপায় ও আপনাদিগের ক্রীচরণারবিন্দের

অকৃত্রিমস্নেহসম্বলিত আশীর্বাদ প্রভাবে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইয়াছি। যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। অধিক কি কহিব শত্রুও যেন কখন একপ বিপদে পতিত না হয়। ইহা কহিয়া যেন যথার্থই পূর্দাবস্থা স্মরণ হইল এই প্রকার ভান করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তদর্শনে হেমগুণ্ডের অন্তঃকরণে অত্যন্ত অনুকম্পা জন্মিল।

রজনী উপস্থিত হইল। পতিপ্রাণা রত্নাবতী স্বামিসমাগম-সৌভাগ্যমদে মত্তা হইয়া পূর্কৃত তদীয় নৃশংস ব্যবহার বিস্মরণপূর্কক তৎসহবাসসুখসন্তোষাভিলাষে মনের উল্লাসে সর্পাঙ্গে সর্পপ্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিল। নয়নানন্দ কিয়ৎক্ষণ কৃত্রিম কোঁতুকের পর নিদ্রাবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন রত্নাবতী কহিল আজি তুমি পথশ্রান্ত আছ। আর অধিক ক্ষণ জাগরণক্লেশ সহ করিবার প্রয়োজন নাই। শয়ন কর আমি চরণ সেবা করি। সে কহিল তুমিও শয়ন কর চরণ সেবা করিতে হইবেক না।

অনন্তর উভয়ে শয়ন করিলে পূর্ত তৎক্ষণাৎ কপট নিদ্রার আশ্রয় লইয়া নাসিকাধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। রত্নাবতীও পত্নিকে নিদ্রাভিভূত জানিয়া অনতিবিলম্বে নিদ্রায় অচেতন হইল। পরে সেই ছুরায়া অবসর বুঝিয়া গাত্রোথান পূর্কক আপন কটিদেশ হইতে এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বহিস্কৃত করিল এবং অনায়াসে সেই জীরত্ন রত্নাবতীর কণ্ঠনালীচ্ছেদন পূর্কক সমস্ত আভরণ লইয়া পলাইল।

ইহা কহিয়া শারিকা কহিল মহারাজ যাহা বর্ণনা করিলাম সমুদায় স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তদবধি আমার পুরুষের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না এবং সাধ্যানুসারে পুরুষের সংসর্গ পরিত্যাগে যত্নবতী থাকিব। পুরুষেরা অতি ধূর্ত অতি নৃশংস ও অতি স্বার্থপর। মহারাজ অধিক কি কহিব পুরুষসহবাস সমর্প গৃহবাস অপেক্ষাও ভয়ানক। এই নিমিত্ত আর আমার পুরুষের মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা নাই।

রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া শুককে কহিলেন কেমন হে চূড়ামণি তুমি স্ত্রীলোককে কি নিমিত্তে ঘৃণা কর তাহার সবিশেষ বর্ণন কর।

তখন শুক কহিল মহারাজ শ্রবণ করুন।

কাঞ্চনপুর নগরে সাগরদত্ত নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীদত্ত নামে সুরূপ সুশীল শান্তস্বভাব এক পুত্র ছিল। অনঙ্গপুরনিবাসী সোমদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা জয়ক্ৰী সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিয়ৎদিন পরে স্ত্রীদত্ত বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে প্রস্থান করিল। জয়ক্ৰী আপন পিত্রালয়ে বাস করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল অতীত হইল তথাপি স্ত্রীদত্ত প্রত্যাগমন করিল না।

এক দিবস জয়ক্ৰী আপন প্রিয়বয়স্কার পিতাকে কহিল দেখ সখি আমার যৌবন বৃথা হইল। আজি পর্যন্ত সংসারের সুখ কিছুমাত্র জানিতে পারিলাম না। বলিতে কি একপে একা-

কিনী কালহরণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে । তুমি কোন উপায় চিন্তা কর । তখন সখী কহিল প্রিয়সখি ধৈর্য্য ধর ভগবানের ইচ্ছা হয় ত অবিলম্বে তোমার প্রিয়সমাগম হইবেক । জয়ন্তী ইচ্ছানুরূপ উত্তর না পাইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ অটালিকায় আরোহণ করিয়া গবাক্ষদ্বার দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ।

দৈবযোগে সেই স্থান দিয়া নবীনকৃষ্ণনামা এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ গমন করিতেছিল । ঘটনাক্রমে তাহার ও জয়ন্তীর চারি চক্ষুঃ একত্র হইবাতে উভয়েই উভয়ের মন হরণ করিল । জয়ন্তী তৎক্ষণাৎ আপন সখীকে আহ্বান করিয়া কহিল দেখ যেকপে পার ঐ হৃদয়চোর ব্যক্তির সহিত সংঘটন করিয়া দাও । জয়ন্তীর সখী তাহার নিকটে গিয়া কথাগুলো তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিল সোমদত্তের কন্যা জয়ন্তী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান সন্ধ্যার পর তুমি আমার বাটাতে আসিবে । এই বলিয়া তাহাকে আপন গৃহ দেখাইয়া দিল । তখন সে কহিল তোমার সখীর নিকটে কহ আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হইলাম । অবশ্যই সায়ংকালে তোমার আবাসে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব ।

তদনন্তর সখী জয়ন্তীর নিকটে আসিয়া সবিশেষ সমুদায় আবেদন করিলে সে অত্যন্ত আক্লাদিতা হইল । এবং তাহাকে পারিতোষিক দিয়া প্রশংসা করিয়া কহিল যদি তুমি আমাকে তাহার সহিত মিলাইয়া দিতে পার তবে আমাকে

চিরকালের মত কিনিয়া রাখ । আমি কোন কালে তোমার এ ধার শুধিতে পারিব না । এক্ষণে তুমি আপন আদয়ে গিয়া অবস্থিতি কর সে আসিবামাত্র আমাকে সংবাদ দিবে । এই বলিয়া সখীকে বিদায় করিয়া স্বয়ং প্রিয়সমাগমোচিত বেশ ভূষা করিতে লাগিল ।

শুভ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সেই যুবা রতিপতির আদেশানুরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়া সখীর আদয়ে উপস্থিত হইল । সে পরম সমাদর পূর্বক বসিতে আসন দিয়া জয়ন্তীর নিকটে গিয়া প্রিয়তমের উপস্থিতি সংবাদ দিল । জয়ন্তী শুনিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া কহিল সখি কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর গৃহজন নিদ্রিত হইলেই তোমার সহিত গিয়া প্রাণনাথের হস্তে যৌবনসম্পত্তি সমর্পণ করিয়া জন্ম সার্থক করিব । অনন্তর পরিবারস্থ সমস্ত লোক নিদ্রাগত হইলে জয়ন্তী সখীর সহিত তদীয় আবাসে উপস্থিত হইয়া অননুভূতপূর্ব চিরাকঙ্কিত রসাশ্বাদ দ্বারা যৌবনের চরিতার্থতা লাভ করিয়া নিশাবসান সময়ে স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিল । সে এইরূপে প্রত্যহ প্রিয়সমাগমস্থখে কাল যাপন করিতে লাগিল ।

কিয়ৎদিন পরে তাহার স্বামীও বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রথমতঃ স্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল । জয়ন্তী স্ত্রীদত্তের সমাগমনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল এ আপদ আবার এত দিনের পর কোথা হইতে উপস্থিত হইল । কি করি কোথায় যাই । প্রাণনাথের নিকটে যাইবার ব্যাঘাত জন্মিল । কত

দিন থাকিবেক কত জলাইবেক তাহাও জানি না । এই রূপ চিন্তায় পড়িয়া স্নান ভোজনাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক বিষণ্ণ মনে সখীর সহিত নানা প্রকার পরামর্শ করিতে লাগিল ।

রজনী উপস্থিত হইলে জয়শ্রীর মাতা জামাতাকে পরম সমাদর ও যত্ন পূর্বক ভোজন করাইয়া দাসী দ্বারা শয়নাগারে গিয়া বিশ্রাম করিতে কহিলেন এবং আপন কন্যাকেও পতি-শুশ্রূষার্থে গমন করিতে আদেশ দিলেন । জয়শ্রী প্রথমতঃ অসম্মত হওয়াতে তাহার মাতা নানাবিধ প্রবোধবাক্য ও ভৎসনা দ্বারা নিরুত্তরা করিয়া বৎসপূর্বক গৃহ প্রবেশ করাইলেন । তখন সে বিবশা হইয়া গৃহপ্রবেশ পূর্বক পল্যঙ্কে আরোহণ করিয়া বিবৃত্তমুখে শয়ন করিয়া রহিল । শ্রীদত্ত প্রণয়িনীকে সপ্রেম সম্ভাষণ করিয়া শ্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল । সে তাহাতে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল । তখন শ্রীদত্ত তাহার সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত নিজানীত নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও পটুশাটী প্রভৃতি কামিনীজনকমনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে জয়শ্রী অত্যন্ত কোপ প্রকাশ পূর্বক তদন্ত সমস্ত বস্তু দূরে নিক্ষেপ করিল । তখন শ্রীদত্ত নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া ক্রান্ত রহিল এবং অত্যন্ত পথশ্রান্ত ছিল তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইল ।

জয়শ্রী পতিকে নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া মনে মনে আক্লা-
দিতা হইল এবং পতিদত্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া
সেই গাঢ়তর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে একাকিনী নির্ভয়ে শ্রিয়-

তমের উদ্দেশে চলিল । সেই সময়ে এক তক্ষর ঐ পথে গমন করিতেছিল । সে সর্কালঙ্কারভূষিতা কামিনীকে অর্ধরাত্র সময়ে একাকিনী গমন করিতে দেখিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল এই যুবতী অসহায়িনী হইয়া নিশীথ সময়ে নির্ভয়ে কোথায় যাইতেছে । যাহাহউক সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইল । এই বলিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল ।

এ দিকে নবীনকৃষ্ণ জয়ঞ্জীর সখীর আলয়ে একাকী শয়ন করিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছিল । দৈবযোগে এক কালসর্প আসিয়া দংশিয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়া গেল । সে মৃত পতিত রহিল । জয়ঞ্জী তথায় উপস্থিত হইয়া মৃত নবীনকৃষ্ণকে কপটনিদ্ৰিত বোধ করিয়া নামগ্রহণপুরঃসর আহ্বান করিতে লাগিল । কিন্তু কোন প্রকার উত্তর না পাইয়া "মনে মনে বিবেচনা করিল আমার আসিতে বিলম্ব হওয়াতে অভিমানে উত্তর দিতেছে না । অনন্তর তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া প্রিয়সস্তাষণ পূর্বক বারংবার আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল । চোরও কিঞ্চিদূরে দণ্ডায়মান হইয়া সহাস্য আশ্বে এই রহস্য দর্শন করিতে লাগিল ।

নিকটবর্তী বটবৃক্ষবাসী এক পিশাচও ঐ কৌতুক দেখিতেছিল । সে মনে মনে কল্পনা করিল এই স্ত্রযোগে এই ছুশ্চরিত্রাকে সমুচিত দণ্ড দিতে হইল । এই বলিয়া নবীনকৃষ্ণের মৃত শরীরে আবির্ভূত হইয়া দন্তদ্বারা জয়ঞ্জীর নামিকাচ্ছেদন

পূর্বক পুনরায় আপন আবাসবৃক্ষে আরোহণ করিল । চোর এই সমস্ত অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইতে লাগিল ।

তখন জয়শ্রীর জ্ঞানোদয় হইল । এবং তৎক্ষণাৎ প্রিয়তমকে মৃত নিশ্চয় করিয়া সখীর নিকটে আসিয়া পূর্বাপর সমস্ত বর্ণন করিয়া কহিল সখি আমি অকস্মাৎ এই আপদে পড়িয়াছি কি উপায় করি বল । গৃহে গিয়া পিতা মাতার নিকট মুখ দেখাইতে পারিব না । তাঁহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে কি উত্তর দিব । বিশেষতঃ আজি আবার সেই সর্বনাশিয়া আসিয়াছে । সেই বা দেখিয়া শুনিয়া কি মনে করিবেক । অতএব তুমি আমাকে বিষ আনিয়া দাও খাইয়া প্রাণত্যাগ করি । তাহা হইলেই সকল আপদ ঘুচিয়া যায় । এই বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিল । সখী শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন ও নিরুত্তর হইয়া রহিল ।

তৎপরে জয়শ্রী আপন উৎপন্নমতিত্ববলে এক উপায় স্থির করিয়া কহিল সখি আর চিন্তা নাই । উত্তম উপায় স্থির করিয়াছি । শুন দেখি সঙ্গত হয় কি না । আমি এই অবস্থায় গৃহে গিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্বক চীৎকার করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করি । গৃহজন রোদন শব্দে জাগরিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসার্থ উপস্থিত হইলে কহিব আমার স্বামী ক্রোধে অন্ধ হইয়া বিনা অপরাধে বহু প্রহার করিয়া পারিশেষে নাসিকা ছেদন করিয়া দিলেন । সখী কহিল উত্তম যুক্তি হইয়াছে ইহাতে সকল দিক রক্ষা পাইবেক । অতএব অবিভয়ে গৃহে গিয়া এইরূপ কর ।

জয়ন্তী সহর হইয়া গৃহে গিয়া শয়নাগারে প্রবেশ পূর্বক উচ্চৈশ্বরে রোদন করিতে লাগিল। গৃহজন ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া জয়ন্তীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার নাসিকা নাই। সমস্ত গাত্র ও বস্ত্র শোণিতে অভিষিক্ত হইয়াছে এবং সে নিজে ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। অনন্তর বারংবার হেতু জিজ্ঞাসা করাতে জয়ন্তী আপন স্বামীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল ঐ দুর্ভূত দস্যু আমার এই ছুর্দশা করিয়াছে। তখন সমস্ত পরিবার একবাক্য হইয়া শ্রীদত্তের অশেষ প্রকার তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল।

স্বশীল শ্রীদত্ত পূর্বাপর কিছুই জানে না। অকস্মাৎ এতাদৃশ বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল আমি সবিশেষ না জানিয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া অতি গর্হিত কর্ম করিয়াছি। ইহাকে অতি দুষ্চরিত্রা দেখিতেছি। প্রথমতঃ শত শত চাটু বচনেও আলাপ করে নাই এক্ষণে অন্যায়সে মিথ্যাপবাদ দিতেছে। এই নিমিত্তই নীতিজেরা কহিয়াছেন যে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক দেব-তারাও স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারেন না। জানি না পরিশেষে কি বিপদ ঘটবেক। ইত্যা-দি নানাবিধ চিন্তা করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক অধোমুখ হইয়া রহিল।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র জয়ন্তীর পিতা রাজদ্বারে সং-

বাদ দিয়া জামাতাকে বিচারালয়ে নীত করিল । রাজা বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষকে পরস্পর সম্মুখবর্তী করিয়া প্রথমতঃ জয়ক্রিকে জিজ্ঞাসিলেন কে তোমার এ ছুর্দশা করিয়াছে বল আমি তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিতেছি । তখন জয়ক্রি পতি প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল মহারাজ ইনি আমার স্বামী ইঁহা হইতেই আমার এই ছুর্দশা ঘটয়াছে । অনন্তর রাজা ক্রীদন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি নিমিত্ত এমন ছুর্কর্ম করিলে । সে কহিল মহারাজ আমি এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানি না । ইহাতে আপনকার বিচারে যেকপ ব্যবস্থা হয় করুন । এই বলিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিল ।

রাজা বাদী প্রতিবাদীর বাক্য পর্য্যালোচনা করিয়া পরিশেষে ঘাতকদিগকে ডাকাইয়া ক্রীদন্তকে শূলে দিতে আদেশ করিলেন । চোর পূর্কপার সমস্ত ব্যাপার অত্যন্ত সতর্কতা পূর্কক দেখিতেছিল । সে অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবধের উপক্রম দেখিয়া রাজার সম্মুখে আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া বিনা অপরাধে এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতেছেন । আপনি ধর্ম্মাবতার যথার্থ বিচার করুন ব্যভিচারিণীর বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না ।

রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং সবিশেষ জিজ্ঞাসা পূর্কক তথ্যানুসন্ধান করিয়া লোক দ্বারা মৃত পতিত নবীন-কৃষ্ণের বস্ত্রমধ্য হইতে জয়ক্রীর ছিন্ন নাসিকা আনাইয়া দেখি-

লেন। তখন চোরকে যথার্থবাদী ও খ্রীদন্তকে নিরপরাধী বোধ করিয়া উভয়কে পারিতোষিক প্রদান পূর্বক বিদায় করিলেন এবং জয়ক্রীর মস্তক মুগুন ও তাহাতে ডক্রসেচন তৎপরে তাহাকে গর্দভে আরোহণ ও নগরে পরিভ্রমণ করাইয়া আপন অধিকার হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। এই বলিয়া চূড়ামণি কহিল মহারাজ নারী এইরূপ গুণে পরিপূর্ণা হয় ।

উপক্রান্ত উপাখ্যান সমাপন করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল মহারাজ নয়নানন্দ ও জয়ক্রী এই উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিক পাপী । রাজা কহিলেন আমার মতে দুই সমান ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।

পঞ্চম উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল নহরাজ

ধারানগরে মহাবল নামে মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন । তাঁহার দূতের নাম হরিদাস । ঐ দূতের মহাদেবী নামে এক পরম স্নন্দরী কন্যা ছিল । কালসহকারে কন্যা যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইলে হরিদাস মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল কন্যা-বিবাহযোগ্য হইল অতঃপর বর অন্বেষণ করিয়া ইহার বিবাহ সংস্কার নির্বাহ করা উচিত । অনন্তর পরিবারের মধ্যে মহাদেবীর বিবাহের কথা আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইলে সে এক দিবস আপন পিতার নিকট নিবেদন করিল পিতঃ যে ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিবেন সে যেন সর্বগুণালঙ্কৃত হয় হরিদাস কন্যার এই প্রশংসনীয় প্রার্থনা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া নানা স্থানে উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল ।

এক দিবস রাজা মহাবল হরিদাসকে আজ্ঞা করিলেন হরিদাস দক্ষিণ দেশে হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা আছেন । তিনি আশ্রম প্রকৃত বন্ধু । বহুদিনাবধি তাঁহার শারীরিক ও রাজ্যবিষয়ক কোন সংবাদ না পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছি । অতএব তুমি তথায় গিয়া আমার কুশল সংবাদ দিয়া ত্বরায় তাঁহার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ লইয়া আইস । হরিদাস রাজ্যাকীর্ণ আদেশানুসারে কয়েকদিবসের মধ্যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট নিজ প্রভুর আদেশ জানাইল । হরিশ্চন্দ্র দূতমুখে মিত্রের মঙ্গলবার্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন এবং সমুচিত পুরস্কার প্রদান পূর্ক হরিদাসকে কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন ।

এক দিবস রাজা হরিশ্চন্দ্র সভামধ্যে হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন হরিদাস তুমি কি বোধ কর কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে কি না । তখন সে কৃতাজ্জলি হইয়া কহিল, হাঁ মহারাজ কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে । তাহার অধিকার প্রভাবেই সংসারে মিথ্যাপ্রপঞ্চ প্রবল হইয়া উঠিতেছে । সত্যের ভ্রাস হইতেছে । পৃথিবী অল্প ফল দিতেছেন । লোক মুখে মিষ্টবাক্য ব্যবহার করে কিন্তু অন্তরে সম্পূর্ণ কপটতা । রাজারা প্রজার সুখ সমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল কোষপরিপূরণে যত্নবান্ হইয়াছেন । ব্রাহ্মণেরা সংকর্মে অধুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং লোভী হইয়াছেন । স্ত্রীলোক লজ্জা পরিত্যাগ ও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে । পুত্র পরম গুরু পিতা মাতার শুশ্রূষা ও আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ এবং ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি স্নেহশক্তি হ্রাস হইতেছে । মিত্রতানিবন্ধন অকৃত্রিম প্রণয় সম্বলিত ব্যবহার আর দৃষ্টিগোচর হয় না । নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত উপাসনাদি কৰ্মে কাহারও আস্থা নাই । পামরেরা বিরোধী তর্ক দ্বারা ধর্মমূল সনাতন বেদশাস্ত্রের বিধাবনে উদ্যত হইয়াছে । মহারাজ ইত্যাদি নানা প্রকারে কেবল

স্বের সঞ্চার নেত্রগোচর হইতেছে । রাজা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া হরিদাসকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন ।

সভাভঙ্গান্তে রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । হরিদাস আপন বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া এক অপরিচিত ব্রাহ্মণকুমারকে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে কি নিমিত্ত আসিয়াছ । সে কহিল আমি তোমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি । হরিদাস কহিল কি প্রার্থনা বল আমার সামর্থ্য হয় সম্পন্ন করিব । সে কহিল তোমার এক পরম সুন্দরী গুণবতী কন্যা আছে তাহার সহিত আমার বিবাহ দাও হরিদাস কহিল আমি কন্যার প্রার্থনানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইবেক তাহাকে কন্যা দান করিব । সে কহিল আমি বলি কালাবধি পরম মত্তে নানা বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছি । আর আমার অসাধারণ গুণ এই যে অদ্ভুত এক রথ নির্মাণ করিয়াছি তাহাতে আরোহণ করিলে ক্ষণমধ্যে বর্ষগম্য দেশেও উপস্থিত হওয়া যায় ।

হরিদাস শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং কন্যাদান স্বীকার করিল । কহিল কল্যাণ প্রাতঃকালে তুমি আমার নিকটে রথ লইয়া আসিবে । এই বলিয়া ব্রাহ্মণতনয়কে বিদায় করিয়া স্নান আঙ্গিক ভোজন সমাপন করিল এবং অপরাহ্নে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইয়া স্বদেশ গমনার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিল ।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র ব্রাহ্মণকুমার হরিদাসের নিকট উপস্থিত হইলে উভয়ে রথারোহণ করিয়া ক্রমধ্যে ধারানগরে উত্তীর্ণ হইল। হরিদাসের আগমনের পূর্বে তাহার পত্নী ও পুত্র পৃথক্ পৃথক্ এক এক ব্রাহ্মণতনয়ের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল যে মহাদেবীর সহিত বিবাহ দিব। তাহাতে কেবল হরিদাসের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষাই প্রতিবন্ধক ছিল। এক্ষণে সেই পূর্বাশ্বাসিত বরেরাও হরিদাসকে গৃহাগত শুনিয়া বিবাহের নিমিত্ত তদীয় আদয়ে উপস্থিত হইল।

এই রূপে তিন বর একত্র দেখিয়া হরিদাস অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল তিন জনে তিন জনের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি। তিন জনই বিদ্যাবান ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন কাহাকে নিরাশ করি। অনন্তর তাহাদিগকে কহিল অদ্য তোমরা আমার আদয়ে অবস্থিতি কর। আমি পুত্র ও গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া কর্তব্য স্থির করিব। তাহারা সন্মত হইয়া সে দিবস হরিদাসের আবাসে অবস্থিতি করিল। দৈবযোগে সেই রজনীতে বিক্র্যাচলবাসী এক রাক্ষস আসিয়া হরিদাসকন্ঠাকে হরণ করিয়া আপন আদয়ে পলায়ন করিল।

গৃহজন প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া দেখিল মহাদেবী গৃহে নাই। তখন সকলে একত্র হইয়া নানা প্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। বিবাহার্থী ব্রাহ্মণকুমারেরাও ভাবী ভাষ্যার অদর্শন ব্যাপার শ্রবণ করিয়া স্তানবদনে তথায় উপস্থিত হইল। তন্ম

ধ্যে এক ব্যক্তি সমাধিবলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমুদায় প্রত্যক্ষবৎ দেখিত । সে সকলকে বিষয় দেখিয়া হরিদাসকে কহিল মহাশয় উৎকাণ্ঠিত হইবেন না । আমি দেখিতেছি এক রাক্ষস আপনকার কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাকে হরণ করিয়া বিদ্যাপর্কিতে রাখিয়াছে । যদি তথা হইতে প্রত্যাহরণ করিবার কোন উপায় থাকে চেষ্টা দেখুন । দ্বিতীয় কহিল আমি শব্দবেধী শর নিক্ষেপ দ্বারা বিপক্ষের প্রাণসংহার করিতে পারি । অতএব কোন ক্রমে তথায় উপস্থিত হইতে পারিলে রাক্ষসের বিনাশ সম্পাদন করিতে পারিব । তখন তৃতীয় কহিল আমার এই রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান কর রূপমধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে ।

অনন্তর সে রথারোহণ পূর্বক নিমিষমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া শব্দবেধী শরদ্বারা ক্রব্যাদের প্রাণদণ্ড করিয়া মহাদেবী সমভিব্যাহারে পুনরায় নিমিষমধ্যে ধারানগরে প্রত্যাগমন করিল । অনন্তর তিন বর একত্র হইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া কহিতে লাগিল আমিই ইহার পাণিগ্রহণাধিকারী । আমি না হইলে ইহার উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা ছিল না । হরিদাস ক্রূর্তব্যধারণে বিমূঢ় হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইল ।

এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এই তিন জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি মহাদেবীর বিবাহাধিকারী হইতে পারে । বিক্রমাদিত্য কহিলেন যে ব্যক্তি রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া প্রত্যানয়ন সাধন করিয়াছে ।

বেতাল কহিল তিন জনই সমান বিদ্বান্ এবং তিন জনই প্রত্যানয়ন বিষয়ে সমান সাহায্য করিয়াছে তবে কি নিমিত্ত এই কন্না কেবল প্রত্যাহর্ত্তারি কামিনী হইল । রাজা কহিলেন তিন জনই অসাধারণ গুণ প্রকাশ করিয়াছে যথার্থ বটে কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে প্রত্যাহর্ত্তার গুণেই প্রকৃত কার্য্য নিরীহ হইয়াছে । অতএব তাহারি প্রাধান্য যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।

ষষ্ঠ উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

ধর্মপুর নামে এক অতি প্রসিদ্ধ নগর আছে । তথায় ধর্ম-
শীল নামে অতি সুশীল রাজা ছিলেন । তাঁহার অন্ধক নামে
মন্ত্রী ছিলেন । তিনি এক দিবস রাজাকে পরামর্শ দিলেন
মহারাজ নব মন্দির নির্মাণ পূর্বক তন্মধ্যে কাত্যায়নীর প্রতি-
মা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন যথাবিধানে পূজা করিতে আরম্ভ
করুন । শাস্ত্রে ইহার বিশেষ ফলশ্রুতি আছে । রাজা মন্ত্রীর
পরামর্শে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং হুতন মন্দির নির্মাণ
করিয়া তন্মধ্যে ভগবতী কাত্যায়নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তি সং-
স্থাপন পূর্বক প্রতিদিন মহাসমারোহে পূজা করিতে লাগি-
লেন । বিনা পূজায় প্রাণান্তেও জলগ্রহণ করিতেন না ।

রাজ্য এই রূপে দেবতারাধনে যত্নবান্ ও গো ব্রাহ্মণে
ভক্তিমান ছিলেন তথাপি সংসারাশ্রমসারভূত তনয়ের মুখ-
চন্দ্র নিরীক্ষণে অধিকারী হইলেন না । সর্বদাই মনে মনে চিন্তা
করেন শাস্ত্রে ও লোকাচারে প্রসিদ্ধ আছে অপুল্ভ ব্যক্তির সং-
সারাশ্রম ধনজনপরিপূর্ণ হইলেও শূন্যপ্রায় এবং পরকালেও
সুকীর্তি লাভ হয় না । অতএব কি কর্তব্য ।

এক দিবস মন্ত্রিপ্ৰবর অন্ধকের পরামর্শানুসারে কাত্যা-
য়নীর মন্দিরে প্রবেশপূর্বক সার্থীঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃত-
ঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন দেবি তুমি ত্রিলোকজননী ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ অষ্ট প্রহর তোমার
 রান্না করেন । তুমি কালে কালে ত্রিভুবনের মহানর্থে
 উৎপাতধূমকেতুপ্রায় মহিষাসুর রক্তবীজ প্রভৃতি দুর্কৃতদৈত্য-
 গণের প্রাণসংহার করিয়া ভূমির ভার হরিয়াছ । আর যখন
 যে স্থানে তোমার ভক্তেরা বিপদাশ্রয় হইয়াছে তুমি তৎক্ষণাৎ
 তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের পরিত্রাণ করিয়াছ । তুমি
 শরণাগত ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া থাক এই নি-
 মিত্ত আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি আমার মনস্কামনা
 পরিপূর্ণ কর । এইরূপ স্তবাবসানে পুনর্বার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত
 করিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ।

অনন্তর আকাশবাণী হইল রাজন্ আমি তোমার প্রতি
 অর্তিশয় প্রসন্ন হইয়াছি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর । রাজা
 শুনিয়া কৃতার্থম্ভূত হইয়া আনন্দগদাঘরে কহিলেন । জননি
 যদি প্রসন্ন হইয়া থাক কৃপা করিয়া এই বর দাও যেন আমি
 অবিলম্বে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করি । দেবী কহিলেন বৎস অবি-
 লম্বে তোমার পুত্র জন্মিবেক এবং ঐ পুত্র অতি স্মৃশীল শাস্ত-
 স্বভাব ও সর্ব বিষয়ে পারদর্শী হইবেক ।

কিয়ৎকাল পরে রাজার এক পুত্র জন্মিল রাজা মহাসি-
 মারোহে সপরিবারে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে
 দেবীর পূজাকার্য্য নিরীক্ষা করিলেন এবং সমাগত দিন দরিদ্র
 অনাথ প্রভৃতিকে প্রার্থনাবিক ধন দান দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া
 বিদায় করিলেন ।

স্বরণ হওয়াতে দীনদাস মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল আমি অত্যন্ত অসত্যবাদী পামর । দেবীর নিকট মানসিক করিয়া বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি । জন্মজন্মান্তরেও আমি এই গুরুতর অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না । যাহা হউক এক্ষণে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া দেবীর ধার পরিশোধ করা উচিত ।

তৎপরে স্বীয় সহচরকে কহিল মিত্র তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর আমি ত্বরায় দেবীদর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি । এই বলিয়া তথায় উপস্থিত ও সন্নিহিত সরোবরে স্নাত হইয়া প্রথমতঃ যথাবিধি পূজা করিল । অনন্তর ভগবতি কাত্যায়নি বহুকাল হইল আমি তোমার নিকট মানসিক করিয়াছিলাম অদ্য তাহার পরিশোধ করিতেছি । এই বলিয়া মন্দিরস্থিত খড়্গ লইয়া স্কন্ধদেশে আঘাত করিবামাত্র মস্তক দেহ হইতে পৃথগ্ভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ।

পরে দীনদাসের আসিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া তাহার বন্ধু তাহার স্ত্রীকে কহিল তুমি এই খানে থাক আমি বন্ধুকে ডাকিয়া আনি । এই বলিয়া তথায় গমন করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশপূর্বক দেখিল দীনদাসের মস্তক ও দেহ পৃথক পৃথক পতিত আছে । তদ্বদর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল আমার অতি বিরুদ্ধস্থান । কোন ব্যক্তিই বোধ করিবেক না এ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছে । সকলেই কহিবেক আমি এই স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া আপন অসদভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত বন্ধুর প্রাণনাশ করিয়াছি । অকারণে

একপ বিকপ লোকাপবাদগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করাই বিধেয় । এই ভাবিয়া সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সেই খড়্গ দ্বারা আপন মস্তকচ্ছেদন করিল ।

তন্তুবায়তনয়া বহুক্ষণ একাকিনী দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের অন্বেষণার্থে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল । এবং উভয়ে কেই মৃত পতিত দেখিয়া বিবেচনা করিল দৈবচূর্বিপাকে আমার যে ছুরবস্থা ঘটিল তাহাতে বোধ করি পূর্বে জন্মে কত পাতক করিয়াছিলাম । বিশেষতঃ বাল্যাবধি বৈধব্যব্রহ্মণা ভোগ করিয়া অসার দেহভার বহন করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র । আর লোকেও বিশেষ না জানিয়া কহিবেক এই স্ত্রী দুশ্চরিত্রা আপন অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত স্বামীর ও স্বামীর বন্ধুর প্রাণনাশ করিয়াছে । অতএব সর্বপ্রকারেই আমার প্রাণত্যাগ করা উপযুক্ত ।

এই বলিয়া সেই শোণিতলিগু খড়্গ লইয়া আপন শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইবামাত্র দেবী তৎক্ষণাৎ আবিভূতা হইয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং কহিলেন বৎসে আমি তোমার সাহস ও সন্ধিবেচনা দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি বর প্রার্থনা কর । তন্তুবায়চূহিতা কহিল জননি যদি প্রসন্ন হইয়া থাক এই উভয়ের প্রাণ দান কর । দেবী তদাস্ত বলিয়া উভয়ের কলেবরের সহিত শিরঃসংযোগ করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন । তন্তুবায়কণ্ঠা কাত্যবীরীর বচন শ্রবণে আক্লাদে অন্ধপ্রায়া হইয়া একের মস্তক অন্যের শরীরে যো

র্জিত করিয়া দিল । উভয়েই তৎক্ষণাৎ প্রাণ দান পাইয়া গাত্রোথান করিল ।

এইরূপে উপাখ্যান সম্পূর্ণ করিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিলু মহারাজ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি ঐ কন্যার স্বামী হইতে পারে । রাজা কহিলেন শুন বেতাল যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা উত্তম পর্কতের মধ্যে সুমেরু বৃক্ষের মধ্যে কল্পতরু সেইরূপ সনুদায় অঙ্গের মধ্যে মস্তক উত্তম । এই নিমিত্তে শাস্ত্রকারেরা ইহার নাম উত্তমাজ রাখিয়াছেন । অতএব পূর্নস্বামীর উত্তমাজোপলক্ষিতকলেবরবিশিষ্ট ব্যক্তিই তাহার স্বামী হইবেক ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।

সপ্তম উপাখণ্ড ।

বেতাল কহিল মহারাজ শ্রবণ কর ।

চম্পানগরে চম্পাপীড় নামে নরপতি ছিলেন । তাঁহার সুলোচনা নামে ভার্যা ও ত্রিভুবনসুন্দরী নামে অতি সুন্দরী কন্যা ছিল । কন্যা কালক্রমে বিবাহযোগ্য হইলে রাজা উপযুক্ত পাত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন । নানাদেশীয় রাজারা ক্রমে ক্রমে অবগত হইলেন রাজা চম্পাপীড়ের এক পরমসুন্দরী কন্যা আছে তাহার রূপলাবণ্যের মাদুরী দর্শনে মুনিজনেরও মন মোহিত হয় । তাঁহারা সকলেই বিবাহপ্রার্থনার নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা স্ব স্ব প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া চম্পাপীড়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন । রাজা মনোনীত করিবার নিমিত্ত সেই সকল চিত্র কন্যার নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু কাহারো ছবি তাহার মনোনীত হইল না । তখন রাজা কন্যাকে স্বয়ংবরের আদেশ করিলেন । সে তাহাতে অসম্মতা হইয়া কহিল তাত স্বয়ংবর কেবল জাড়ধর মাত্র তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই । যে ব্যক্তি বাবদ্য বন্ধি বিক্রম এই তিনে অসাধারণ হইবেক আমি তাহাকেই স্বয়ংবরণ করিব ।

কিয়ৎ দিন পরে দেশান্তর হইতে চারি বর উপস্থিত হইল রাজা তাহাদিগকে আপন আপন গুণের পরিচয় দিতে কহিলেন । তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল মহারাজ আমি বালাবধি

বহু বস্ত্রে ও বহু পরিশ্রমে নানা বিদ্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছি । আর আমার এক অসাধারণ গুণ এই যে প্রতিদিন এক খণ্ড বহুমূল্য বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পাঁচ রত্ন মূল্যে বিক্রয় করি । তাহার মধ্যে একরত্ন সৰ্ব্বাণ্ডে ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করি । দ্বিতীয় দেবসং করিয়া তৃতীয় আপন অঙ্গে ধারণ করি । চতুর্থ ভাবী-ভাষ্যার নিমিত্ত স্থাপন করিয়া পঞ্চম দ্বারা নিত্য ব্যয় নির্বাহ করি । এই গুণ আমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নাই । আর আমার রূপের পরিচয় দিবার আবশ্যকতা কি মহারাজ প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিতেছেন । দ্বিতীয় কহিল আমি জলচর স্থলচর সমস্ত পশুপক্ষীর ভাষা জ্ঞানি । আমার সমান বলবান্ ত্রিভু-বনে আর কোন ব্যক্তিই নাই । আর আমার রূপ আপনকার সম্মুখেই উপস্থিত রহিয়াছে । তৃতীয় কহিল আমি শাস্ত্রে অর্ধিতীয় আচার মৌন্দর্য্য সাক্ষাতেই দেখিতেছেন আপন মুখে ব্যক্ত করিয়া নিরঙ্ক হইবার প্রয়োজন কি । চতুর্থ কহিল আমি শাস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় শব্দবেধী শর নিক্ষেপ করিতে পারি । আর আমার রূপ লাভ্যের বিষয় জগন্মণ্ডলে প্রসিদ্ধ আছে এবং ভূপতি ও স্বচক্ষে দেখিতেছেন ।

এই রূপে ত্রীমে ক্রমে চারি জনের বিদ্যা ও রূপ গুণের পরিচয় লইয়া রাজা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন চারি জনকেই বিদ্যা ও রূপ গুণে অসাধারণ দেখিতেছি কাহাকে কন্যা দান করি । অনন্তর আপন কন্যার নিকটে গিয়া চারি জনের গুণমাখ্যা করিয়া কহিলেন বৎসে এই চারি বর

উপস্থিত তুমি কাহাকে মনোনীত কর । শুনিয়া ত্রিভুবনসুন্দরী
লঙ্কায় অধোমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল ।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ কোন্ ব্যক্তি
যুক্তিমার্গানুসারে ত্রিভুবনসুন্দরীর পতি হইতে পারে । রাজা
কহিলেন যে ব্যক্তি বস্ত্র নির্মাণ করিয়া বিক্রয় করে সে জাতি-
তে শূদ্র । যে ব্যক্তি পশু পক্ষীর ভাষা শিক্ষা করিয়াছে সে
বৈশ্য । যিনি সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণ-
জাতি । কিন্তু শস্ত্রবেদী ব্যক্তি কন্য়ার সজাতীয় । সেই শাস্ত্র ও
যুক্তি অনুসারে কন্য়ার পরিণেতা হইতে পারে ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি । .

অষ্টম উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

মিথিলানগরে গুণাধিপ নামে রাজা ছিলেন। দক্ষিণদেশীয় চিরঞ্জীব নামে রজঃপুত্র তাঁহার গুণগ্রাহকতা ও বদান্যতা কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া তন্নিকটে কর্ণের প্রার্থনায় উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার ছুরদৃষ্টক্রমে রাজা তৎকালে সর্সক্ষণ অন্তঃপুরবাসী হইয়া, মহিলাগণ সহবাসে কালযাপন করিতেন বহুকালেও এক বার রাজসভায় উপস্থিত হইতেন না। সংবৎসর ব্যতীত হইল তথাপি চিরঞ্জীব রাজসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিল না এবং ব্যয়োগযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে নিঃসম্বল হইয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল আমি প্রায় এক বৎসর হইল আশা রাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্ববৃত্তি সেবা প্রত্যাশায় দূর দেশ হইতে আসিয়া রাজ্যতন্ত্রপরাঞ্জীখ স্ত্রীপরতন্ত্র রাজার আশ্রয় লইয়াছি। অল্পসিদ্ধির কথা দূরে থাকুক এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও পারিলাম না। এবং দেবতা কত দিনে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার স্মৃতি প্রদান করিবেন তাহাও বুঝিতে পারি না। আর এ ব্যক্তিকে অমাত্যায়ত্ত দেখিতেছি স্বয়ং রাজকার্য্যে মনোযোগ করে না। কিন্তু রাজা স্বায়ত্ত না হইলেও তাঁহার

নিকট মাদৃশ জনের অনায়াসে প্রার্থনাসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই । আর অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেই যে আমি এতাদৃশ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়া কৃতকার্য হইতে পারিব ইহারই বা নিশ্চয় কি ।

বিশেষতঃ এক্ষণে আমি নিঃসম্বল হইলাম । ভিক্ষা দ্বারা পরাম্প সংগ্রহ ব্যতিরেকে এস্থলে অবস্থিতি করিবারও উপায় নাই । কিন্তু পরাম্পসেবা মৃত্যুবন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশদায়িনী । অতএব অনিশ্চিত স্ববৃত্তি লাভ প্রত্যাশায় আর এক স্ববৃত্তি অবলম্বন করা অতি নিযুঁগ ও কাপুরুষের কৰ্ম্ম । ফলতঃ আশার দাসত্ব স্বীকার করিলেই এই সমস্ত দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় । কিন্তু যে ব্যক্তি আশাকে দাসী করিয়া সকল ক্লেশের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে তাহারি জীবন সার্থক এবং যদি সংসারে কেহ সুখী থাকে তবে ঐ ব্যক্তিই যথার্থ সুখী । অতএব অদ্যই আমি সংসারাত্মক জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে গিয়া জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব । এই নিশ্চয় করিয়া মিথিলা পরিত্যাগ পূর্বক অরণ্য প্রবেশ করিল ।

কিয়ৎ দিন পরে রাজা গুণাধিপ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া পুনর্বার রাজকার্য্যে নিবিষ্টমনা হইলেন । এবং কতিপয় দিবসের পর কিয়দংশ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন । ইতস্ততঃ নানা বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এক মৃগের অনুসরণক্রমে অশ্বারোহণে একাকী অ-

রণ্যের নিবিড়তর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন । তৎকালে সকল-
ভুবনপ্রকাশক ভগবান্ কমলিনীনায়ক অন্তাচলচূড়াবলম্বী হ-
ইলে চারি দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল এবং সে
মৃগও দৃষ্টিপথের বহিভূত হইল ।

তখন রাজা যৎপরোনাস্তি ভীত ও ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত
হইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল হইলেন । কিন্তু তয়কোভ
অপেক্ষা বৃভুক্ষা ও পিপাসার পীড়া ক্রমে ক্রমে অধিক প্রবল
হইয়া উঠিল । তিনি একান্ত অর্ধৈর্য্য হইয়া ইতস্ততঃ জলাশ্বে-
ষণ করিতে লাগিলেন । পরিশেষে সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে
অসম্ভাবিত কুটীর দর্শন করিয়া হৃষ্টমনা হইলেন । রজঃপূত
চিরঞ্জীব বিষয়বিরক্ত হইয়া ঐ কুটীর নির্মাণ করিয়া তপস্বী
করিতেছিল । রাজা তথায় উপস্থিত ও কুটীর দ্বারে দণ্ডায়মান
হইয়া কৃষ্ণাঞ্জলিপুটে কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক জলদান দ্বারা
প্রাণ দাশ প্রার্থনা করিলেন । চিরঞ্জীব আতিথেয়তা প্রদর্শন
পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তপোবনস্বলভ সুস্বাদ ফল ও সুশীতল জল
প্রদান করিল ।

রাজা ফল ও জল পাইয়া এক প্রকার ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পি-
পাসা শান্তি করিলেন এবং সাত্বিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া আপনা-
কে পুনর্জীবিত বোধ করিলেন । পরে মহোপকারক চিরঞ্জী-
বের ভাব দর্শনে প্রকৃত ঋষি বোধ না হওয়াতে বিনয় পূর্ব্বক
কহিলেন মহাশয় আপনি আমার যে মহোপকার করিলেন
তাহাতে আমি আপনকার চিরক্রীত রহিলাম । এক্ষণে এক

অনুচিত প্রার্থনা দ্বারা ধৃষ্টতা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছি অন্তর্গত পূর্বক অপরাধ মার্জনা করিবেন । আমি ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ তপস্বী দেখিতেছি । কিন্তু আকার ইঙ্গিত দর্শনে কোন ক্রমেই প্রকৃত তপস্বী বলিয়া বোধ হয় না । এই বিষয়ে আমার গুরুতর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । আপনি প্রাণসংশয় সময়ে জলদান দ্বারা আমাকে জীবন দান করিয়াছেন । এক্ষণে কৃপাপ্রকাশ পূর্বক সংশয়ানোদন দ্বারা চরিতার্থ করুন ।

চিরঞ্জীব রাজার নির্বন্ধ লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক কহিল আমি লোকমুখে মিথিলাধিপতি রাজা গুণাধিপের আশ্রিত প্রতিপালনকীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া কৰ্ম্ম প্রার্থনায় তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম । কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে রাজা বিষয়সন্তোষে আসক্ত হইয়া সংবৎসর মধ্যেও অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন না । তৎপরে আমি নানা কারণে বিরক্ত হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি । কিন্তু জাতিস্বভাবসিদ্ধ রজোগুণের অতিরেকপ্রযুক্ত আমার অন্তঃকরণ সাত্ত্বিক কার্যে অনুরক্ত হইতেছে না এখনও রাজসপ্রকৃতিমূলভ বিষয়ানুরাগে বিচলিত হইতেছে । অতএব তোমার এই সংশয় নিতান্ত অমূলক নহে । তুমি উত্তম অনুভব করিয়াছ । রাজা শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন ।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র রাজা গুণাধিপ আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক চিরঞ্জীবকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন এবং

বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন ও প্রিয়পাত্র করিয়া আপন নিকটে রাখিলেন । তদবধি রাজা তাহার প্রতি সর্বদাই সদয় ছিলেন । সে ব্যক্তিও প্রাণান্তপর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া তদীয় নিদেশ সম্পাদন করিত ।

এক দিবস রাজা কোন অনুজ্জনীয় প্রয়োজনানুরোধে চিরঞ্জীবকে দেশান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন । সে রাজকার্য সম্পাদন করিয়া পরিশেষে অর্ণবতীরে উপস্থিত হইয়া এক অপূর্ব দেবালয় দর্শন করিল এবং তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক দর্শনাদি করিয়া নির্গত হইবামাত্র এক পরম সুন্দরী স্ত্রীকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া তাহার লোকাতিগ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া একতানমনে অবলোকন করিতে লাগিল । সেই রমণী তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে পুরুষবর তুমি কি নিমিত্তে এস্থানে আসিয়াছ এবং কি নিমিত্তেই বা চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছ । চিরঞ্জীব কহিল পর্য্যটন স্পৃহায় আসিয়াছিলাম কিন্তু তোমার অলৌকিক রূপ লাভ্য দর্শনে মোহিত হইয়াছি । স্ত্রী কহিল তুমি এই সরোবরে অবগাহন কর, তাহা হইলে আমি তোমার আত্মাকারিণী হইব ।

চিরঞ্জীব অর্ণবমাত্র অতিমাত্র হুষ্ঠ হইয়া সরোবরে অবগাহন করিল । কিন্তু জলমধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিল আপন আনয়ে উপস্থিত হইয়াছে । তখন যৎপরোনাস্তি বিস্ময়বিষ্ট হইয়া আত্ম বস্ত্র পরিত্যাগ ও বস্ত্রান্তর পরি

ধান করিল এবং অবিলম্বে নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদিল । এই অদ্ভুত ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং কহিলেন আমাকে ত্বরায় সেই স্থানে লইয়া চল । অনন্তর উভয়ে সমুচিত যানারোহণ পূর্বক সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সেই দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং যথোচিত ভক্তিযোগ সহকারে পূজাপ্রণামাদি সমাধান করিয়া নির্গত হইলেন ।

এই অবসরে সেই সর্দাঙ্গসুন্দরী রমণী রাজার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং তদীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া কহিল মহারাজ আমার প্রতি যে আজ্ঞা করিবেন তাহাতেই সম্মত হইব । রাজা কহিলেন যদি তুমি আমার বচনানুসারে কার্য্য করিতে চাহ আমার প্রিয়পাত্র চিরঞ্জীবের সহধর্ম্মিণী হও । সে কহিল আমি তোমার রূপ ও গুণের বশীভূত হইয়াছি ইহার স্ত্রী কি প্রকারে হইব । রাজা কহিলেন তুমি এই মাত্র অঙ্গীকার করিয়াছ আমার বচনানুসারে কর্ম্ম করিবে । সজ্জনেরা প্রাণপর্য্যন্তও পূণ করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করেন । অতএব তুমি আপন বাক্য রক্ষা কর চিরঞ্জীবের সহধর্ম্মিণী হও । পরিশেষে সেই স্ত্রী সম্মত হইলে রাজা গান্ধর্ব্ব বিধান দ্বারা উভয়কে পরস্পর সহচর করিয়া দিয়া আপন সমভিব্যাহারে নগরে আনয়ন করিলেন এবং তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহার্থে এক নিষ্কর ভূম্যাধিকার নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন ।

বেতাল জিজ্ঞাসিল মহারাজ রাজা ও চিরঞ্জীবের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির অধিক উপকারিতা প্রকাশ হইল । রাজা কহিলেন চিরঞ্জীবের । বেতাল কহিল কি প্রকারে । বিক্রমাদিত্য কহিলেন রাজা, পরিশেষে চিরঞ্জীবের নানা মহোপকার করিলেন যথার্থ বটে । কিন্তু চিরঞ্জীব মৃগয়া দিবসে ফল জল ও আশ্রয় দ্বান দ্বারা রাজার যে মহোপকার করিয়াছিল তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে না ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।

—

নবম উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

মগধপুর নামে এক নগর আছে । তথায় বীরবর নামে রাজা ছিলেন । হিরণ্যদত্ত নামে বণিক তাঁহার অধিকারে বাস করিত । ঐ বণিকের মদনসেনা নামে এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল । ঐ কন্যা ঋতুরাজ বসন্ত সমাগত হইলে স্বীয় সহচরী-বর্গ সমভিব্যাহারে করিয়া উপবন ভ্রমণে গমন করিল । দৈব-যোগে ধর্ম্মদত্ত বণিকের পুত্র সৌমদত্তও বনবিহারবাসনায় সেই উপবনে উপস্থিত হইল । সে ক্রিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দূর হইতে দর্শন করিল এক পরম সুন্দরী পূর্ণযৌবনা-কামিনী সখীগণ সহিত ভ্রমণ করিতেছে । ক্রমে ক্রমে নিকট-বর্তী হইয়া মদনসেনার অসামান্য রূপ লাভণ্য নয়নগোচর করিয়া মোহিত হইল এবং নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া তাহার নিকটে গিয়া কহিল সুন্দরি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও । আমি নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি । অধিক কি কহিব যদি তুমি অনু-কূল না হও তোমার সমক্ষে আশ্রয়প্রার্থী হইব ।

মদনসেনা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সৌমদত্তকে অশেষ প্রকার সচুপদেশ প্রদান করিল কিন্তু কোন প্রকারেই তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না । বরং সৌমদত্ত পূর্বা-পেক্ষা অধিক অধৈর্য্য ও ব্যাকুল হইয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া অশ্রু-সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল । তখন মদনসেনা উদার-

স্বভাব প্রযুক্ত পরের প্রাণ রক্ষা করা প্রধান ধর্ম বোধ করিয়া কহিল আগামী পঞ্চম দিবসে আমার বিবাহ হইবেক তৎপরে শ্বশুরালয়ে যাইব । প্রতিজ্ঞা করিতেছি অগ্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া স্বামিসেবায় প্রবৃত্ত হইব না । তুমি এক্ষণে দ্রুত হও গৃহে গমন কর । সোমদত্ত মদনসেনার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া বিশ্বাসিতমনে গৃহে গমন করিল ।

তৎপরে পঞ্চম দিবসে পরিণীতা হইয়া মদনসেনা শ্বশুরালয়ে গমন করিল । রজনী উপস্থিত হইলে গৃহজনেরা তাহাকে শয়নাগারে প্রেরণ করিল । সে সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক শয্যার এক পাশ্বে উপবিষ্টা রহিল । তাহার স্বামী পরম সমাদরে করগ্রহণ পূর্বক প্রিয়সম্ভাষণ করিতে লাগিল । কিন্তু মদনসেনা তৎকালোচিত নবোঢ়াচেষ্টিত সনুদায়ের বৈপবীত্যে সোমদত্তের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল যদি তুমি আমাকে তাহার নিকটে যাইতে অনুমতি না দাও আমি আশ্চর্য্য করিব । তাহার স্বামী প্রথমতঃ বিস্তর নিষেধ করিল । পরিশেষে তাহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া কহিল যদি তুমি বিতালুই তাহার নিকটে যাইতে চাও যাও আমি নিষেধ করিতে পারি না । প্রতিজ্ঞাপরিপূরণ অবশ্যকর্তব্য হুটে ।

মদনসেনা এইরূপে স্বামীর সম্মতি লাভ করিয়া অর্দ্ধরাত্র সময়ে একাকিনী সোমদত্তের উদ্দেশে চলিল । রাজপথে উপস্থিত হইলে এক তরুর তাহার সন্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসিল

স্বন্দরি তুমি কে এবং সর্দাঙ্গে সর্দাপ্রকার অলঙ্কার ধারণ করিয়া এ ঘোর রজনীতে কোথায় যাইতেছ । তোমাকে একাকিনী দেখিতেছি অথচ তোমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার বোধ হইতেছে না । মদনসেনা কহিল আমি হিরণ্যদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা । আমার নাম মদনসেনা প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থে সোমদত্তের নিকট যাইতেছি ।

চোর শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া তাহার গাত্র হইতে অলঙ্কার গ্রহণের উদ্যম করিলে মদনসেনা শঙ্কিত হইয়া কুতাঞ্জলিপুটে পূর্বাপর বৃত্তান্ত ধর্মন করিয়া কহিল ভাতঃ আমি অনেক যত্নে স্বামীকে সম্মত করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া এই প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইবার উপায় করিয়াছি । তুমি আমার বেশভঙ্গ করিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না । এই স্থানে অবস্থিতি কর প্রতিজ্ঞা করিতেছি প্রত্যাগমন সময়ে সমস্ত অলঙ্কার তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব । চোর মদনসেনার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিল এবং সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া অলঙ্কার প্রত্যাশায় তদীয় প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ।

মদনসেনা সোমদত্তের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া তাহাকে স্তম্ভ দেখিয়া জাগরিত করিল । সোমদত্ত মদনসেনার অসম্ভাবিত সমাগমে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি এই ঘোর রজনীতে একাকিনী কি প্রকারে কোথা হইতে উপস্থিত হইলে । মদনসেনা কহিল বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়াছি

তথা হইতে আসিতেছি । কয়েক দিবস হইল উপবন বিহার কালে তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তৎপ্রতিপালনার্থে উপস্থিত হইয়াছি এক্ষণে তোমার ইচ্ছা বলবতী । সোমদত্ত জিজ্ঞাসিল তোমার পতির নিকটে এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছ কি না । সে উত্তর দিল তাঁহার নিকটে সমস্ত অবিকল বর্ণন করিলাম তিনি শুনিয়া ও বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে অনুমতি করিলেন । তৎপরে তোমার নিকটে আসিয়াছি ।

সোমদত্ত কিয়ৎ কণ চিন্তা করিয়া কহিল আমি পরকীয় মহিলার অঙ্গস্পর্শ করিব না শাস্ত্রে তদ্বিষয়ে অনেক অধর্ম নির্দেশ আছে । যাহা হউক তোমার বাক্যানিষ্ঠায় ও তোমার পতির ভদ্রতায় অতিশয় প্রীত হইলাম । অকপটহৃদয়ে কহিতেছি তুমি প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইলে । এক্ষণে যাও নির্দ্বিগ্নে পতিশুশ্রুযায় প্রবৃত্ত হও ।

তদনন্তর মদনসেনা প্রত্যাবর্তন কালে মলিন্দ্রুচের নিকটে উপস্থিত হইল । সে তাহাকে দ্বারায় প্রত্যাগত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে, মদনসেনা সর্বিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল । চোর শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আফ্লাদিত হইয়া অকপটহৃদয়ে কহিল আমার অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই । তুমি অতি সুশীল । ও সত্যবাদিনী । ধর্ম্মে ধর্ম্ম তোমার যে সর্ভীহ্ব রক্ষা হইল তাহাই আমার পরম লাভ । তুমি নির্দ্বিগ্নে আপন আলয়ে গমন কর । এই বলিয়া চোর চলিয়া গেল । অনন্তর মদনসেনা স্বা-

মিসল্লিগানে উপস্থিত হইলে সে আর তাহার প্রতি পূর্ববৎ
প্রণয়সম্ভাষণ না করিয়া অপ্রসন্নমনে শয়ান রহিল ।

ইহা কহিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল মহারাজ
এই চারি জনের মধ্যে কাহার ভদ্রতা অধিক । রাজা উত্তর
দিলেন চোরের । বেতাল কহিল কি প্রকারে । রাজা কহি-
লেন মদনসেনার স্বামী তাহাকে অন্যসংক্রান্তহৃদয়া দেখিয়া
পরিত্যাগ করিয়াছিল প্রশস্ত মনে সোমদত্তের নিকট গমনে
অনুমতি করে নাই । তাহা হইলে উহার মন এক্ষণে অপ্রসন্ন
হইত না । আর সোমদত্ত উপবনে তাদৃশ অধৈর্য্য প্রদর্শন ক-
রিয়া এক্ষণে কেবল রাজদণ্ডভয়েই পরাঙ্মুখ হইল আন্তরিক
ধর্ম্মভীরুতাপ্রযুক্ত নহে । আর মদনসেনা সোমদত্তের নিকট
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এবং প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করা উচিত
কর্ম্ম বটে । কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব প্রতিপালন করাই
সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম । সূতরাং প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ভয়ে সতীত্ব
ভঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া অসতীর কর্ম্ম বলিতে হইবেক । অতএব
তাহার এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে । কিন্তু চোর স্বভাব
বতঃ অর্থগুণ্ণু সে যে মহামূল্য অলঙ্কার সমস্ত হস্তে পাইয়া
মদনসেনার কেবল সতীত্ব রক্ষা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া লোভসম্ব-
রণ পূর্ব্বক তাহাকে অক্ষত বেশে গমন করিতে দিল ইহাকে
কেবল অকৃত্রিম ঔদার্য্যের কার্য্য বলিতে হইবেক ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি

দশম উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

গৌড়দেশে বর্দ্ধমান নামে এক নগর আছে। তথায় গুণ-
শেখর নামে অশেষগুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্র-
ধান অমাত্য অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। নরপতিও
তদীয় উপদেশের বশবর্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে তৎসম্মাক্রান্ত হই-
লেন এবং শিবপূজা বিষ্ণুপূজা গোদান ভূমিদান পিতৃকৃত্য
প্রভৃতি ক্রিয়া স্বয়ং সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রিপ্ৰধান অভ-
য়চন্দ্রের প্রতি আদেশ করিলেন আমার রাজ্যমধ্যে যেন এই
সমস্ত অবৈধ ব্যাপার প্রচলিত না থাকে।

সর্বাধিকারী রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র রাজ্যমধ্যে এই ঘোষণা
প্রদান করিল যদি অতঃপর কোন ব্যক্তি এই সকল রাজ-
নিষিদ্ধ কুর্মের অনুষ্ঠান করে রাজা তাহার সর্দস্যাপহরণ ও
নির্কাসনরূপ দণ্ড বিধান করিবেন প্রজারা কুলক্রমাগত ধর্ম
পরিত্যাগে আনিচ্ছক ও রাজার প্রতি মনে মনে অসন্তুষ্ট হই-
য়াও দণ্ডভয়ে প্রকাশ্যরূপে তদনুষ্ঠানে বিরত হইল।

এক দিবস অভয়চন্দ্র রাজার নিকট নিবেদন করিল মহা-
রাজ সংক্ষেপে ধর্মশাস্ত্রের মর্ম প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ কর-
ন। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও প্রাণ হিংসা করে তবে সে
ব্যক্তিও জন্মান্তরে তাহার প্রাণহন্য হয়। এই উৎকট হিংস

শাপের প্রবলতা প্রযুক্তই মানবজাতি সংসারে আসিয়া জন্ম-মৃত্যু পরম্পরাক্রম দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে । অতএব শাস্ত্র-কারেরা নিকপণ করিয়াছেন অহিংসাই মনুষ্যের প্রধান ধর্ম । মহারাজ দেখুন হরি হর বিরিক্তি প্রভৃতি প্রধান দেবতারাও কেবল কর্মদোষে সংসারে আসিয়া বারংবার অবতার হই-তেছেন । অতএব অতি প্রবল জন্তু হস্তী অবধি অতি ক্ষুদ্র কীট পর্গ্যান্ত প্রত্যেক জীবের প্রাণ রক্ষা করা প্রধান ও পবিত্র ধর্ম ।

আর বিবেচনা করিয়া দেখুন মনুষ্যেরা যে পরমাংস দ্বারা আপন মাংস বৃদ্ধি করে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম আর কি আছে । এবং বিধ ব্যক্তি দেহান্তে নরকগামী হইয়া অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে । বিশেষতঃ যে ব্যক্তি স্বদৃষ্টান্ত অনুসারে অন্তের দুঃখ বিবেচনা না করিয়া প্রাণহিংসা পূর্বক মাংস ভক্ষণাদি দ্বারা আত্মস্বথ সম্পন্ন করে সে রাক্ষস তাহার আয়ু বিদ্যা বল বিত্ত যশ প্রভৃতি হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং সে কাণ খঞ্জ কুম্ভ মূক অন্ধ পঙ্গু বধির কপে পিতৃপুত্রঃ জন্মগ্রহণ করে । আর সুরাপান অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই । অতএব জীবহিংসা ও সুরাপান সর্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করা উচিত ।

ইত্যাদি অশেষ প্রকার উপদেশ দ্বারা অভয়চন্দ্র বৌদ্ধ ধর্মে রাজার একপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মাইল যে যে ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে এই ধর্মের প্রশংসা করিত সে অশেষ প্রকারে রাজপ্রসাদভাজন হইত । ফলতঃ রাজা সবিশেষ অনুরাগ ও

ভক্তিয়োগ সহকারে রাজ্য মধ্যে স্বাবলম্বিত অভিনব ধর্মের
বহুল প্রচার করিলেন ।

কালক্রমে রাজার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তাহার পুত্র
ধর্মধ্বজ পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । তিনি সনা-
তন বেদশাস্ত্রের অনুবর্তী হইয়া বৌদ্ধদিগের যথোচিত তির-
স্কার ও নানাপ্রকার দণ্ড করিতে লাগিলেন পিতৃপ্রিয়পাত্র
প্রধান মন্ত্রীকে শিরোনুগুন পূর্কক গর্দভে আরোহণ ও নগর
প্রদক্ষিণ করাইয়া দেশবহিস্কৃত করিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের
সমূলে উন্মূলন করিয়া বেদোদ্ভিত সনাতন ধর্মের পুনঃস্থাপনে
অশেষ প্রকার যত্ন ও প্রয়াস করিতে লাগিলেন ।

কিয়ৎ দিন পরে ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে রাজা ধর্মধ্বজ
মহিষীজয় সমভিব্যাহারে উপবন বিহারে গমন করিলেন ।
সেই উপবনে স্বশোভন এক সরোবর ছিল । রাজা তাহাতে
কমলসকল প্রফুল্ল দেখিয়া স্বয়ং জলাবতরণ পূর্কক কতিপয়
পুষ্প লইয়া তীরে আসিয়া এক মহিষীর হস্তে প্রদান করি-
লেন । দৈবযোগে এক পদ্ম হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সেই মহি-
ষীর পদোপস্থি পতিত হওয়াতে তৎপ্রহার দ্বারা তাহার সেই
পদ ভগ্ন হইল । তখন রাজা হা হতোহস্মি বলিয়া অত্যন্ত
ব্যাকুল হইয়া প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল । এবং সূর্য্যকরের উদয় হইবা-
মাত্র তদীয় অমৃতময় সূশীতল কর স্পর্শে দ্বিতীয়া মহিষীর
গাত্র স্থানে স্থানে দক্ষ হইয়া গেল আর তৎকালে অকস্মাৎ

এক গৃহস্থের ভবনে উদ্বৃথলের শব্দ হওয়াতে তৎশ্রবণে তৃতীয়া মহিষীর শিরোবেদনা ও তদুপলক্ষে মূচ্ছা হইল ।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল মহারাজ ইহাদিগের মধ্যে কোন্ কুমারী অধিক স্নুকুমারী । রাজা কহিলেন স্নুবাংশু কিরণ স্পর্শে যাহার গাত্র দক্ষ হইল আনার মতে সেই সর্বাপেক্ষা স্নুকুমারী ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি

একাদশ উপাখ্যান।

বেতাল কহিল মহারাজ

পুণ্যপুর নগরে বল্লভ নামে প্রজাবল্লভ নরপতি ছিলেন। তাঁহার অমাত্যের নাম সত্যপ্রকাশ। এক দিবস রাজা সত্যপ্রকাশের নিকট কহিলেন দেখ যে ব্যক্তি রাজ্যেশ্বর হইয়া অভিলাম্বনরূপ বিষয়ভোগ না করে তাহার রাজ্য কেবল ক্লেশ প্রপঞ্চমাত্র। অতএব অদ্যাবধি আমি ইচ্ছানরূপ সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলাম। তুমি সমস্ত রাজ্যকার্যের ভার লইয়া আমাকে অবসর দাও। ইহা কহিয়া অমাত্যহস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া ভোগসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সত্যপ্রকাশ অগত্যা রাজপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্যতন্ত্র নির্বাহ ও অহর্নিশ ছুরবগাহ নীতিশাস্ত্র পর্যালোচনা দ্বারা একান্ত ক্লান্ত হইতে লাগিলেন।

এক দিবস সত্যপ্রকাশ আপন ভবনে উৎকণ্ঠিত মনে নিরুদ্ভবনে বসিয়া আছেন। এই অবসরে তাহার গৃহলক্ষ্মী লক্ষ্মীনারী পত্নী ভোগ উপস্থিত হইয়া স্বামীকে বিষয় দেখিয়া দ্বিভ্রাসা করিল এখন তোমাকে কি নিমিত্তে সর্বদা উৎকণ্ঠিত দেখি এবং কি নিমিত্তেই বা তুমি দিনে দিনে ক্লান্ত হইতেছ। তিনি কহিলেন রাজা আমার প্রতি সমুদায় ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভোগ সুখে কাল যাপন করিতেছেন। আমি তাঁহার আদেশানুসারে ইদানীং সমস্ত রাজ্যকার্য নির্বাহ করিতেছি

এবং রাজ্যের নানাবিষয়িণী উৎকট চিন্তা দ্বারা একপ দুর্ক্লম হইতেছি। তখন তাঁহার পত্নী কহিল তুমি অনেক দিন রাজ-কার্য্য করিলে এক্ষণে রাজ্যের নিকট কিয়ৎ দিবসের অবকাশ লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তীর্থ পর্য্যটন কর।

সত্যপ্রকাশ সহধর্ম্মিণীর উপদেশানুসারে রাজসমীপে আবেদন করিয়া বিদায় লইয়া তীর্থভ্রমণে নির্গত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়া পরিশেষে সেতুবন্ধরামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তথায় সূর্য্যবংশাবতংস ক্রীরামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দর্শন বন্দনাদি করিয়া নির্গত হইয়া সমুদ্রে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র প্রবাহমধ্য হইতে এক স্বর্ণময় অদ্ভুত মহীঝুহ বহির্গত হইল। দেখিলেন তদুপরি এক পরম সুন্দরী নায়িকা হস্তে, বীণা লইয়া মধুর কোমল তানলয়বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে সঙ্গীত করিতেছে। সত্যপ্রকাশ বিস্ময়াবিষ্ট ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে ঐ অদ্ভুত তীর্থ প্রবাহ মধ্যে বিলীন হইল।

এইরূপ অঘটন ঘটনা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া সত্যপ্রকাশ ত্বরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজসমীপে কৃতাজ্জলি হইয়া আবেদন করিলেন মহারাজ আমি এক আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি কিন্তু বর্ণনা করিলে তাহাতে কোন প্রকারেই অস্ত্রের বিশ্বাস জন্মাইতে পারিব না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে বিষয় কাহারও বুদ্ধিগম্য ও বিশ্বাসযোগ্য না হয়,

তাহা কদাপি বর্ণন করিবেক না করিলে উপহাসাম্পদ হয় । কিন্তু মহারাজ অগ্নি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি যে স্থানে ত্রেতাযুগের ভগবান্ রামচন্দ্র দশাননবংশধরস্ববিধানোদ্যোগে মহাকায় মহাবল কপিবল সাহায্যে শতযোজনবিস্তীর্ণ অর্ণবোপরি লোকাভীত কীর্তিহেতু সেতু সঙ্ঘটন করিয়াছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম কল্লোলিনীবল্লভপ্রবাহমধ্য হইতে অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় বৃক্ষ নির্গত হইল । তদুপরি এক পরমসুন্দরী কন্যা বীণাবাদন পূর্বক মধুর স্বরে গান করিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বৃক্ষ কন্যাসহিত জলে মগ্ন হইয়া গেল । এই অদৃষ্টের অশ্রুতপূর্বক ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তীর্থপর্যটন পরিত্যাগ পূর্বক আমি আপনকার নিকট সংবাদ দিতে আসিয়াছি ।

রাজা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র কৌতুকাবিষ্ট হইয়া পুনর্বার সত্যপ্রকাশের হস্তে রাজ্যভার প্রদান পূর্বক সেতুবন্ধরামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । পরিশেষে নিকপিত সময়ে মহাদেবের পূজা করিয়া মন্দির হইতে নির্গত হইয়া সত্যপ্রকাশের বর্ণনানুকূলে ভ্রুকুহ নিরীক্ষণ করিলেন । এবং সেই সকললোকলজামভূতা সর্দামসুন্দরীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমূঢ় ও পূর্ণাপর পর্য্যালোচনা পরিশূন্য হইয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে লক্ষ প্রদান পূর্বক ঐ বৃক্ষের উপরি আরোহণ করিলেন । বৃক্ষ রাজাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ পাতালপুর প্রবিষ্ট হইল

অনন্তর সেই কন্যা রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল

অহে বীরপুরুষ তুমি কে কি অভিপ্রায়ে এ স্থানে আগমন করিলে বল । তিনি কহিলেন আমি পুণ্যপুরের রাজা নাম বল্লভ তোমার সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি । কন্যা কহিল আমি তোমার সাহসে সন্তুষ্ট হইয়াছি । যদি তুমি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে আমার সহিত সর্স্প্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাকে বিবাহ করি । রাজা শুনিয়া আনন্দপ্রবাহে মগ্ন ও তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন । তৎপরে সে রাজাকে এই নিয়ম রক্ষার্থে পুনর্বার প্রতিজ্ঞাকৃত করিয়া গান্ধর্ব্ব বিধান দ্বারা আপন প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন করিল । রাজা পরম কোতূহলে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ।

কৃষ্ণচতুর্দশী উপস্থিত হইল । কন্যা সাতিশয় আগ্রহ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজাকে নিকটে থাকিতে নিষেধ করিলে তিনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপস্থত হইলেন । কিন্তু কি কারণে পূর্ব্বক বচনবন্ধ করিয়াছিল এবং এক্ষণেই বা এতাদৃশ আগ্রহ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিষেধ করিল যাবৎ ইহার সবিশেষ অবগত না হইব তাবৎ আমার অন্তঃকরণে এক বিষম সংশয় থাকিবেক । অতএব ইহার অনুসন্ধান করা আবশ্যিক । এই বলিয়া কোতূহলাকুলিত চিত্তে অন্তরালে থাকিয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন ।

অর্দ্ধরাত্র সময়ে সহসা এক রাক্ষস আসিয়া কন্যার অঙ্গে কর্য্যপণ করিল । রাজা তদর্শনে একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া কর-

তলে করাল করবাল ধারণ পূর্বক তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অশেষ প্রকার তিরস্কার করিয়া কহিলেন অরে ছুরাচার রাক্ষস তুই আমার সমক্ষে প্রিয়তমার অঙ্গে হস্তার্পণ করিস না। যাবৎ তোরে না দেখিয়াছিলাম তাবৎ অন্তঃকরণে ভয় ছিল এক্ষণে দেখিয়া নির্ভয় হইয়াছি এবং তোর প্রাণ দণ্ড করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া খড়্গ প্রহার দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন কন্যা অকৃত্রিম সন্তোষ প্রদর্শন পূর্বক কহিল তুমি দুর্দান্ত রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের জীবনদান করিলে। আমি এত দিন কি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি বর্ণনা করিতে পারি না।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন যুন্দরি কি কারণে তুমি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত এই দারুণ দৈবত্ববিপাকগ্রস্ত ছিলে বল।

সে কহিল মহারাজ শ্রবণ কর আমি বিদ্যাপুর নামক গন্ধর্ষরাজের কন্যা। নাম রত্নমঞ্জরী। ভোজনকালে আমি নিকটে উপবিষ্ট না থাকিলে পিতার তৃপ্ত হইত না। এজন্য নিত্যই ভোজন সময়ে তাঁহার সনিহিত থাকিতাম। এক দিন বাল্যখেলায় আসন্ন হইয়া ভোজনবেলায় গৃহে উপস্থিত ছিলাম না। পিতা আমার অপেক্ষায় বৃদ্ধকায় কাতর হইয়া ক্রোধভরে এই শাপ দিলেন অদ্যাবপি তুমি রসাতলবাসিনী হইবে এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে এক রাক্ষস আনিয়া অশেষ ক্রমকার যন্ত্রণা দিবে। আমি শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলাম এবং পিতার চরণে ধরিয়া বহুবিধ স্তুতি ও বিনীতি করিয়া নিবেদন

করিলাম পিতঃ আমার ছুরদৃষ্টক্রমে এই সামান্য অপরাধে গুরু দণ্ড বিধান করিলেন । এক্ষণে কৃপা করিয়া শাপমোচনের কোন উপায় করিয়া দেন নতুবা কত কাল যন্ত্রণা ভোগ করিব । ইহা কহিয়া রোদন করিতে লাগিলাম । তখন তিনি পূর্বাঙ্কিত স্নেহরসের সহায়তা দ্বারা আমার বিনয়ের বশীভূত হইয়া কহিলেন এক মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ আসিয়া সেই রাক্ষসের প্রাণদণ্ড করিলে তোমার শাপমোচন হইবেক । সেই শাপানুসারে এই পাপাবিষ্ট ছিলাম । বহু দিনের পর তুমি আমাকে মুক্ত করিলে । এক্ষণে অনুমতি কর পিতৃদর্শনে যাই ।

রাজা কহিলেন যদি তুমি উপকার স্বীকার কর তবে প্রথমে একবার আমার রাজধানীতে চল পরে পিতৃদর্শনে যাইবে । রত্নমঞ্জরী মহোপকারকের নিকট অবশ্যকর্তব্য কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অন্ত্যথাভাবে অধর্ম জানিয়া রাজার প্রার্থনায় সম্মত হইলে তিনি তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন । এবং কিয়ৎ কাল তৎসহবাসে বিষয়রসে কাল যাপন করিয়া পরিশেষে অনিচ্ছা পূর্বক তাহাকে পিতৃদর্শনে যাইতে অনুমতি করিলেন । তখন রত্নমঞ্জরী কহিল মহারাজ বহুকাল মনুষ্যসহবাস দ্বারা আমার গন্ধর্কত্ব গিয়াছে এখন মনুষ্যভাবাপন্ন হইয়াছি । পিতা আমার গন্ধর্কপতি এক্ষণে তাঁহার নিকটে গিয়া সমুচিত আদর পাইব না । অতএব আর আমার তথায় যাইতে অভিলাষ নাই তোমার নিক-

টেই যাবজ্জীবন অবস্থিতি করিব । রাজা শুনিয়া অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং রাজকার্য্য বিষয়রূপ পূর্ব্বক দিন যামিনী কেবল সেই কামিনীর সহিত বিষয়বাসনায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন । 'এই সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া প্রধান অমাত্য সত্যপ্রকাশ প্রাণত্যাগ করিলেন ।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল মহারাজ কি কারণে অমাত্য প্রাণত্যাগ করিলেন বল । বিক্রমাদিত্য কহিলেন মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন রাজা বিষয়রসে আসক্ত হইয়া রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিলেন । প্রজা অনাথ হইল । এক্ষণে আর কোন ব্যক্তিই আমার প্রতি সম্মুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেক না । অহোরাত্র এই বিষম চিন্তাবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে সত্যপ্রকাশের প্রাণবিয়োগ হইল ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।



দ্বাদশ উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

চূড়াপুরে দেবস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি রূপে রতিপতি বিদ্যায় বৃহস্পতি ও ঐশ্বর্যে ধনাধিপতি ছিলেন। কিয়ৎ দিন পরে দেবস্বামী লাবণ্যবতী নামে এক গুণবতী ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিলেন। ঐ কন্যা রূপে লাবণ্যে ভুবনবিখ্যাত ছিল। উভয়ে প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস বিপ্রদম্পতী গ্রীষ্মের প্রাচুর্ভাব প্রযুক্ত অটালিকার উপরিভাগে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। সেই সময়ে এক গন্ধর্ক বিমানারোহণে আকাশপথে জন্মণ করিতে ছিল। দৈবযোগে বিপ্রকামিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে সে তাহার রূপে মোহিত হইল এবং বিমান কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ করিয়া নিদ্রান্বিতা লাবণ্যবতীকে লইয়া পলায়ন করিল।

কিয়ৎ ক্ষণ বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেবস্বামী স্বীয় প্রেয়সীকে পার্শ্ববর্তিনী না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ বিস্তর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন সন্ধান না পাইয়া সাতিশয় বিষণ্ণ মনে নিশা যাপন করিলেন। পর দিন প্রভাতে হইবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র ও চিন্তাকুলচিত্তে পুনরায় বিশেষ করিয়া অশেষ প্রকার অনুসন্ধান করিলেন। পরিশেষে নিতান্ত নিরাশ্বাস ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া সংসারাত্মক পরি-

ত্যাগ পূর্নক সম্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।

এক দিবস দেবস্বামী দিবা দ্বিপ্রহরের সময় অতিশয় ক্ষু-
ধার্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের আলয়ে অতিথি হইলেন এবং কহি-
লেন আমি ক্ষুণ্ণ অত্যন্ত কাতর হইয়াছি কিছু ভোজনীয়
দ্রব্য দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর । গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ
এক পাত্র দুধে পরিপূর্ণ করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণের হস্তে তক্ষ-
ণার্থে সমর্পণ করিলেন । গৃহস্থ ব্রাহ্মণের গৃহবৈগুণ্য প্রযুক্ত
পূর্বে এক কৃষ্ণমর্প ঐ দুধে মুখার্পণ করাতে তাহা অত্যন্ত বি-
যাক্ত হইয়াছিল । স্মতরাং পান করিবামাত্র সেই বিষ সর্মাঙ্ক-
র্যাপী হইয়া অতিথি ব্রাহ্মণকে ক্রমে ক্রমে কাতর ও অচেতন
করিতে লাগিল । তখন তিনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে তুমি বিষভক্ষণ
করাইয়া ব্রাহ্মত্যা করিলে ইহা কহিয়া ভূতলে পতিত ও প-
ঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন । ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ ব্রাহ্মত্যা দেখিয়া অ-
ত্যন্ত বিষন্ন হইলেন এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশিয়া আপন পত্নী-
কে তুই দুধে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলি তাহাতেই
ব্রাহ্মত্যা হইল তুই অতি দুর্বৃত্তা আর তোর মুখাবলোকন ক-
রিব না ইত্যাদি নানা প্রকার তিরস্কার ও বহু প্রহার করিয়া
গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন ।

ইহা কহিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল মহা-
রাজ এই স্থলে কোন ব্যক্তি দোষভাগী হইবেক । রাজা কহি-
লেন সর্পের মুখে স্বাভাবিক বিষ থাকে স্মতরাং সে দোষী

হইতে পারে না । আর গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী সেই দু'ধকে বিষাক্ত বলিয়া জানিতেন না স্তত্রাং তাঁহারাও ব্রাহ্ম-হত্যা পাপে লিপ্ত হইবেন না । আর অতিথি ব্রাহ্মণ সবিশেষ না জানিয়া পান করিয়াছেন অতএব তিনিও আত্মঘাতী নহেন । কিন্তু ব্রাহ্মণ যে সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া অকারণে নিরপরাধা সহস্মিণীকে পরিত্যাগ করিলেন তাহাতে তিনি অকারণপরিত্যাগজন্য ছুরদৃষ্টভাগী হইবেন ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

চন্দ্রহৃদয় নগরে রণবীর নামে প্রবলপ্রতাপনরপতি ছিলেন । রাজা রণবীরের প্রভাবে প্রজারা চিরকাল নিরুপদ্রবে বাস করিত । কিয়দ্দিন পরে নগরে গুরুতর চৌর্যাক্রম্যার আরম্ভ হইল । পোরেরা চৌরের উপদ্রবে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সকলে মিলিয়া রাজসমীপে স্ব স্ব দুঃখ নিবেদন করিল । রাজা সবিশেষ সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন যাহা হইয়াছে তাহার আর উপায় নাই, অতঃপর যাহাতে না হইতে পায় তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ যত্নবান্ থাকিলাম । এইরূপ আশ্বাস দিয়া নগরবাসীদিগকে বিদায় করিলেন এবং নৃতন নৃতন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত সতর্কতাপূর্বক নগররক্ষার আদেশ দিয়া স্থানে স্থানে পাঠাইলেন । কহিয়া দিলেন চোর পাইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবে । প্রহরীরা অত্যন্ত সাবধানে নগর রক্ষা করিতে লাগিল তথাপি চৌর্যের কিঞ্চিৎমাত্রও নিবৃত্তি হইল না, ক্রমঃ দিনে দিনে বৃদ্ধিই হইতে লাগিল ।

তখন পুরবাসীরা পুনর্বার একত্র হইয়া রাজার নিকটে গিয়া আপন আপন দুঃখ জানাইলে রাজা তাহাদিগকে কহিলেন এক্ষণে তোমরা বিদায় হও অদ্য রজনীতে আমি স্বয়ং নগররক্ষায় যাইব । প্রজারা রাজাকে অনুভারে স্বীয় স্বীয় আলয়ে গমন করিল । রাজাও সায়ংকাল উপস্থিত হইলে অসি চর্ম্ম ও

বন্দ্য গ্রহণপূর্বক একাকী নগররক্ষায় নিৰ্গত হইলেন এবং কিয়-
দূরে গিয়া এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন তুমি কে কোথায় যাইতেছ তোমার বাস কোথায় ।
সে কহিল আমি চোর তুমি কে কি নিমিত্ত আমার পরিচয়
লইতেছ বল । রাজা ছল করিয়া কহিলেন আমিও চোর ।
তখন সে অত্যন্ত আক্লাদিত হইয়া কহিল আইস উভয়ে একত্র
হইয়া চুরি করিতে যাই । রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন ।

অনন্তর চোর রাজাকে সহচর করিয়া এক ধনাঢ্য গৃহস্থের
ভবনে প্রবেশপূর্বক বহুবিধ অর্থ হরণ করিয়া নগর হইতে
বহির্গত হইল এবং কিয়দূরে গিয়া এক প্রচ্ছন্ন সুরঙ্গ দ্বারা
পাতালমধ্যে প্রবিষ্ট হইল । পরে সে আপন আলয়ে উপস্থিত
হইয়া রাজাকে দ্বারদেশে বসিতে আসন দিয়া বাটীমধ্যে প্র-
বেশ করিল । এই অবসরে এক দাসী আসিয়া কথায় কথায়
রাজার পরিচয় গ্রহণপূর্বক সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া
কহিল মহারাজ তুমি কি নিমিত্ত এই জুলন্ত দস্যুর সহিত এ
স্থানে আসিয়াছ । সে না আসিতে আসিতে যত দূর পার
পলায়ন কর নতুবা আসিয়াই তোমার প্রাণ বিনাশ করিবেক ।
রাজা শুনিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং কহিলেন আমি
পথ জানি না কিরূপে পলাইব । যদি তুমি কৃপা করিয়া পথ
দেখাইয়া দাও তাহা হইলে এ বার আমার প্রাণরক্ষা হয় ।
তখন সেই দাসী পথ প্রদর্শন করিলে রাজা পলাইয়া আপন
নগরে উপস্থিত হইলেন ।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র রাজা রণধীর আপন সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সেই কুপ দ্বারা পাহালাে প্রবিষ্ট হইয়া চোরের ভবন রোধ করিলেন । এক রাক্ষস সেই পাহালাস্থ নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিত । চোর রাজাবরোধ হইতে আত্মরক্ষার নিতান্ত অনুরূপায় দেখিয়া নগররক্ষক রাক্ষসের শরণাপন্ন হইল এবং নিবেদন করিল এক রাজা সৈন্য আসিয়া আমার উপর আক্রমণ করিয়াছে । যদি তুমি এ সময়ে আমার সহায়তা না কর অদ্যই তোমার নগর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিব । এই বলিয়া প্রলোভনস্বরূপ তাহার অহোরোপযোগী দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া সম্মুখে কৃতাজ্জলি দণ্ডায়মান রহিল ।

রাক্ষস আহারসামগ্রী উপহার পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং তুমি নিভয় হও আমি কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই রাজার সমস্ত সৈন্য নষ্ট করিতেছি এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া সৈন্যান্তর্গত নর অশ্ব হস্তী প্রভৃতি এক এক গ্রাসে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল । রাজা রাক্ষসের ভয়ানক আকার ও ক্রিয়াদর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া পলায়ন করিলেন । ফলতঃ বেপলাইতে পারিল তাহারই প্রাণরক্ষা হইল অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য সেই দুর্দান্ত রাক্ষসের গ্রাসে পতিত হইয়া পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইল ।

রাজা একাকী পলায়ন করিতে লাগিলেন । চোর রাক্ষসের সহায়তাসে সাহসী ও স্পর্ধাবান হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাব

মান হইল । এবং ক্রমে ক্রমে সম্মিহিত হইয়া ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল অরে কুলাঙ্গার কত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া একপ কাপুরুষতা প্রকাশ করিতেছি। তোরে ধিক্ । রাজা হইয়া ভঙ্গ দিয়া রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলে ইহ লোকে অকীৰ্ত্তি ও পরলোকে নরকপাত হয় । রাজা তৎকালে নিতান্ত ব্যাকুল ও সৰ্ব্বথা উপায়হীন হইয়াও কেবল কুলাভিমান ও খড়্গ চৰ্ম্ম সহায় করিয়া চোরের সম্মুখীন হইলেন ।

ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল । পরিশেষে রাজা রণধীর চোরকে পরাজিত করিয়া বন্ধনপূৰ্ণক রাজধানীতে আনয়ন করিলেন । এবং পর দিন প্রাতঃকালে শূলদানের ব্যবস্থা করিয়া বধ্যবেশ প্রদানপূৰ্ণক তাহাকে গর্দভে আরোহণ করাইয়া নগরের সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করাইতে আদেশ দিলেন ; চোর প্রায় সকলেরই সৰ্ব্বনাশ করিয়াছিল সুতরাং সকলেই তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত আত্মাচিত হইয়া তাহার অশেষ প্রকার তিরস্কার ও রাজার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল ।

কিন্তু ধৰ্ম্মরাজ নামক বণিকের গৃহের নিকটবর্তী হইলে তাহার কন্যা শোভনা গবাক্ষ দ্বার দিয়া চোরকে নয়নগোচর করিয়া তাহার রূপ লাভণ্যে মোহিত হইল । এবং তৎক্ষণাৎ আপন পিতার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিল তুমি রাজার নিকটে গিয়া যেক্রমে পার ঐ চোরকে ছাড়াইয়া আন । বণিক কহিল যে চোর সমস্ত নগর নির্ধন করিয়াছে যাহার নিমিত্তে রাজার সমস্ত দৈন্য ক্ষয় হইয়াছে এবং রাজারও নিজের প্রাণ সংশয় পর্য্যন্ত

ঘটিয়াছিল তাহাকে আমার কথায় কখন ছাড়িয়া দিবেন না । শোভনা কহিল যদি তোমার সৰ্বস্ব দিলেও রাজা উহাকে ছাড়িয়া দেন তাহাও তোমাকে কপ্তিতে হইবেক । ফলতঃ যদি তুমি উহাকে না আনিতে পার আমি প্রাণত্যাগ করিব ।

ঐ কন্যা ধৰ্ম্মধ্বজের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল স্ততরাং সে তাহার নিৰ্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া রাজসমীপে গিয়া আবেদন করিল মহারাজ আমি আপন সমস্ত সম্পত্তি দিতেছি আপনি এই চোরকে ছাড়িয়া দিউন । রাজা কহিলেন এই চোর আমার ও পৌরবর্গের যৎপরোনাস্তি অপকার করিয়াছে আমি কোন প্রকারেই উহাকে ছাড়িয়া দিব না । তখন ধৰ্ম্মধ্বজ আপন কন্ঠার নিকটে আসিয়া কহিল আমি সৰ্ব্বস্বদান পর্য্যন্ত স্বীকার ও যথোচিত বিনয়পূৰ্ব্বক প্রার্থনা করিলাম রাজা কোন ক্রমেই চোরকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না । তখন শোভনা অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া বিষাদসমুদ্রে নিমগ্ন হইল ।

এই সময়মধ্যে রাজপুরুষেরা চোরকে সমস্ত নগর ভ্রমণ করাইয়া পরিশেষে বধ্যভূমিতে আনয়ন পূৰ্ব্বক শূলস্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান করিল । শোভনার এই অপরূপ বৃত্তান্ত তৎক্ষণাৎ নগরমধ্যে প্রচার হওয়াতে অনতিবিলম্বে চোরেরও কর্ণগোচর হইল । তখন সে প্রথমতঃ হাস্য করিতে লাগিল অনন্তর হাস্য হইতে বিরত হইয়া রোদন আরম্ভ করিবামাত্র রাজপুরুষেরা তাহাকে শূলোপরি আরোহণ করাইল ।

বণিক্কণ্ডা চোরের মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র সহগমনের উদ্যোগ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল । এবং যথানিয়মে চিত্তা প্রস্তুত হইলে সেই চোরকে শূল হইতে অবতীর্ণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল । ৫

দাহকেরা অগ্নিদানের উপক্রম করিল । নিকটে এক কা-
ত্যানীর মন্দির ছিল । দেবী তথা হইতে নির্গত হইয়া শ্মশান
ভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন বৎসে বর প্রার্থনা
কর তোমার সাহস ও সতীত্ব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছি । শোভনা
কহিল জননি যদি প্রসন্ন হইয়া থাক এই চোরের জীবন দান
কর । দেবী তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে অমৃত আনয়ন করিয়া
চোরের প্রাণদান করিলেন ।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ চোর কি
নিমিত্ত প্রথমতঃ হাঙ্গু ও পরে রোদন করিল বল । রাজা
কহিলেন চোর কণ্ডার কামনা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা ক-
রিল আমার মৃত্যুসময়ে ইহার প্রণয়সঞ্চার হইল ভগবানের
কি ইচ্ছা কিছুই বুঝা যায় না । এই বিবেচনা করিয়া প্রথমে
হাঙ্গু করিল । অনন্তর চিন্তা করিল এই কণ্ডা আমার নিমিত্তে
রাজাকে সর্কস্ব দিতে উদ্যত হইয়াছে আমি ইহার এমন কি
উপকারে আসিতাম । এই অনুশোচনা করিয়া দুঃখিত হইয়া
রোদন করিল ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি

চতুর্দশ উপাখ্যান।

বেতাল কহিল মহারাজ

কুম্ভমবতী নগরীতে স্তুবিচার নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চন্দ্রপ্রভা নামে অবিবাহিতা ছুহিতা ছিল। রমণীয় বসন্ত সময় উপস্থিত হইলে রাজকুমারী উপবনবিহারে অভিজাম্বিনী হইয়া পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা সম্মত হইলেন এবং রাজধানীর অনতিদূরে যোজনবিস্তৃত অতি রমণীয় এক উপবন ছিল তাহাতে স্ত্রীলোকের বাসোপযোগিতা সম্পাদনার্থে বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করিলেন। তাহাদিগের তথায় উপস্থিত হইবার পূর্বে বিংশতিবর্ষবয়স্ক অতি রূপবান্ মনস্বী নামে বিদেশীয় ব্রাহ্মণকুমার আতপতাপিত ও পথশ্রান্ত হইয়া উপবনমধ্যবর্তী এক নিকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ পূর্বক স্নিগ্ধ ছায়াতে নিদ্রাগত হইয়াছিল। রাজপরিচারকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া আবশ্যক কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান করিল। দৈবযোগে ঐ ব্রাহ্মণকুমার কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইল না।

পরে রাজকুমারী স্বীয় সহচরীবর্গ ও পরিচারিকাগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণকুমারের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন এবং ভ্রমণ কারিণীদিগের পদশব্দে মনস্বীরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণকুমারের ও রাজকুমারীর চারি চক্ষুঃ একত্র হইলে ব্রাহ্মণকুমার মোহিত

ও মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন রাজকুমারীও সাত্ত্বিক ভাব-
প্রভাবে কম্পমানকলেবরা ও বিচেতনপ্রায়া হইলেন । সখী-
গণ অকস্মাৎ ঐদৃশ বিষম বিষমশরদশা উপস্থিত দেখিয়া মনু-
ষ্যবাহু যানে আরোহণ করাইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে
গৃহে লইয়া গেল । ব্রাহ্মণকুমার সেই স্থানেই স্পন্দহীন প-
তিত রহিলেন ।

শশী ও ভূদেব নামক দুই ব্রাহ্মণ কামরূপে বিদ্যা শিক্ষা
করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন তাঁহারাও আতপে
তাপিত হইয়া বিশ্রামার্থ সেই উপবনের নিকুঞ্জমধ্যে উপস্থিত
হইলেন । প্রবেশমাত্র সেই ব্রাহ্মণকুমারকে তদবস্থ পতিত
দেখিয়া ভূদেব স্বীয় সহচরকে সন্বেদন করিয়া কহিলেন বল
দেখি শশী এ একপ অচেতন হইয়া পতিত আছে কেন । শশী
কহিলেন বোধ করি কোন নায়িকা অচ্যপ দ্বারা কটাক্ষশর
প্রহার করিয়াছে তাহাতেই একপে পতিত আছে । ভূদেব
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন ইহাকে জাগরিত করিয়া সবি-
শেষ জিজ্ঞাসা করি ।

অনন্তর ভূদেব শশীর নিষেধ না মানিয়া নানাবিধ উপায়
দ্বারা তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন
অহে ব্রাহ্মণতনয় কি কারণে তোমার ঐদৃশী দশা ঘটয়াছে
বল । ব্রাহ্মণকুমার কহিলেন যে ব্যক্তি ছুঃখ দূর করিতে সমর্থ
তাহার অগ্রেই ছুঃখের কথা ব্যক্ত করা উচিত । নতুবা অনর্থ
ইতস্ততঃ ব্যক্ত করিলে কেবল আপন মুঢ়তা মাত্র প্রকাশ পায় ।

ভূদেব কহিলেন ভাল তুমি আমার অগ্রে ব্যক্ত কর আমি প্র-
তিজ্ঞা করিতেছি যেকপে পারি তোমার ছুঃখ দূর করিব ।
মনস্বী কহিলেন কিয়ৎক্ষণ পূর্বে এক রাজকন্যা এই উপবনে
ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল তাহাকে দেখিয়া আমার এই দশা
ঘটিয়াছে । অধিক কি কহিব তাহাকে না পাইলে আমার
প্রাণত্যাগ হইবেক ।

তখন ভূদেব কহিলেন তুমি আমার সমভিব্যাহারে চল
যাহাতে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে অশেষ প্রকার
যত্ন করিব । আর যদি তোমার প্রার্থিত সম্পাদন বিষয়ে নিতা-
ন্তই কৃতকার্য হইতে না পারি অন্ততঃ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া
বিদায় করিব । মনস্বী কহিলেন যদি আমার অভিপ্রেত স্ত্রী-
রত্ন লাভের সঙ্কপায় করিতে পারি তোমাদের সমভিব্যাহারে
যাই নতুবা ধনের নিমিত্তে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও স্পৃহা নাই ।
ভূদেব মনস্বীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করি-
লেন এবং অবশ্যই তোমার মনোরথ সম্পন্ন করিব তুমি আ-
মাদের সমভিব্যাহারে চল এই বলিয়া আপন আলয়ে লইয়া
গেলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সর্দার কৰ্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক
অগ্রে তাহাকে এক একাকর মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন । কহি-
লেন তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে যোড়শবর্ষীয়া কন্যা হইবে
এবং ইচ্ছা করিলেই পুনর্দার আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে ।

মনস্বী মন্ত্রবলে যোড়শবর্ষীয়া কন্যা হইলেন । ভূদেব
অশীতিবর্ষদেহীয়ার আকার ধারণ করিলেন এবং মনস্বীকে

বধুবেশ ধারণ করাইয়া সঙ্গে লইয়া রাজা স্তম্ভিচারের নিকট উপস্থিত হইলেন । রাজা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দর্শনমাত্র গাত্রোথান করিয়া প্রণামপূর্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন ।

ব্রাহ্মণ আসন পরিগ্রহ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন যিনি এই জগন্মণ্ডল প্রলয়পয়োধিজলে নিলীন হইলে মীনরূপ ধারণ করিয়া ধর্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন । যিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়জলনিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন ! যিনি কূর্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সমাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন । যিনি নরসিংহ আকার স্বীকার করিয়া নখকুলিশ-প্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন । যিনি দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বাহন অবতার হইয়া দেবরাজকে পুনর্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছেন । যিনি জমদগ্নির গুরসে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃবধামর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা মহাবীৰ্য্য কার্ত্তবীৰ্য্য অর্জুনের ভুজবন ছেদন করিয়াছেন এবং একবিংশতি বার পৃথ্বীকে নিক্ষেপিয়া করিয়া অরাতিশোণিত জলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন । যিনি দেবতাগণের অভ্যর্থনা অনুসারে দশরথগৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্বক দুর্কৃত দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়াছেন । যিনি স্বাপরযুগের অন্তে ধর্মসংস্থাপনার্থে যদু-বংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যবদদ্বারা ভূমির ভার হরিয়া

অশেষ প্রকার লীলা করিয়াছেন । যিনি বেদমার্গবিদ্যাবনের নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইয়া দয়ালুত্ব জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদু-
ণের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন । যিনি সম্ভলগ্রামে বিষু-
যশা নামক ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হ-
ইয়া ভুবনমণ্ডলে কল্কীনামে বিখ্যাত হইবেন এবং অতি দ্রুত-
গামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া করতলে করাল কর-
বাল ধারণপূর্বক বেদবিদ্বেষী ধর্মমার্গপরিভ্রষ্ট নষ্টমতি ছুরা-
চারদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন সেই ত্রিলোকীনাথ
বৈকুণ্ঠস্বামী ভূতভাবন ভগবান্ আপনকার রক্ষা করুন ।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন মহাশয় কোথা হইতে আসিতেছেন ।
বুদ্ধবেশী ভূদেব কহিলেন মহারাজ আমি গঙ্গার পূর্ব পার
হইতে আসিতেছি । ইনি আমার পুত্রবধু । ইহাকে ইহার
পিত্রালয় হইতে আনিতে গিয়াছিলাম প্রত্যাগমন করিয়া
দেখিলাম মারীভয়ে গ্রামস্থ সমস্ত লোক স্থানত্যাগ করিয়া
দেশান্তরে প্রস্থান করিয়াছে । গৃহে ব্রাহ্মণী ও বিংশতিবর্ষীয়
পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলাম তাহারাও সেই উপদ্রবের সময়
দেশত্যাগ করিয়াছে । কোথায় গিয়াছে কিছুই অনুসন্ধান ক-
রিতে পারি নাই । জানি না কত স্থান ভ্রমণ করিলে তাহাদি-
গের দর্শন পাইব । তাহাদের অদর্শনে আমার আহার নিদ্রা
পরিত্যাগ হইয়াছে । একণে মানস করিয়াছি পুত্রবধুকে বিশ্ব-
স্তহস্তে স্তম্ভ করিয়া তাহাদের অন্বেষণে নির্গত হইব । আপনি
দেশাদিগে আপন অপেক্ষা বিশ্বাসভাজন কোথায় পাইব । আ

পনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত পুত্রবধূটিকে আপনকার অন্তঃপুরে রাখুন।

রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন পরকীয় কন্যা গৃহে রাখা অতি কঠিন কর্ম্ম । কিন্তু অস্বীকার করিলে ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুব্ধ হইবেন । অতএব চন্দ্রপ্রভার নিকটে দিয়া তাহার প্রতি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দি । অনন্তর ব্রাহ্মণকে কহিলেন মহাশয় যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহাতে আমি সম্মত হইলাম । ভূদেব অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে আশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক রাজার হস্তে পুত্রবধূ সমর্পণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । রাজাও অনতিরিমিলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কন্যার হস্তে কন্যাবেশধারী মনস্বীর ভার সমর্পণ করিলেন ।

রাজকন্যা ব্রাহ্মণবধূকে সমবয়স্কা দেখিয়া আদর পূর্ব্বক তাহার ভার লইলেন এবং আপন সহোদরার ন্যায় যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন । সর্ব্বদা একত্র উপবেশনে একত্র ভোজন ও এক শয়নায় শয়নাদি দ্বারা পরস্পরের প্রণয় সঞ্চার হইতে লাগিল । ফলতঃ মনস্বী ক্রমে ক্রমে রাজকন্যার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিলেন । এক দিবস তিনি রাজকন্যার মনের ভাব পরীক্ষার্থে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রিয়-সখি তুমি দিবানিশি কি চিন্তা কর এবং কি নিমিত্ত দিনে দিনে দুর্ব্বল হইতেছ বল ।

রাজপুত্রী কহিলেন সখি বসন্ত কালে এক দিবস সখীগণ

সঙ্গে লইয়া বনবিহারে গিয়াছিলাম। তথায় দৈবযোগে পরম সুলন্দর এক যুবা ব্রাহ্মণকুমার আমার নয়নপথের পথিক হইলেন। তদবধি তদাসক্তচিত্ত হইয়া তদ্বিরহে দিনে দিনে একপ দুর্বল হইতেছি। দুঃসহ বিরহানল ক্রমে প্রবল হইয়া নিরন্তর অন্তর দাহ করিতেছে। আমার আহার বিহার শয়ন উপবেশন কোন বিষয়েই স্নখ নাই। দিবানিশি কেবল সেই মোহন মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি এবং চতুর্দিক তন্ময় দেখিতেছি। তাহার নাম ধাম কিছুই জানি না। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারি নাই। নিতান্ত নির্লজ্জা হইয়া কাহারও নিকট মনের ব্যথা ব্যক্ত করিতে পারি না। তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণ তোমার নিকট কোন কথাই গোপনীয় নাই। তুমি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতেই প্রকাশ করিলাম। ফলতঃ তোমার নিকটে মনের বেদনা বর্ণন করিয়াও অনেক স্বাস্থ্যবোধ হইল। তুমি এ বিষয় অতি গোপনে রাখিবে।

এইকপে রাজকন্যার অভিপ্রায় বৃদ্ধিয়া মনস্বী আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইলেন এবং কহিলেন প্রিয়সখি আমি যদি তোমার প্রিয়সমাগম সম্পন্ন করিতে পারি তবে আমাকে কি পারিতোষিক দাও। রাজকন্যা কহিলেন সখি অধিক কি কহিব যদি তুমি তাহাকে মিলাইয়া দিতে পার তোমার দাসী হইয়া চিরকাল চরণসেবা করিব। মনস্বী তৎক্ষণাৎ আপন স্বকপ প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক রাজকুমারীর কর প্র-

হরণ করিলেন। রাজকন্যা এইরূপ অসম্ভাবিত প্রিয়সমাগম দ্বারা মনোরথনদীর পার প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ বাক্পথাভীত হর্ষ বিস্ময় লজ্জার উদ্বেক সহকারে পরম রমণীয় অনির্করচনীয় দশাস্তুর প্রাপ্ত হইলেন। অনস্তুর লজ্জাভঙ্গ হইলে এই রূপাস্তুরপ্রতিপত্তিরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব বোধার্থে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মনস্বী আপন বিচ্যেতনদশা অবধি ভূদেবের তিরস্করণী বিদ্যা দানপ্রসাদ পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পরিশেষে ধর্ম সাক্ষী করিয়া গাঙ্কর বিধান অনুসারে পাণিগ্রহ সমাধান করিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই রাজকুমারী অস্তর্কস্ত্রী হইলেন। এই সময়ে এক দিবস রাজা স্মবিচার সপরিবার অমাত্যভবনে নিমন্ত্রিত হইলেন। রাজকন্যা এক নিমেষের নিমিত্তেও ব্রাহ্মণবধূকে আপন নয়নের অন্তরাল করিতেন না। স্মতরাং তিনি অমাত্যভবনপ্রস্থানকালে তাহাকে আপন সমভিব্যাহারে লইলেন। অমাত্যের পুত্র ব্রাহ্মণবধুর অসামান্য রূপ লাভ্যদর্শনে মোহিত হইল এবং নিতান্ত অর্ধৈর্য্য হইয়া আপন মিত্রের নিকট কহিল যদি এই নারী হস্তগত না হয় প্রাণত্যাগ করিব। ফলতঃ মিত্রপুত্রের ক্রমে ক্রমে বিরহবেদনা একপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে কেবল দশমী দশামাত্র অবশিষ্ট রহিল।

তখন তাহার মিত্র অন্ত কোন উপায় না দেখিয়া অমাত্যের নিকটে গিয়া আপন মিত্রের অবস্থা ও প্রার্থনা ব্যক্ত করিলে তিনি রাজার নিকটে সবিশেষ কহিয়া আপন পুত্রের

নিমিত্ত ব্রাহ্মণবধু প্রার্থনা করিলেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কহিলেন অরে মুখ স্থাপিত ধন স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যকে দেওয়া অতি গর্হিত কর্ম। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই জানিয়া বিশ্বাস করিয়া আমার নিকট পুত্রবধু সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করা অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ। আমি তোমার অনুরোধে একপ ছুক্কি-য়ায়' প্রবৃত্ত হইব না। মন্ত্রী শুনিয়া নিরাশ হইয়া আপন গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু পুত্রের তাদৃশী দশা দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক বিষাদসমুদ্রে মগ্ন হইলেন।

এইরূপে সর্বাধিকারী ক্রমে ক্রমে পুত্রের তুল্য দশা প্রাপ্ত হইলে রাজকার্যব্যাহাতের উপক্রম দেখিয়া অন্যান্য প্রধান রাজপুরুষেরা রাজার নিকটে নিবেদন করিয়া মহারাজ মন্ত্রি পুত্রের যেকপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে তাহার জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন। তাহার কোন অমঙ্গল ঘটিলে মন্ত্রীও প্রাণ ত্যাগ করিবেন সন্দেহ নাই। একপে কর্মদক্ষ কার্যসহায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই স্বতরাং রাজকার্যের অনেক বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইবেক। অতএব আমরা সকলে বিনম্রবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্রবধুকে অমাত্যপুত্রের নিকট প্রেরণ করুন। বহু দিবস হইল ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য নাই আর তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা বোধ হয় না। যদিও কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করেন ব্রাহ্মণজাতি অর্থলোভী বহুসংখ্যক অর্থ

দিয়া অনায়াসে বিদায় করিতে পারিবেন । অথবা কন্যাসুত্র সঙ্ঘটনা করিয়া তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিলেও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন ।

রাজা নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া ব্রাহ্মণবধূর নিকটে গিয়া মন্ত্রিপুত্রের প্রার্থনা জানাইলেন । কপটচারী মনস্বী নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি দেশাধিপতি বিশেষতঃ এক্ষণে আমি আপনকার আশ্রয়ে আছি । অতএব আপনকার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার উচিত কর্ম্ম । কিন্তু বিবাহিত নারীর পুরুষাসুত্রসেবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও লোকাচারবিরুদ্ধ । আপনি দণ্ডধারী হইয়া কি রূপে ঈদৃশ বিসদৃশ আজ্ঞা করিতেছেন বুদ্ধিতে পারিলাম না । মহারাজ আমি প্রাণান্তেও পর পুরুষের মুখাবলোকন করিব না । রাজা শুনিয়া বিষণ্ণ হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন ।

মনস্বী আর এখানে থাকায় ভদ্রস্থতা নাই অতঃপর পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ এই স্থির করিয়া বধুবেশ পরিভ্যাগপূর্বক কৌশলক্রমে রাজবাটী হইতে পলায়ন করিলেন । রাজা ব্রাহ্মণবধূর অদর্শন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একবারে বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন এ আবার কি বিষম বিপদ উপস্থিত হইল । ব্রাহ্মণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব । ফলতঃ ব্রাহ্মণবধূর নিকট একপ অমুচিত প্রার্থনা করাই অতি অসঙ্গত কর্ম্ম হইয়াছে । যদর্থে প্রার্থনা করিলাম তাহাও সিদ্ধ হইল না অথচ ঘোরতর বিপদে পতিত হইলাম ।

এ দিকে মনস্বী ভূদেবের নিকটে আসিয়া পূর্নাঙ্গর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি অত্যন্ত প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন এবং স্বীয় সহচর শশীকে বিংশতিবর্ষীয় পুত্র সাজাইয়া স্বয়ং পূর্ববৎ বৃদ্ধবেশ ধারণপূর্বক পুত্রবধুর আনয়নার্থে রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা প্রণাম ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়ের এত দিন বিদগ্ধ হইল কেন। ভূদেব কহিলেন মহারাজ বিলম্বের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন। অনেক কষ্টে অন্বেষণ করিয়া পুত্র পাইয়াছি। এক্ষণে পুত্র ও পুত্রবধু লইয়া গৃহে যাইব। রাজা ব্রহ্মশাপভয়ে কম্পিত ও কৃতাজ্জলি হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলেন।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া কোপে কম্পমানকলেবর হইলেন এবং শাপপ্রদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন তোমার এ কি ব্যবহার। আমি তোমাকে রাজা জানিয়া বিশ্বাস করিয়া পুত্রবধু সমর্পণ করিয়াছিলাম। তুমি আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যথেষ্ট বিনিয়োগে উদ্যত হইয়া আমার সর্দনশ করিয়াছ। বলিতে কি কোন কালে আমার এ মনোবেদনা দূর হইবেক না। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং অশেষ প্রকার স্তুতি ও বিনীতি করিয়া কহিলেন মহাশয় কৃপা করিয়া আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার যে অপকার করিয়াছি তাহার প্রতিক্রিয়ার্থে যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাতেই সম্মত হইব। ভূদেব কহিলেন যদি তুমি আমার পুত্রের সত্ত্বিত্ব আপন ক

ন্যায় বিবাহ দিতে পার তাহা হইলে আমি কথঞ্চিৎ ক্ষম
করিতে পারি ।

রাজা ব্রহ্মকোপানলে কুলক্ষয়ভয়ে তৎক্ষণাৎ সম্মত হই
লেন এবং জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ দ্বারা শুভ দিন ও শুভ ল
নির্ণয় ক্রুরিয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। অনন্তর ভূদেব রাজকন্যা
লইয়া আনয়ে উপস্থিত হইলে মনস্বী ও শশী উভয়ে এই ভার্সু
আমার আমার বলিয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন। মনস্বী
কহিলেন ইহাকে আমি পূর্বে বিবাহ করিয়াছি এবং আ-
মার সহযোগে ইহার গর্ভ হইয়াছে। শশী কহিলেন রাজা
সর্বসমক্ষে আমাকে কন্যাদান করিয়াছেন। -

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এক্ষণে এই
কন্যা শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে কাহার ভার্সা হইবেক। বিক্রমা-
দিত্য কহিলেন আমার মতে মনস্বীর। বেতাল কহিল শাস্ত্রে
লিখিত আছে কন্যার দান বিক্রয় পরিত্যাগে পিতা মাতার
সম্পূর্ণ অধিকার। রাজা সর্বসমক্ষে ধর্ম সাক্ষী করিয়া শশীকে
কন্যা দান করিয়াছেন। অতএব ঐ পিতৃদত্ত কন্যা শশীরই
হইতে পারে তাহা না হইয়া মনস্বীর কেন হয় বল। রাজা
কহিলেন তুমি যাহা কহিতেছ তাহার যথার্থতা বিষয়ে আমি
সংশয় করি না। কিন্তু মনস্বী পূর্বে বিবাহ করিয়াছে এবং তৎ-
সহযোগে রাজকন্যার গর্ভ হইয়াছে। এক্ষণে সে মনস্বীর পত্নী
হইলে তাহারও সতীত্ব রক্ষা হয় এবং ধর্মের ও মান থাকে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি :

পঞ্চদশ উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

ভারতবর্ষের উত্তরসীমায় হিমালয় নামে অতি প্রসিদ্ধ প-
র্কর্ত আছে । তাহার প্রস্থদেশে পুষ্পপুর নামে পরম সুমণীয়
নগর ছিল । গন্ধর্ষরাজ জীমূতকেতু ঐ নগরে রাজত্ব করিতেন ।
তিনি কামনা করিয়া বহুকাল কল্পবৃক্ষের আরাধনা করিয়াছি-
লেন । কল্পবৃক্ষ প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিলে রাজা জীমূ-
তকেতুর এক পুত্র জন্মিল । পুত্রের নাম জীমূতবাহন রাখি-
লেন ।

জীমূতবাহন স্বভাবতঃ ধর্ম্মায়া দয়াবান্ ও পরোপকারী
ছিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে সর্কশাস্ত্রপারদর্শী ও যুদ্ধবিদ্যা-
বিশারদ হইয়া উঠিলেন । কিয়ৎকাল পরে তিনিও কল্পবৃক্ষকে
প্রসন্ন করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন আনার প্রকারা সর্ক-
প্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হউক । কল্পবৃক্ষের বরদান দ্বারা
তদীয় প্রজা সর্কপ্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইল এবং ত্বরায়
ঐশ্বৰ্য্যমদে মত্ত হইয়া রাজাকেও ভূগভূলা বোধ করিতে লা-
গিল । ফলতঃ অল্পকাল মধ্যে রাজা ও প্রজা বলিয়া কোন
বিশেষ রহিল না ।

তখন জীমূতকেতুর জ্ঞাতিবর্গ গোপনে পরামর্শ করিল
ইহারা পিতাপুত্রের অনন্যকর্ম্ম ও অনন্যমনা হইয়া দিবানিশি
কেবল ধর্ম্মচিন্তায় কালযাপন করিতেছে । রাজ্যের প্রতি ক্ষণ

মাত্রও দৃষ্টিপাত করে না। প্রজা সকল উচ্ছ্বল হইতে লাগিল। অতএব ইহাদের উভয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া যাহাতে উপযুক্তরূপে রাজ্যশাসন হয় এমন করা উচিত। অনন্তর সৈন্য সংগ্রহপূর্বক রাজপুরীর চতুর্দিক নিরোধ করিল।

সুরিশেষ সংবাদ পাইয়া যুবরাজ জীমূতবাহন পিতার নিকট নিবেদন করিলেন মহারাজ জ্ঞাতিবর্গ একবাক্যে হইয়া আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিসন্ধিতে এই উদ্যোগ করিয়াছে। এক্ষণে আপনকার আজ্ঞা পাইলে রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যক্ষয় ও সমুচিত দণ্ডবিধান করি।

জীমূতকেতু কহিলেন এই ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ অতি অকিঞ্চিৎকর। বিনশ্বর রাজ্যপদের নিমিত্ত বহু সংখ্যক জীব হিংসা করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ অনেক অনুতাপ করিয়াছিলেন। অতএব রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া কোন নিভৃত স্থানে গিয়া প্রশান্ত মনে জগদীশ্বরের আরাধনা করা ভাল। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া পিতাপুলে নগর হইতে নির্গত হইলেন এবং মলয় পর্বতে গিয়া তদীয় অদিত্যকাতে কুটীর নির্মাণপূর্বক তপস্বী করিতে লাগিলেন।

তথায় অল্পকাল মধ্যে এক ঋষিকুমারের সহিত রাজকুমারের অত্যন্ত বন্ধুত্ব জন্মিল। এক দিবস দুই বন্ধুতে একত্র হইয়া ভ্রমণার্থে নির্গত হইলেন। অনতিদূরে এফ কাত্যায়নীর মন্দির ছিল তথায় শ্রবণমনোহর বীণাশব্দ শ্রবণ দ্বারিয়া কো

ভূকাবিষ্ট চিত্তে সত্বর উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক পরম
স্বন্দরী কন্যা বীণাভ্রুগত স্তুতিগর্ভ গীত দ্বারা ভগবতী কাত্যায়-
নীর আরাধনা করিতেছে । উভয়ে একতানমনা হইয়া শ্রবণ
ও দর্শন করিতে লাগিলেন । কিম্বৎকণ পরে সেই কন্যা জীমূ-
তবাহনকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে তাহাকে শ্রুতিস্বে-
বরণ করিল এবং স্বীয় সহচরী দ্বারা জীমূতবাহনের নাম ধাম
জ্ঞাপ্তি ব্যবসায়াদির পরিচয় লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল ।

অনন্তর তাহার সহচরী তদীয় নিদেশক্রমে তাহার মাতার
অগ্রে পূর্কপার সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল । তিনিও তৎক্ষণাৎ আ-
পন পতি রাজা মলয়কেতুর নিকটে কন্যার অভিপ্রায় ব্যক্ত
করিলেন । মলয়কেতু স্বীয় পুত্র মিত্রাবস্তুকে আহ্বান করিয়া
কহিলেন তোমার ভগিনী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে আর নিশ্চি-
ন্তু থাকা উচিত নহে সমুচিত পাত্র অন্বেষণ করিতে হইবেক ।
শুনিলাম গন্ধর্বাধিপতি রাজা জীমূতকেতু রাজ্যাপিকার পরি-
ত্যাগপূর্কক কেবল নিজ পুত্র জীমূতবাহনকে সমভিব্যাহারে
লইয়া মলয়াচলে আসিয়া বাস করিয়াছেন । আমার অভি-
প্রায় জীমূতবাহনকে কন্যা দান করি । অতএব তুমি রাজা
জীমূতকেতুর নিকটে গিয়া আমার মানস প্রকাশ কর ।

মিত্রাবস্তু পিতার আজ্ঞানুসারে জীমূতকেতুসমীপে দবি-
শেষ সমস্ত কহিলে তিনি সম্মত হইলেন এবং জীমূতবাহনকে
মিত্রাবস্তু সমভিব্যাহারে মলয়কেতুর নিকট পাঠাইয়া দি-
লেন । মলয়কেতু শুভ লগ্নে স্বীয় কন্যা মলয়বর্তীর বিবাহকার্য্য

সম্পন্ন করিলেন । বর কল্পা পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।

এক দিন জীমূতবাহন ও মিত্রাবস্তু উভয়ে মলয় মহীধর-পরিসরে ভ্রমণ করিতে বাসনা করিয়া বাসস্থান হইতে বহির্গত হইলেন । ভূধরের উত্তর ভাগে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে এক শ্বেতবর্ণ বস্তুরাশি দর্শন করিয়া জীমূতবাহন মিত্রাবস্তুকে জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য গওশৈলের ন্যায় ধবলবর্ণ রাশীকৃত কি বস্তু দৃষ্ট হইতেছে । মিত্রাবস্তু কহিলেন মিত্র পূর্বকালে গরুড়ের সহিত নাগগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল । কিয়ৎকাল পরে নাগেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সন্ধিপ্রার্থনা করিলে গরুড় কহিলেন যদি তোমরা আমার আহারের নিমিত্ত প্রত্যহ এক এক নাগ উপহার দিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হই নতুবা অদ্যই ভক্ষণ করিয়া নাগলোক নিঃশেষ করিব । নিরুপায় নাগেরা তাহাতেই সম্মত হইয়া আপন আপন আলয়ে গমন করিল । তদবধি প্রতিদিন এক এক নাগ পাতাল হইতে আসিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত থাকে । গরুড় মধ্যাহ্নকালে আসিয়া ভক্ষণ করেন । এইরূপে ভক্ষিত নাগগণের অস্থি দ্বারা ঐ পর্বতাকার রাশি প্রস্তুত হইয়াছে ।

শ্রবণমাত্র জীমূতবাহনের অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল । তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন মধ্যাহ্নকাল আগতপ্রায় অবশ্যই এক নাগ গরুড়ের সম্ভোষার্থে পর্যায়-

ক্রমে উপস্থিত হইবেক আমি আপন প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিব । অনন্তর কৌশলক্রমে শ্যালককে বিদায় করিয়া ক্রমে ক্রমে অস্থিরাশির নিকটবর্তী হইয়া রোদনশব্দ শ্রবণ করিলেন এবং ত্বরায় সেই রোদনস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক বৃদ্ধা নাগিনী শিরে করাঘাত পূর্বক হাহাকারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে । জিজ্ঞাসা করিলেন মা তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ । সে গরুড়বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল অদ্য আমার পুত্র শঙ্খচূড়ের বার । কণকাল পরেই গরুড় আসিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিবেক । আমার দ্বিতীয় পুত্র নাই । আমি এই দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি । জীমূতবাহন কহিলেন মা আর রোদন করিও না । আমি আপন প্রাণ দিয়া তোমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিব । নাগিনী কহিল বৎস তুমি কি কারণে পরের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিবে । আর পরের পুত্র দিয়া আপন পুত্র রক্ষা করিলে আমারও অধর্ম ও অকীর্ত্তি হইবেক ।

এইরূপে উভয়ে কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে শঙ্খচূড়ও তথায় উপস্থিত হইল এবং জীমূতবাহনের অভিসন্ধি শুনিয়া তাহার পরিচয় গ্রহণপূর্বক বিশেষত্ব হইয়া কহিল মহারাজ অন্তায় আত্মা করিতেছেন । বিবেচনা করিয়া দেখুন আমার মত কত শত ব্যক্তি সংসারে জন্মিতেছে ও মরিতেছে কিন্তু আপনার ছায় ধর্ম্মায়া দয়ালু সংসারে সর্বদা জন্মগ্রহণ করেন না । তএব আমার পরিবর্তে আপনকার প্রাণত্যাগ

ক্ষয় প্রকারেই উচিত ও উপযুক্ত নহে। আপনি জীবিত থাকিলে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মহোপকার হইবেক। আমি জীবিত থাকিয়া কোন কালে কাহারও কোন উপকার করিতে পারিব না। মাদৃশ ব্যক্তির জীবন মরণ ছুই তুল্য।

জীমূতবাহন করিলেন শুন শঙ্খচূড় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আপন প্রাণ দিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিব। আমি ক্ষত্রিয়জাতি ক্ষত্রিয়েরা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা প্রাণত্যাগ অতি লঘু ও সহজ বোধ করেন। বিশেষতঃ প্রাণস্নেহে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে নরকগামী হইতে হয়। অতএব যখন স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছি তখন অবশ্যই প্রাণ দিয়া তোমার প্রাণ রক্ষা করিব তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। এই বলিয়া অশেষ প্রকার বিনয় ও অনুরোধ বাক্যে শঙ্খচূড়কে বিদায় করিলেন এবং তদীয় প্রতিশীর্ষ হইয়া গরুড়ের আগমন প্রতীক্ষায় নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। শঙ্খচূড় রাজপুত্রের নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া অপ্রশস্তমনে বিরসবদনে মলয়াচলবাসিনী কাত্যায়নীর সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রাণদাতা জীমূতবাহনের প্রাণ রক্ষার উপায় প্রার্থনা করিতে লাগিল।

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে গরুড় আসিয়া চঞ্চুপুট দ্বারা রাজপুত্র গ্রহণপূর্বক নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে জীমূতবাহনের দক্ষিণবাহস্থিত নামাঙ্কিত মণিময় কেয়ুর শোণিতলিপ্ত হইয়া

মলয়বতীর সম্মুখে পতিত হইল । মলয়বতী নামাকুরপরিচয় দ্বারা প্রিয়তমের প্রাণাত্যয় নিশ্চয় করিয়া শিরে'করাঘাত পূর্বক ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদিন করিতে লাগিল । তাহার পিতা মাতা ভ্রাতা কেয়ুরদর্শনে বিষণ্ণ হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন । রাজা মলয়কেতু ইতস্ততঃ বহু সংখ্যক লোক প্রেরণ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং পুত্র সহিত জীমূতবাহনের অন্বেষণে নির্গত হইলেন ।

শঙ্খচূড় কাত্যায়নীর আনয় হইতে রাজপরিবারের আকস্মিক কোলাহল শ্রবণ করিয়া সবিশেষ অহুস্কাণ দ্বারা জীমূতবাহনের অমঙ্গল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে পূর্বস্থানে উপস্থিত হইল এবং গরুড়কে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল অহে বিহঙ্গরাজ তুমি শঙ্খচূড়ভ্রমে রাজা জীমূতবাহনকে লইয়া গিয়াছ । ইনি তোমার ভক্ষ্য নহেন । আমার নাম শঙ্খচূড় অদ্য আমার বার । তুমি রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভক্ষণ কর । নতুবা তোমাতে ঘোরতর অধর্ম স্পর্শিবেক ।

গরুড় শুনিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন এবং মৃতকল্প জীমূতবাহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন অহে মহাপুরুষ তুমি কি নিমিত্তে আগ্রপ্রাণদানে উদ্যত হইয়াছ । রাজপুত্র কহিলেন অদ্য বা অন্ধশতান্তে অবশ্যই মৃত্যু হইবেক । অতএব যে ব্যক্তি কণবিন্দুংসী তুচ্ছ শরীর ব্যয় দ্বারা পরোপকার করিয়া দিগন্ত ব্যাপিনী ও অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি উপার্জন করে তাহারই

এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করা সার্থক : নতুবা স্বোদরপরায়ণ কাক কুক্কুর শৃগালাদি হইতে বিশেষ কি । এই বিবেচনায় আমি আপন প্রাণ ব্যয় দ্বারা শঙ্খচূড়ের প্রাণ রক্ষা করিতে আসিয়াছি । গরুড় শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং জীমূতবাহনকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন জগতে সকলেই আপন আপন প্রাণ রক্ষাতেই যত্নবান্ । কিন্তু আপন প্রাণ দিয়া পরের প্রাণ রক্ষা করে এমন ব্যক্তি অতিবিরল । ফলতঃ এতাদৃশ ব্যক্তিই যথার্থ সংপুরুষ । যাহা হউক আমি তোমার দয়া ও সাহস দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি বর প্রার্থনা কর ।

জীমূতবাহন কহিলেন হে খগেশ্বর যদি প্রসন্ন হইয়া থাক এই বর দাও যে তুমি অতঃপর আর নাগহিংসা করিবে না এবং এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া যে অসংখ্য নাগের প্রাণ সংহার করিয়াছ তাহাদিগেরও জীবন দান কর । গরুড় তথাস্ত্ব বলিয়া তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে অমৃত আনয়নপূর্ব্বক অস্থিস্তূপের উপর সেচন করিয়া মৃত নাগ সমুদয়ের জীবন দান করিলেন এবং জীমূতবাহনকে কহিলেন রাজকুমার আমার প্রসাদে তোমাদের অপহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইবেক । এইকপ বর প্রদান করিয়া গরুড় অন্তর্হিত হইলে শঙ্খচূড়ও জীমূতবাহনের অশেষ প্রকার স্তুতি করিয়া বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল ।

জীমূতবাহন এইকপ বরলাভে চরিতার্থ হইয়া আপন পি "

তার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং লোক দ্বারা শত্রুরাও আপন মঙ্গলময়ী বার্তা প্রেরণ করিলেন । তাঁহাদের রাজ্যাপহারক জাতিবর্গ বর প্রদান বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা জীমূতকেতুঃ শরণাপন্ন হইল এবং স্তুতি ও বিনতি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া তাঁহাদের পিতা পুত্রকে রাজ্যপদে পুনঃস্থাপন করিল ।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড় এ উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির অধিক ভদ্রত প্রকাশ হইল । বিক্রমাদিত্য কহিলেন শঙ্খচূড়ের । বেতাল কহিল কি প্রকারে । রাজা কহিলেন শঙ্খচূড় জীমূতবাহনের প্রাণ দান বিষয়ে প্রথমতঃ কোন ক্রমেই সম্মত হয় নাই পরিশেষে সম্মত হইয়াও কাত্যায়নীর নিকটে গিয়া উপকারকের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং পুনর্বার আসিয়া জীবনদানে উদ্যত হইয়া জীমূতবাহনের প্রাণ রক্ষা করিল । বেতাল কহিল যে ব্যক্তি পরার্থে প্রাণ দান করিল তাহার অধিক হইল না কেন । রাজা কহিলেন জীমূতবাহন কল্লিয়-জাতি । কল্লিয়েরা প্রাণত্যাগ অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে । অতএব এই জীবনদান জীমূতবাহনের পক্ষে তাদৃশ চক্ষুর নহে ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।

ষোড়শ উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

চন্দ্রশেখর নগরে রত্নদত্ত নামে বণিক্ বাসী করিত । তাহার উম্মাদিনী নামে পরম স্নন্দরী কন্যা ছিল । সে বিবাহ-যোগ্য হইলে তাহার পিতা রত্নদত্ত তত্রত্য নরপতির নিকটে গিয়া নিবেদন করিল মহারাজ আমার এক স্নকপা কন্যা আছে যদি আপনকার ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন নতুবা অন্য ব্যক্তিকে দিব ।

রাজা শুনিয়া ছুই তিন বয়োবৃদ্ধ প্রধান রাজপুরুষদিগকে উম্মাদিনীর লক্ষণ পরীক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন । তাহারা রাজকীয় আদেশানুসারে রত্নদত্তের আনয়ে উপস্থিত হইল এবং উম্মাদিনীকে ইন্দ্রের অপ্সরা অপেক্ষাও রূপবতী ও সৰ্ব্বপ্রকারে স্নলক্ষণা দেখিয়া পরামর্শ করিল এই কন্যা মহিষী হইলে রাজা ইহার বশভাপন্ন হইয়া একবারেই রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিবেন । অতএব উক্তম কল্প এই রাজার নিকটে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাউক । অনন্তর তাহারা রাজসমীপে পরামর্শানুরূপ সংবাদ দিলে তিনি তাহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অস্বীকার করিলেন । তখন রত্নদত্ত সৈন্যাধ্যক্ষ বলভদ্রবর্মান্নার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিল ।

এক দিবস রাজা নগরভ্রমণে নির্গত হইয়া সেনাপতির বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন । তৎকালে উম্মাদিনী অতি

মনোহর বেশ ভূষা করিয়া অটালিকার উপরিভাগে দণ্ডমান ছিল । রাজা উম্মাদিনীকে নয়নগোচর করিয়া মোহিত ও উন্নতপ্রায় হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিলেন । রাজাকে সহসা প্রত্যাগত ও বিচেতন দেখিয়া এক প্রিয় পার্শ্বচর জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ কি নিমিত্তে আজি আপনাকে চলচিত্ত দেখিতেছি । রাজা কহিলেন অদ্য বলভদ্রের ভবনে এক স্ত্রী দেখিলাম তাহার লোকাতীত রূপ লাভ্য দর্শনে আমার মন মোহিত হইয়াছে ও আমি এইরূপ বিকল হইয়াছি ।

পার্শ্বচর কহিল মহারাজ যাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন সে রত্নদত্তের কন্যা । তাহার নাম উম্মাদিনী । আপনি অস্বীকার করিতে সেনাপতি বলভদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে । রাজা কহিলেন আমি যাহাদিগকে ঐ কন্যার লক্ষণ দেখিতে পাঠাইয়াছিলাম বুঝিলাম তাহার প্রতারণা করিয়াছে । অনন্তর দৌবারিক দ্বারা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন অদ্য আমি নগরভ্রমণে নির্গত হইয়া রত্নদত্তের কন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি । জন্মাবচ্ছিন্নে তাহার তুল্য সুরূপা ও সুলক্ষণা নারী নিরীক্ষণ করি নাই । তবে এতামরা কি নিমিত্ত তৎকালে কুরূপা ও কুলক্ষণা করিয়া আমাকে তাদৃশ স্ত্রীর স্নানভেদ বঞ্চিত করিলে ।

রাজপুরুষেরা কৃতজ্ঞ হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ ষাঁহা আজ্ঞা করিতেছেন ষথার্থ বটে । কিন্তু তৎকালে আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম যে একরূপ সুরূপা কন্যা রাজমহিমা হই-

মহারাজ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিবেন । তদ্বারা রাজ্যভঙ্গসম্ভাবনা । এই আশঙ্কায় আমরা একপ কল্পিত বাক্য দ্বারা মহারাজের নিকট কুরুপা ও কুলক্ষণা কহিয়াছিলাম । ইহাতে আমাদের যে অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় । রাজা তোমরা যাহা কহিলে ষথার্থ বটে ইহা কহিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন । কিন্তু আপনি নিতান্ত বিচেতন হইয়া দিনযামিনী কেবল উন্মাদিনী চিন্তা করিতে লাগিলেন । রাজার এই অবস্থা কর্ণপরম্পরায় সমস্ত নগরমধ্যে প্রচার হইলে সেনাপতি বলভদ্রবর্মা রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ বলভদ্র আপনকার দাস উন্মাদিনী দাসী । দাসীর নিমিত্তে এপর্য্যন্ত ক্লেশস্বীকারের আবশ্যিকতা কি । মহারাজের আজ্ঞা হইলেই সে উপস্থিত হইতে পারে ।

রাজা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কহিলেন আমার কি ধর্ম্মজ্ঞান নাই পরস্ত্রীস্পর্শ দ্বারা পাপ সঞ্চয় করিব । শাস্ত্রকারেরা পরস্ত্রীতে মাতৃদৃষ্টি করিতে অনুমতি করিয়াছেন । বলভদ্র কহিল মহারাজ শাস্ত্রকারেরা ইহাও নির্দিষ্ট করিয়াছেন পত্নীর উপর পরিণেতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে । তদনুসারে আমি আপনাকে উন্মাদিনী দান করিতেছি তাহা হইলে আর মহারাজের পরস্ত্রীস্পর্শদোষের আশঙ্কা কি । রাজা কহিলেন যাহাতে সমস্ত সংসারে অপযশ হইবেক এাণান্তেও আমি একপ কর্ম্ম করিব না । যশোধনেরা এই পক্ষী-

কৃত ভূতপঞ্চময় ক্ষণবিনশ্বর শরীরের অনুরোধে অবিনশ্বর
যশঃশরীরের অপক্ষয় করেন না ।

সেনাপতি কহিল মহারাজ আমি তাহাকে গৃহ হইতে
বহিষ্কৃত করিয়া অন্য স্থানে রাখিব । তাহা হইলে সে সাধা-
রণস্তুী হইবেক । তখন আর অপযশের আশঙ্কা কি ৭ - রাজা
শুনিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন যদি তুমি
পতিব্রতা নারীকে কুলটা কর তাহা হইলে আমি তোমার
গুরুতর দণ্ড বিধান করিব এবং জন্মাবচ্ছিন্নেও আর মুখাব-
লোকন করিব না । তখন বলভদ্র ভীত ও নিতান্ত নিরুপায়
হইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল । কিন্তু উন্মাদিনীচিন্তাই
কালস্বকপিণী হইয়া দশম দিবসে রাজার প্রাণসংহার করিল ।

প্রভুভক্ত বলভদ্র এবং বিধ দর্শনশীল স্বামীর প্রাণ বিনাশ
সংবাদ শ্রবণে অতিশয় শোক ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়া মনে
মনে বিবেচনা করিল এতদূশ প্রভুর লোকান্তর গমনের পর
আর প্রাণ ধারণের প্রয়োজন কি । বিবেচনা করিলে আমার
নিমিত্তই স্বামীর এই অকালমৃত্যু হইল । জানি না তন্মাতুরে
এই পাপে আমাকে কত যত্নগা ভোগ করিতে হইবেক । অত
এব এক্ষণে প্রাণত্যাগ কপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আমাকে বিমুক্ত
করি । এইকপ অব্যবসায়াকট হইয়া প্রোতভূমিতে উপস্থিত
হইল এবং চিত্ত প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া সূর্য্যাভির্ভুখে
প্রার্থনা করিতে লাগিল ভগবন্ ভাস্কর আমি কৃতান্তলি হইয়া

ঐকান্তিতে প্রার্থনা করিতেছি বেন জন্মে জন্মে এইরূপ ধর্ম-
পরায়ণ প্রভু পাই ।

এই বলিয়া বলভদ্র প্রেমলিত চিত্তার আরোহণ করিলে
তাহার পর্ত্তী উম্মাদিনী মনে মনে বিবেচনা করিল আমার
আর জীবন ধারণ বৃথা বরং সহগমন পথ অবলম্বন করি পর-
কালে সদ্ধাতি পাইব । ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকেরা কহিয়াছেন সহ-
গমন স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম । নারী চিরকাল দুশ্চরিত্রা ও
নানাবিধদুষ্কৃতকারিণী হইলেও সহগমন বলে স্বামীর সহিত
স্বর্গলোকে অনন্ত কাল সুখ সম্ভোগ করে এবং পতি যদি অতি
দুরাচার ও পাপাত্মা হয়েন সহগমনপ্রভাবে নারী তাঁহারও
উদ্ধারকারিণী হয় । এই ভাবিয়া সহগামিনী হইয়া প্রাণ পরি-
ত্যাগ করিল ।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এই তিন
জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির ভদ্রতা অধিক । বিক্রমাদিত্য কহি-
লেন রাজার । বেতাল কহিল কি নিমিত্তে । তিনি কহিলেন
রাজা উম্মাদিনীর নিমিত্তে জীবন পরিত্যাগ করিলেন তথাপি
অধর্ম ও অপযশ ভয়ে পরস্ত্রী স্পর্শে প্রবৃত্ত হইলেন না । আর
স্বামীর নিমিত্ত সেবকের প্রাণত্যাগ করা উচিত কর্ম্ম । স্ত্রীলো-
কেরও স্বামীর সহগামিনী হওয়া প্রধান ধর্ম্ম । অতএব রাজার
ভদ্রতা সর্বাধিক ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।

সপ্তদশ উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

হেমকূট নগরে বিষ্ণুশর্মা নামে পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গুণাকর নামে পুত্র ছিল। ঐ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দ্যুতক্রীড়ায় অত্যন্ত আসক্ত হইল এবং ক্রমে ক্রমে পিতার সর্বস্ব ছুরোদরমুখে আছতি দিয়া পরিশেষে অর্থনিমিত্ত তৎস্ববৃত্তি অবলম্বন করিল। তখন বিষ্ণুশর্মা তাহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন।

গুণাকর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল এবং দেখিল এক সন্ন্যাসী শ্মশানে উপবেশন করিয়া যোগাভ্যাস করিতেছেন। পরে সে যোগীর নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্বক সমীপদেশে উপবিষ্ট হইল। বোগী গুণাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বারা তাহাকে ক্ষুধার্ত বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি হু ভোজন করিবে। সে কহিল মহাশয় আপনি কুপা করিয়া প্রসাদ দিলে অবশ্য ভোজন করিব। তখন তিনি এক নরকপালপূর্ণ অন্ন ব্যঞ্জন তাহার সম্মুখে রাখিয়া হোমন করিতে কহিলেন। সে কহিল মহাশয় এ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

তখন যোগী যোগাসনে আসীন হইয়া নয়নদ্বয় মুদিত করিবামাত্র এক যক্ষকন্যা অঞ্জলিবন্ধপূর্বক তাঁহার সম্মুখে প্রতিনি হইয়া নিবেদন করিল মহাশয় দাসী উপস্থিত কি আচ্ছা

হয় । যোগী কহিলেন এই ব্রাহ্মণ বুড়ুকু হইয়া আমার আশ্রমে আসিয়াছেন ইহাঁর যথোচিত অতিথিসৎকার কর । যক্ষকন্যা যোগীর আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র মায়াবলে নিমিষ মধ্যে এক যম্য হর্ম্ম্য নিৰ্ম্মাণ পূৰ্ব্বক তাহাতে যথাযথ সুখসাধন বস্তুজাত সুসজ্জিত করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেল এবং নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন মৎস্য মাংস দধি দুগ্ধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা ইচ্ছানুরূপ ভোজন করাইয়া তাহাকে মহার্বেশ ভূষা পরিধারনপূৰ্ব্বক মণিময় পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইল । পরে রজনী উপস্থিত হইলে স্বয়ং পরম রমণীয় বেশ ভূষা সমাধান করিয়া পল্যঙ্কের একদেশে উপবেশনপূৰ্ব্বক চরণসেবা করিতে লাগিল । ফলতঃ গুণাকরের পরম সুখে রজনী যাপন হইল ।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, যক্ষকন্যা ও তৎকৃত যাবতীয় ব্যাপারের চিহ্নমাত্রও দেখিতে না পাইয়া গুণাকর অত্যন্ত দুঃখিতমনে সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া নিবেদন করিল মহাশয়ের প্রসাদে কল্য রাজভোগে রজনী যাপন করিয়াছি । কিন্তু নিশাবসানে সেই কামিনী প্রস্থান করিয়াছে এবং তৎকৃত সেই সমস্ত হর্ম্ম্যাদিও সয় পাইয়াছে । যোগী কহিলেন, যক্ষকন্যা বিদ্যাপ্রভাবে আসিয়াছিল । যে ব্যক্তি বিদ্যায় সিদ্ধ হয় তাহার নিকটে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করে । গুণাকর কৃতাজ্ঞা হইয়া কহিল মহাশয় যদি কৃপা করিয়া উপদেশ দেন তাহা হইলে আমিও সেই বিদ্যার সাধনা করি । যোগী তদীয় বিন

য়ের বশীভূত হইয়া এক মন্ত্র উপদেশ দিয়া কহিলেন তুমি এই মন্ত্র লইয়া ছত্রারিংশৎ দিবস অর্ধরাত্র সময়ে জলাবগা-হনপূর্বক একাগ্রচিত্তে জপ কর ।

গুণাকর সন্ন্যাসীর আদেশানুরূপ জপ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল মহাশয় আপনকার আদেশানুসারে যথানিয়মে চল্লিশ দিন জপ করিয়াছি এক্ষণে কি আজ্ঞা হয় । যোগী কহিলেন আর চল্লিশ দিন অগ্নিপ্রবেশ করিয়া জপ কর তাহা হইলেই তুমি কৃতকার্য হইবে । তখন সে কহিল মহাশয় বহু দিবস হইল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি । পিতা মাতা প্রভৃতিকে দেখিবার নিমিত্ত চিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে । অতএব অগ্রে এক বার পরিবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি পশ্চাৎ আপনকার নিদেশানুরূপ মন্ত্র সাধন করিব । এই বলিয়া সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় লইয়া আপন আলয়ে প্রস্থান করিল ।

গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার পিতা মাতা বহু কালের পর পুত্রকে গৃহাগত দেখিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন । এবং জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস এত দিন তুমি কোথায় ছিলে । আমরা তোমার অদর্শনে গৃহপ্রায় হইয়া আছি । গুণাকর কহিল হে তাত হে মাতঃ আমি উল্লেখঃ নান্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সৌভাগ্যক্রমে এক পরম দয়ালু সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়াছি এবং তাঁহার শরণ লইয়াছি । এক্ষণে তাঁহার উপদেশানুসারে মন্ত্র সাধন করিতেছি । তোমাদিগকে বহুকাল না দেখিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও চলচিত্ত হইয়াছি

লাম তাহাতেই এক বার কিয়ৎকালের নিমিত্ত দর্শন করিতে আসিয়াছি। সম্প্রতি জন্মের মত বিদায় লইয়া যোগসাধনার্থে প্রস্থান করিব ।

গুণাকর এই বলিয়া পলায়নের উদ্যম করিলে তাহার জননী বাম্পাকুললোচনে গদগদবচনে কহিতে লাগিলেন বৎস এ তোমার যোগাভ্যাসের সময় নয় । গৃহস্থাত্রমে থাকিয়া গৃহস্থধর্ম প্রতিপালন কর তাহা হইলেই তুমি যোগাভ্যাসের সম্পূর্ণ ফল পাইবে । গৃহস্থাত্রম সমস্ত আশ্রমের মূল এবং সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । বিশেষতঃ পরম গুরু পিতা মাতার শুশ্রূষা করাই গৃহীর প্রধান ধর্ম । অতএব যাবৎ আমরা জীবিত আছি তাবৎ তোমার তীর্থযাত্রা বা যোগানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই । কেবল আমাদের শুশ্রূষা কর তাহাতেই তোমার পরম ধর্ম লাভ হইবেক । আর বিবেচনা কর তুমি আমাদের এক মাত্র পুত্র মা বলিয়া সম্বোধন করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই । অন্ধের যষ্টির ন্যায় তুমি আমাদের জীবনের এক মাত্র অবলম্বন আছ । আমরা তোমাকে বিদায় দিয়া কোন ক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না । অতএব এ দুর্কৃষ্টি পরিত্যাগ কর । যদি নিতান্তই যোগাভ্যাসের অভিলাষ হইয়া থাকে অন্ততঃ আমাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর পরে ইচ্ছানুসারে ধর্ম উপার্জন করিবে ।

গুণাকর গুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিল এবং কহিল এই মায়াময় সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর । ইহাতে লিপ্ত থাকিয়া

কেবল জন্ম মৃত্যু পরম্পরাক্রম দুর্ভেদ্য কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে হয় । প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান পদার্থমাত্রই মায়াপ্রপঞ্চ বাস্তবিক কিছুই নহে । কে কাহার পিতা কে কাহার মাতা কে কাহার পুত্র । সকলই জ্ঞান্টিমূলক । অতএব আর আশ্রি বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইব না এবং শ্রেয়ঃসাধন বোধ করিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছি তাহাও পরিত্যাগ করিব না । এই বলিয়া পিতা মাতার নিকট বিদায় লইল এবং সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অগ্নিপ্রবেশ পূর্বক মন্ত্র সাধনে যত্ন করিতে লাগিল । কিন্তু সিদ্ধ হইতে পারিল না ।

ইহা কহিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ কি কারণে ব্রাহ্মণ সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিল না বল । বিক্রমাদিত্য কহিলেন একাগ্রচিত্ত না হইলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না । ব্রাহ্মণের মনে একান্ত নিষ্ঠা ছিল না সেই বৈগুণ্যপ্রযুক্তই তাহার সাধনা বিফল হইল । ইহা শুনিয়া বেতাল কহিল যে সাধক মন্ত্রসিদ্ধি করিবার উদ্দেশে এতাদৃশ দুঃসহ কেশ স্বীকার করিলেক সে একাগ্রচিত্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ কি । বিক্রমাদিত্য কহিলেন সে একাগ্রচিত্ত হইলে পরিবারের নিমিত্ত চঞ্চলচিত্ত হইত না এবং মধ্যে যোগভঙ্গ করিয়া স্ত্রীদের দর্শনে যাইত না । ফলতঃ সকলই অদৃষ্টমূলক । নতুন যোগাভ্যাস দ্বারা সর্প প্রকারে নির্ম্মম ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্তে সিদ্ধপ্রায় সাধনফলে বঞ্চিত হইল ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।

অষ্টাদশ উপাখ্যান।

বেতাল কহিল মহারাজ

কুবলয়পুরে ধনপতি নামে বণিক ছিলেন। তিনি ধনবতী-
নাম্নী নিজ কন্যার গৌরী কালে গৌরীদত্ত নামক ধনাঢ্য বণি-
কের সহিত বিবাহ দিলেন। কিয়ৎকাল পরে ধনবতীর এক
কন্যা জন্মিল। কন্যার নাম মোহিনী রাখিলেন। কালক্রমে
গৌরীদত্ত ষোড়শোত্তর প্রাপ্ত হইলে তাহার জাতিবর্গ ধনবতীকে
অসহায়িনী দেখিয়া তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিল। তখন সে
নিতান্ত দুঃখবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কন্যা লইয়া তমিস্রা রজনীতে
পিত্রালয়ে পলায়ন করিল।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া পথ ভুলিয়া উহারা এক শ্মশানে
উপস্থিত হইল। তথায় এক চোর রাজদণ্ডানুসারে তিন দিবস
শূলোপরি আরোহিত ছিল বিদ্বিবিপাকে সে পর্য্যন্ত তাহার
প্রাণপ্রাণ হয় নাই। দৈবযোগে ধনবতীর দক্ষিণ হস্ত সেই
চোরের চরণে লগ্ন হইলে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কহিল
তুমি কে কি নির্মিত্ত এমন সময়ে আমাকে মর্মান্তিক যাতনা
দিলে। ধনবতী কহিল আমি জ্ঞান পূর্বক তোমাকে যন্ত্রণা
দি নাই। যাহা হউক আমার অপরাধ ক্ষমা কর। অনন্তর
আত্মপরিচয় দিয়া চোরকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে কি নি-
মিত্তে শ্মশানে আছ ও কি দুঃখ ভোগ করিতেছ বল।

চোর কহিল আমি বণিক জাতি চৌর্য্যাপরাধে শূলে
আরোহিত হইয়াছি। অদ্য তৃতীয় দিবস তথাপি প্রাণ নি

গত হইতেছে না তাহাতেই অত্যন্ত যত্নগা ভোগ করিতেছি ।
 জন্মকালে জ্যোতির্বেত্তারা গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন
 অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হইবেক না । তদনুসারে
 ষাৰৎ বিবাহ না হইবেক তাবৎ এই অবস্থায় এই যত্নগা ভোগ
 করিতে হইবেক । যদি তুমি কৃপা করিয়া কন্যা দান কর ত-
 বেই এই অসহ্য যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাই । আমার চির-
 সঞ্চিত স্তবর্ণরাশি আছে যদি আমার প্রার্থনা শিদ্ধ কর সমু-
 দায় তোমাকেই দি ।

ধনবতী অর্থলোভে বিমূঢ় হইয়া মনে মনে মলিন্মুচের
 প্রার্থনায় সম্মতপ্রায় হইল এবং কহিল বহুকালাবধি আমার
 দৌহিত্রমুখদর্শনের বাসনা আছে তোমাকে কন্যাদান করিলে
 আমার সেই বাসনা সম্পন্ন হয় না নতুবা আমার আর কোন
 আপত্তি নাই । চোর কহিল তুমি এক্ষণে কন্যাদান করিয়া
 আমাকে যত্নগা হইতে মুক্ত কর । আমি অনুমতি করিতেছি
 তোমার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কোন ব্রাহ্মণকুমারকে ধনদান
 দ্বারা সম্মত করিয়া তদ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করিয়া ল-
 ইবে । তাহা হইলে তোমারও বাসনা পূর্ণ হইল এবং আমিও
 এই দুঃসহ যত্নগা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম ।

ধনবতী কন্যা প্রদান করিল । তখন চোর কহিল এই
 পুরোরত্তী গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে আমার গৃহ । গৃহের পূর্ব
 ভাগে কুপের নিকট এক বট বৃক্ষ আছে তাহার নূলে উক্ত স-
 নস্ত সম্পত্তি নিহিত আছে যাইয়া গ্রহণ কর । ইহা কহিবা

মাত্র চোরের প্রাণ বিয়োগ হইল এবং ধনবতীও চোরনির্দিষ্ট
ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূল খনন পূর্বক সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত ক-
রিয়া পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। পরে পিতাকে পূর্বাপর সমু-
দায় বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাঁহার হস্তে সমস্ত সম্পত্তি সম-
র্পণপূর্বক তদীয় আবাসে বাস করিতে লাগিল ।

কিয়ৎকাল পরে মোহিনী যৌবনবতী হইল। সে এক
দিবস স্বীয় সহচরীগণ সঙ্গে লইয়া গবাক্ষদ্বার দিয়া বথ্যা
নিরীক্ষণ করিতেছে দৈবযোগে সেই সময়ে এক পরম সুন্দর
বিংশতিবর্ষীয় ব্রাহ্মণতনয় তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে
অবলোকন করিয়া মোহিনীর মন মোহিত হইল। তখন সে
আপন এক সহচরীকে কহিল তুমি এই ব্রাহ্মণকে আমার মার
নিকটে লইয়া যাও। সখী তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণতনয়কে লইয়া
তাহার জননীর নিকট উপস্থিত করিলে সে চোরবৃত্তান্ত স্বরণ
করিয়া তাহাকে প্রার্থানাক্রম অর্থ দিয়া নিয়োগ প্রদান
করিল।

মোহিনী গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইল। স্মৃতিকা-
ষষ্ঠীরজনীতে সে স্বপ্নে দেখিল ছুই হস্ত পঞ্চ মস্তক প্রতি-
মস্তকে তিন তিন চক্ষুঃ ও এক এক অর্দ্ধচন্দ্র অতিদীর্ঘ জটা
ভার পৃষ্ঠভাগে লম্বমান দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল বাম হস্তে নর-
কপাল ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান ভুজঙ্গের মেখলা উজ্জ্বলরজতগিরি-
তুল্য কলেবর অতিশুভ্র নাগযজ্ঞোপবীত ভাস্করভূষিতমর্কট
এবংবিধ আকার ও বেশবিশিষ্ট বৃষভাকৃৎ এক পুরুষ তাহার

সম্মুখে আসিয়া কহিতেছেন বৎসে মোহিনি তোমার পুত্র জন্মিয়াছে আমি অতিশয় আক্লাদিত হইয়াছি। এই বালক কণজন্মা। তুমি আমার আজ্ঞানুসারে ঐ শিশুকে সহস্র স্বর্ণ সহিত পেটকমধ্যগত করিয়া কল্যা অর্ধরাত্র সময়ে রাজদ্বারে রাখিয়া আসিবে। রাজা তাহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবেক। রাজার স্বর্গারোহণের পর তোমার পুত্র তদীয় সিংহাসনের অধিকারী হইয়া ক্রমে ক্রমে নিজ প্রতাপ ও নীতিবিদ্যা প্রভাবে সমাগরা সম্বীপা পৃথিবীর অধ্বিতীয় অধিপতি হইবেক।

এমন কালে মোহিনীর নিদ্ভাভঙ্গ হইলে সে আপন জননির নিকটে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। ধনবতী শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। পর দিবস নিশীথসময়ে ধনবতী ঐ শিশুকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সহিত পেটকমধ্যস্থ করিয়া রাজদ্বারে রাখিয়া আসিল। সেই সময়ে রাজাও স্বপ্নে দেখিতেছেন যে পূর্বোক্তপ্রকার পুরুষ তাঁহার সম্মুখবর্তী হইয়া কহিতেছেন মহারাজ গাত্ৰোথান কর এক চক্রবর্তীলক্ষণাক্রান্ত সম্ভান পেটকমধ্যশায়ী তোমার দ্বারদেশে উপনীত। অবিলম্বে আনয়ন করিয়া পুত্রনির্দেশে প্রতিপালন কর। উত্তর কালে সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবেক এবং পুত্রকার্য করিবেক।

রাজার তৎক্ষণাৎ নিদ্ভাভঙ্গ হইল। তখন তিনি আপন মহিমাকে জাগরিত করিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন। অনন্তর উভয়ে দ্বারদেশে আসিয়া পেটক পতিত দেখিয়া অত্যন্ত আক্লাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ পেটকের মুখোদঘাটন

করিয়। দেখিলেন ষালকের রূপে পেটক আলোকময় করিয়াছে । রাজ্ঞী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্রগামিনী হইলেন রাজা স্বৰ্ণমুদ্রা গ্রহণপূর্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ।

প্রভাত হইবামাত্র রাজা আপন সভার সামুদ্রিকবেত্তা পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া দেবপ্রসাদলব্ধ বালকের লক্ষণ পরীক্ষার্থে আজ্ঞা প্রদান করিলেন । তাঁহার। দৃষ্টিগোচর করিয়া কহিলেন মহারাজ আপাততঃ তিন স্পষ্ট স্বলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে উন্নত ললাট বিস্তৃত বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘ আকার । পরে শাস্ত্রানুসারে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন সামুদ্রিক শাস্ত্রে পুরুষের ছাত্রিংশৎ শুভ লক্ষণ লিখিয়াছেন মহারাজ সেই সমুদায় এই একাধারে লক্ষিত হইতেছে । অতএব এই বালক সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হইবেন সন্দেহ নাই ।

রাজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া পারিতোষিক প্রদান পূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিয়া দীন দরিদ্র অনাথ প্রভৃতিকে প্রার্থনাবিক অর্থদান করিলেন । ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন দিয়া বালকের গান হরদত্ত রাখিলেন । বালক অল্পকালমধ্যে চতুর্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন এবং রাজার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূমণ্ডলে আপন আদিপত্য স্থাপন করিলেন । কিয়ৎকাল পরে হরদত্ত তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়া প্রথমতঃ পিতৃকৃত্য সম্পাদনার্থে গয়াধামে উপস্থিত হইলেন । ফলু নদীর তীরে ষথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃপিণ্ড প্রদানে উদ্যত হইলে

নদীমধ্য হইতে পিওগ্রহণার্থে তিন জনের তিন দক্ষিণ হস্ত যুগপৎ নির্গত হইল এক ক্ষেত্রিক চোরের দ্বিতীয় বীজী ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রতিপালক রাজার ।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এক্ষণে ইহা-
দিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে হরদত্তদত্ত
পিওগ্রহণে অধিকারী হইতে পারেন। রাজা কহিলেন চোর।
বেতাল কহিল অন্যেরা কি অপরাধ করিয়াছে। রাজা কহি-
লেন ব্রাহ্মণ অর্থ লইয়া বীজ বিক্রয় করিয়াছেন। রাজাও মহশ্র
সুবর্ণ লইয়া প্রতিপালনাদি করিয়াছেন। অতএব ইহাদের
পিওগ্রহণে অধিকার হইতে পারে না।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।



উনবিংশ উপাখ্যান।

বেতাল কহিল মহারাজ

চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে রাজা ছিলেন। তিনি এক দিন একাকী অশ্বারোহণ করিয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। গের অন্বেষণে ইতস্ততঃ অনেক ভ্রম করিয়া এক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঋষি তখন রমণীয় সরোবর ছিল তাহার তীরে বসিয়া কমন কমন প্রফুল্ল হইয়া আশ্রমের অপরিসীম সৌন্দর্য্যে মত্ত হইয়া কমন হইতে কমন গান করিতে গুন্ গুন্ রবে গান করিতেছে। হংস মৎস্য প্রভৃতি জলবিহঙ্গমগণ তাহার তীরে ও নীরে বিহার করিতেছে। চারি দিকে কিসলয়কুমুমশোভিত নানাবিধ পাদপ সমূহ বসন্তলক্ষ্মীর সৌভাগ্য প্রকাশ করিতেছে। সর্বতঃ শীতল সুগন্ধ গন্ধবহুরে মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতেছে। রাজা মৃগয়াব্যাপারে অত্যন্ত পরিত্রাস্ত ছিলেন বৃক্ষমূলে অশ্ব বন্ধন করিয়া তথায় উপবেশনপূর্বক আশ্রিত দূর করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকণ পরে এক ঋষিকণ্ঠ্য আসিয়া সেই সরোবরে স্নান করিতে অবতীর্ণ হইল। রাজা দর্শনমাত্র হতজ্ঞান হইলেন। স্নানবিধি সমাপন করিয়া ঋষিতনয়া আশ্রমাভিনুখী হইলে রাজা তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া কহিলেন ঋষিকণ্ঠ্য তোমার একেমন ধর্ম্ম। আমি আতপে তাপিত হইয়া বিপ্রানার্থে তোমার আশ্রমে অতিথি হইলাম। তুমি এমনই আতিথেয়ী যে এক

বার সম্ভাষণ দ্বারাও আমার সংকার করিলে না । সামের
শুনিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ।

এই অবসরে ঋষিও বনাস্থর হইতে ফল পুষ্প ও কুশ স-
মিধ আহরণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । রাজা দর্শন মাত্র
আয়ুপন্নিচয় প্রদানপূর্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে ঋষি
অত্যন্ত সন্তোষিত হইয়া আশীর্বাদ করিলেন । রাজা আশী-
র্বাদ শ্রবণে মনে মনে দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া কৃতান্তলি হইয়া
নিবেদন করিলেন মহাশয় আমি শুনিয়াছি কালক্রমে ঋষি-
বাক্য অন্যথা হয় না । আপনি আমাকে আশীর্বাদ করিলে
আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবেক কিন্তু আমি তাহার কোন সম্ভা-
বনা দেখিতেছি না । ঋষি কহিলেন আমি কহিতেছি অবশ্যই
তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবেক । তখন রাজা অনায়াসে কহি-
লেন আমি এই কস্যার করুণাঙ্গের অভিলাষ করিয়াছি ।

ঋষি রাজার দুষ্ট অভিপ্রায়ে মনে মনে কুপিত হইয়াও
আপন আশীর্বাদ যথার্থ করিবার নিমিত্ত রাজাকে কন্যা সম্প্র-
দান করিলেন । রাজা নবপ্রণয়িনীকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া
রাজধানী প্রাতি চলিলেন । কিয়ৎদূরে গিয়া রজনী উপস্থিত
হইল । রাজা ও রাজপ্রেয়সী যথাসম্ভব ফল মূলাদি দ্বারা কথ-
ঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া তরুতলে শয়ন করিলেন ।

অর্দ্ধরাত্র সময়ে এক দুর্দান্ত রাক্ষস আসিয়া রাজাকে
জাগরিত করিয়া কহিল আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়া-
ছি তোমার ভাষ্যাকে ভক্ষণ করিব । রাজা কহিলেন তুমি

বেতাল পঞ্চবিংশতি ।

রাণাধিকা প্রেয়সীকে পরিত্যাগ কর অন্য যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই আনিয়া দিব । তখন রাক্ষস কহিল যদি তুমি প্রশস্ত মনে স্বহস্তে দ্বাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মস্তকচ্ছেদন করিয়া আমার হস্তে দিতে পার তাহা হইলে আমি তোমার প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করি । রাজা প্রিয়তমার প্রাণ রক্ষার্থে ব্রহ্মহত্যাত্যেও সম্মত হইলেন এবং কহিলেন. তুমি সপ্তম দিবসে আমার রাজধানীতে যাইবে, আমি তোমার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিব ।

এইকপে রাজাকে ব্রহ্মবধপ্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিয়া রাক্ষস প্রস্থান করিল । রাজাও প্রভাত হইবামাত্র প্রেয়সীসমভিব্যাহারে রাজধানীতে আসিয়া প্রধান মন্ত্রীর সমক্ষে রাক্ষসবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন । মন্ত্রী কহিল মহারাজ আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না আমি অনায়াসে এই ত্রিষয় সম্পন্ন করিয়া দিব । রাজা মন্ত্রিবাক্যে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নব প্রাণিনিীর সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

মন্ত্রী এক পুরুষপ্রমাণ কাঞ্চনময়ী প্রতিমা নিৰ্ম্মাণ করাইয়া রত্নালঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া নগরের চতুষ্পথে স্থাপন করিলেন এবং প্রচার করিয়া দিলেন যে ব্রাহ্মণ বলিদানার্থে দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র প্রদান করিবেন তিনি এই প্রতিমা প্রাপ্ত হইবেন ।

নগরবাসী এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র ছিল । ব্রাহ্মণ ঘোষণার বিষয় অবগত হইয়া ব্রাহ্মণীর নিকট কহিলেন দেখ নির্দীন ব্যক্তির সংসারাশ্রমে বাস করা বিড়ম্বনা-

মাত্র। ধনই ধর্ম ও সুখের মূল। আমি জন্মদরিদ্র। চিরকালের মধ্যে সাংসারিক কোন সুখের মুখ দেখিতে পাইনি। এ কারণে ধনাগমের এই এক সহজ উপায় উপস্থিত। যদি তুমি মত কর পুত্র দিয়া স্বর্ণময়ী প্রতিমা লইয়া আসি। তাহা হইলে পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবে।

ব্রাহ্মণী সম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণ পুত্র দিয়া প্রতিমা লইয়া অধিক্রয় দ্বারা ধন সংগ্রহ করিলেন। সপ্তম দিবস প্রত্যুষ সময়ে ব্রাহ্মণ সভায় আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মাত্র মন্ত্রী দ্বাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণবালক ও ভীষ্মধার খড়্গ আনিয়া রাজার সম্মুখে রাখিল। অনন্তর রাজা শিরশ্ছেদনার্থে খড়্গ উদ্যত করিলে ব্রাহ্মণবালক অধোমুখে ঈষৎ হাস্য করিল। রাজা অস্বাভাবিক ভাবে মস্তকচ্ছেদন করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ মৃত্যুসময়ে সকলেই রোদন করিয়া থাকে বালক হাস্য করিল কেন বল। রাজা কহিলেন বাল্য কালে পিতা মাতা প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তৎপরে কোন বিপদ ঘটিলে রাজা রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার ভাগ্যে সকলই বিপরীত হইল। পিতা মাতা অর্থলোভে বিক্রয় করিলেন এবং প্রাণভয়ে যে রাজার শরণাগত হইব তিনিই অয়ং মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত। মনে মনে এই আলোচনা করিয়া সে হাস্য করিল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

বিংশ উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

বিশালপুর নগরে অর্ধদত্ত নামে ধনাঢ্য বণিক ছিল । সে কমলপুরনিবাসী মদনদাস বণিকের সহিত আপন কন্যা অনঙ্গমঞ্জরীর বিবাহ দিয়াছিল । কিছু দিন পরে মদনদাস ভার্যাকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া বাণিজ্যার্থে দ্বীপান্তর প্রস্থান করিল ।

এক দিবস অনঙ্গমঞ্জরী গবাক্ষদ্বার দিয়া রাজমার্গ অবলোকন করিতেছে ঐ সময়ে কমলাকর নামক স্কন্ধকুমার ব্রাহ্মণকুমার তথায় উপস্থিত হইল । উভয়ের নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হইলে পরস্পর পরস্পরের রূপ লাভণ্য দর্শনে মোহিত হইল । ব্রাহ্মণকুমার নিকাম ব্যাকুল হইয়া গৃহগমনপূর্বক প্রিয়বয়স্কের নিকট স্বীয় ধিরহবেদনা শিবেদন করিয়া বিচেষ্টন ও শয়্যাগত হইল । তাহার সখী উশীরানুলেপন চন্দনবারিসেচন সরসকমলদলশয়্যা ও জলাদ্র তালবৃন্ত সঞ্চালন দ্বারা শুশ্রুষা করিতে লাগিল ।

এস্থানে অনঙ্গমঞ্জরীও অনঙ্গশরপ্রহারে জর্জরিতাঙ্গী হইয়া ধরাশয়্যা অবলম্বন করিলে তাহার সখী সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া প্রবোধদানচ্ছলে অনেক ভৎসনা করিল । তখন সে কহিল সখি আমি নিতান্ত অবোধ নহি কিন্তু মন আমার প্রবোধ মানে না । নির্দয় কন্দর্পের নিরন্তর শরপ্রহারে আমি জর্জরিত হইয়াছি । আর যাতনা সফল হয় না । যদি

সেই চিত্তচোরকে ধরিয়া দিতে পার তাহা হইলেই প্রাণধারণ করিব নতুবা আত্মঘাতিনী হইব ।

ইহা কহিয়া অনঙ্গমঞ্জরী অশ্রুপূর্ণনয়নে অত্যায়ত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল । তখন তাহার সহচরী কালবিলম্ব অশ্চিত্ত বিবেচনা করিয়া কমলাকরের আশ্রয়ে গমনপূর্বক তাহাকেও স্বীয় সহচরীর তুল্যাবস্থ দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল ছুরাঙ্গা কন্দর্পের কিছুই অশাণ্ড নাই । কি ক্রী কি পুরুষ সকলকেই সমানরূপে কুসুমমুগ্ধ শরাসনের আজ্ঞাকারী করিতে পারে । অনন্তর কমলাকরের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল অর্ধনব্বশেষের কন্যা অনঙ্গমঞ্জরী প্রার্থনা করিতেছে তুমি তাহার প্রাণ দান কর । কমলাকর শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্ৰোখান করিল এবং কহিল আপাততঃ এই অযুতায়মান মনোহর বাক্য দ্বারা আমার প্রাণ দান করিলে ।

পরে সহচরী কমলাকরকে সমভিব্যাহারে লইয়া অনঙ্গমঞ্জরীর আবাসে উপস্থিত হইয়া দেখিল সে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে । অনঙ্গমঞ্জরী কমলাকর তা প্রেমসি বহির্ভা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ভ্রু বনে পতিত ও পক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়া ।

অনঙ্গমঞ্জরীর গৃহজন এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উভয়কে শ্রদ্ধাভরে লইয়া একচিত্তেই অর্ধ দান করিল । দৈনন্দিনেও অর্ধদানের গোমাতা মননদাসও সেই সময়ে শশুরালয়ে উপস্থিত হইল এবং নিজ ভাষা অনঙ্গমঞ্জরীর দ্বারা বৃত্তান্ত শুনিয়া হাহাকার করিতে করিতে উৎস্বাসে স্বাস্থ্য বিকল দলচ্চিত্রায় কম্পপ্রদানপূর্বক প্রাণত্যাগ করিল ।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এই তিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক ইন্দ্রিয়দাস । রাজা কহিলেন মদনদাস । বেতাল বলিল কেন । রাজা কহিলেন তাহার স্ত্রী পুরুষে অনুরাগিণী হইয়া বিরহে প্রাণত্যাগ করিল তাহাতে তাহার অন্তঃকরণে বিরাগ জন্মিল না । প্রত্যুত তাহার বিয়োগে প্রাণ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অগ্নি প্রবেশ করিল ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।

একবিংশ উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ :

জয়স্থল নগরে বিষ্ণুস্বামী নামে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার চারি পুত্র ছিল । এক জন্ম দ্যুতাসক্ত দ্বিতীয় লম্পট তৃতীয় নির্লঙ্ক চতুর্থ নাস্তিক । ব্রাহ্মণ পুত্রদের অসদ্ব্যবহার ও কড়াচার দর্শনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া এক দিবস চারি জনকে একত্র করিয়া এইরূপ ভৎসনা করিতে লাগিলেন । যে ব্যক্তি দ্যুতক্রীড়ায় আসক্ত হয় কমলা ভ্রান্তিক্রমেও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না । ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে নামাকর্ণচ্ছেদনপূর্ব্বক গর্দভে আরোহণ করাইয় দ্যুতকারীকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিবৈক । দ্যুতাসক্ত ব্যক্তি হিতাহিত বিবেচনা ও ধর্ম্মাদর্শ্যজ্ঞানশূন্য হয় । ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দ্যুতাসক্ত হইয়া সমস্ত সাম্রাজ্য ও আপন ভার্য্যা পর্য্যন্ত হারাইয়া পরিশেষে বনবাসস্থঃখে কাল যাপন করিয়াছিলেন । আর যে ব্যক্তি লম্পট হয় সে স্তম্ভ্রমে ছুঃখার্ণবে প্রবেশ করে । লম্পটেরা বারাক্ৰমান্বয়ে সর্পস্বান্ত করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে । ফলতঃ লম্পট ব্যক্তির সত্ত্ব শীল আচার বিচার নিয়ম ধর্ম্ম সমস্তই নষ্ট হয় । আর যে ব্যক্তি নির্লঙ্ক তাহাকে ভৎসনা করা বা উপদেশ দেওয়া বৃথা । তাহার লোকনিন্দার ভয় থাকে না এবং গার্হিত কর্ম্ম করিয়াও চুণা বোধ হয় না । ফলতঃ এবংবিধ ব্যক্তির যত স্বরায় নৃত্য হয়

ততই মঙ্গল । আর যে ব্যক্তি পরকালের ভয় না করে দেবতা ও গুরুজনে শ্রদ্ধাবান্ না হয় এবং সনাতন বেদাদি শাস্ত্রে আস্থানূন্য হয় সে অতি পাপিণ্ড । তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেও অবশ্ম আছে । নোকেপুত্রের মঙ্গল প্রার্থনায় জপ তপা দান ধ্যান ব্রত উপবাসাদি করে । কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে তোমাদের মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছি ।

পিতার এই প্রকার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া চারি জনেরই অন্তঃকরণে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল । তখন তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসে উদাস্য করিয়া ছিলাম তাহাতেই আমরাদিগের এই দুঃবস্থা ঘটয়াছে । এক্ষণে বিদেশে গিয়া বিদ্যাভ্যাস করা উচিত । এই রূপ সঙ্কল্প করিয়া চারি জনেই নানা দেশে ভ্রমণপূর্বক অল্পকালমধ্যে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইল । প্রত্যগম্বন সময়ে পশ্চিমধ্যে কোন স্থানে দর্শন করিল এক চৰ্ম্মকার মৃত ব্যাঘ্রের মাংস ও চৰ্ম্ম লইয়া প্রস্থান করিল কেবল অস্থি সকল স্থানে স্থানে পতিত রহিল ।

তাহাদিগের এক ব্যক্তি অস্থিসম্বন্ধটনী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল সে মন্ত্রপ্রভাবে সমস্ত অস্থি একস্থানস্থ করিয়া ব্যাঘ্রের কঙ্কাল সঙ্কলন করিল । দ্বিতীয় মাংসসঞ্জনা বিদ্যা দ্বারা সমুদায় দেহে মাংস জন্মাইয়া দিল । তৃতীয় চৰ্ম্মযোজনী বিদ্যা জানিত সে তৎপ্রভাবে ব্যাঘ্রের সর্পশরীর চৰ্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিল । চতুর্থ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দ্বারা ব্যাঘ্রের

প্রাণ দান করিল। ব্যাত্র হিংস্র জন্তু তৎক্ষণাৎ গাদ্গোপান করিয়া তাহাদের চারি জনেরই প্রাণ সংহার করিল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এই চারি জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিক নিরর্থক। রাজা কহিলেন যে ব্যক্তি জীবন দান করিল সেই সর্বাপেক্ষা অধিক নিরর্থক।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান ।

বেতাল হুহিল মহারাজ

বিশ্বপুর নগরে নারায়ণ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি এক দিন মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন এক্ষণে বার্কিক্যবশতঃ আমার শরীর শীর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হইয়াছে কিন্তু ভোগাভিলাষ পূর্ন্যাপেক্ষা প্রদীপ্ত হইতেছে । আমি পরকলেবর-প্রবেশনী বিদ্যা জানি । অতএব এই জরাজীর্ণ ভোগাক্রম শীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া কোন যুবশরীরে প্রবিষ্ট হই । তাহা হইলে কিঞ্চৎকাল অনায়াসে অভিলাষানুরূপ সুখ সম্ভোগ করিতে পারিব । কিন্তু সহসা এই দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তরে প্রবেশ করিলে আমার এই আউপ্রাণের প্রকাশ সম্ভাবনা । অতএব প্রথমতঃ যোগাভ্যাসচ্ছলে পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া বনপ্রবেশ করি পরে তথা হইতে আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিব । নারায়ণ মনে মনে এই রূপ সঙ্কল্প করিয়া পুত্র পৌত্র ছুহিভু দৌহিত্র কলত্র আদি সমস্ত পরিবার একত্র করিয়া তাহাদের সম্মুখে কহিতে লাগিল দেখ আমি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত সংসারাশ্রমে বদ্ধ থাকিয়া বিষয় বাসনায় আসক্ত হইয়া কাল যাপন করিলাম । এক দিন এক মৃৎভের নিমিত্তেও পরকালের হিত চিন্তা করি নাই । এক্ষণে আমার শেষ দশা উপস্থিত । অতএব অভিলাষ করিয়াছি অরণ্য প্রবেশ পূর্বক যোগাভ্যাস দ্বারা তনুত্যাগ করিব । ফলতঃ আর আমার এক

কণের নিমিত্তেও এই মায়াময় অকিঞ্চিৎকর সংসারে থাকিতে বাসনা নাই । অতএব, তোমরা ঐকমত্যপূর্বক ঐশ্বর্যমুখতি কর নিঃস্বপ্ন ও নিঃসঙ্গ হইয়া মোক্ষপথের পথিক হই ।

নারায়ণ এইরূপ কপটবাক্যে পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া বনপ্রস্থান করিল । পরে তথায় বৃদ্ধ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক যুবশরীরে প্রবেশপূর্বক বিষয়াভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিল । কিন্তু মহারাজ সপূর্ব দেহ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব কণে রোদন করিয়া পরদেহ প্রবেশকালে বিকসিত আশ্রয় হাস্য করিয়াছিল । অতএব জিজ্ঞাসা করি ইহার রোদন ও হাস্যের কারণ কি । রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন শুন বেতাল পূর্বকলেবর পরিত্যাগ করিলেই বহু কালের বহু ব-
জের পরিবারের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকিল না । অতএব তাহাদের মমতায় মুগ্ধ হইয়া রোদন করিয়াছিল । আর পর-
শরীর প্রবেশ সম্পন্ন হওয়াতেই ভোগপথ অকণ্টক হইল তা-
হাতেই আশ্লাদিত হইয়া হাস্য করিয়াছিল ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার দুই পুত্র।
 'তন্মধ্যে এক জন ভোজনবিলাসী অর্থাৎ অন্ন ব্যঞ্জে যদি কোন
 দোষ থাকিত তাহা অত্যন্ত দুর্জয় হইলেও সে সে অন্ন ভো-
 জন করিতে পারিত না। দ্বিতীয় শয্যাবিলাসী অর্থাৎ শয্যায়
 কোন প্রকার কোন বিঘ্ন হইলে তাহাতে তাহার নিদ্রা হইত
 না। ফলতঃ এই এক এক বিষয়ে তাহাদের অনন্যসাধারণ
 নৈপুণ্য ছিল। এই লোকাভিত চতুরতা লোকপরম্পরায় ত-
 ত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাদের তত্ত্বদুণের
 পরীক্ষার্থে অত্যন্ত কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং দুই জনকেই
 নিজ রাজধানীতে আনাইয়। জিজ্ঞাসিলেন তোমরা কে কোন
 বিষয়ে চতুর।

অনন্তর তাহারা আপন আপন পরিচয় প্রদান করিলে
 রাজ প্রথমতঃ ভোজনবিলাসীর পরীক্ষার্থে পাচক ব্রাহ্মণকে
 ডাকাইয়া নানাবিধ স্ক্রস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে
 আদেশ দিলেন। পাচক রাজাজ্ঞা অনুসারে সাতিশয় বৎস
 সহকারে চর্ক্য চুয়া লেহ পেষ প্রভৃতি তক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া
 ভূপতিসমীপে সংবাদ করিল। রাজা ভোজনবিলাসীকে সেই
 সমস্ত তক্ষণ করিবার আদেশ করিলে সে ভোজনস্থানে উপস্থিত
 হইল এবং আসনে উপবেশন মাত্র গাত্রোখান করিয়া রাজ-
 সমীপে প্রত্যগমন কবিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন পর্যাপ্ত ভোজন হইয়াছে। সে কহিল না মহারাজ আমার ভোজন করা হয় নাই। রাজা জিজ্ঞাসিলেন কেন। সে কহিল মহারাজ অল্পে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে। বোধ করি শ্মশানসন্নিহিত ক্ষেত্রজাত ধান্যের তুণ্ডুল পাক করিয়াছিল। রাজা শুনিয়া উন্মত্তপ্রলাপবৎ অসম্মত বোধ করিয়া কিঞ্চৎ হাস্য করিলেন এবং এই ব্যাপার গোপনে রাখিয়া ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া সেই তুণ্ডুলের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা দিলেন। ভাণ্ডারী সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া নরপতি গোচরে আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ অমুক গ্রামের শ্মশানসন্নিহিত ক্ষেত্রজাত ধান্যে ঐ তুণ্ডুল প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন এবং ভোজনবিলাসীর অশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন তুমি যথার্থ ভোজনবিলাসী বট।

অনন্তর এক সুশোভিত শয়নাগারে চুন্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। সে কিরংকণ শয়ন করিয়া রাজসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ ঐ শয্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে তাহ আমার অতিশয় কেশকর হইতে লাগিল এজন্য শয়ন করিতে পারিলাম না। রাজা শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং অয়ং শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া অহেমিয়া দেখিলেন শয্যার সপ্তম তলে যথার্থই এক কেশ পতিত আছে। এখন তাহার প্রতি অণু সন্দেহ হই

লেন এবং বারংবার প্রশংসা করিয়া কহিলেন তুমি ষথার্থ শয্যাবিলাসী বট । অনন্তর তাহাদিগের দুই জনকে ষথোচিত পারিতোষিক প্রদানপূর্বক বিদায় করিলেন ।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ উভয়ের মধ্যে কোন জন অধিক প্রশংসনীয় । রাজা কহিলেন আমার মতে শয্যাবিলাসী ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি ।

চতুর্বিংশ উপাখ্যান ।

বেতাল কহিল মহারাজ

কলিঙ্গদেশে, যজ্ঞশর্মা নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অনেক দেবতার আরাধনা করিয়া বহু কালের পর এক পুত্র পাইলেন। ঐ পুত্র অল্পকাল মধ্যে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইল এবং অনন্যকর্মা ও অনন্যধর্মা হইয়া নিরন্তর পিতৃসেবা করিতে লাগিল। পিতা মাতার ভাগ্যদোষে ঐ বালক পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কালগ্রাসে পতিত হইল। তাহার পিতা মাতা প্রথমতঃ যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। পরিশেষে অগ্নিসংস্কারার্থে গ্রামোপান্তবর্তী শ্মশানে লইয়া গিয়া চিতা রচনা করিতে লাগিলেন।

এক বৃদ্ধ যোগী বহুকালোর্বধি ঐ শ্মশানে যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। তিনি পঞ্চদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মৃতদেহ পতিত দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন আমার এই প্রাচীন দেহ জরায় জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া কার্য্যাক্রম হইয়াছে। অতএব এক্ষণে এই যুবদেহে প্রবেশ করি তাহা হইলে বহুকাল যোগাভ্যাস করিতে পারিব। এই বলিয়া জগদীশ্বরের নাম স্মরণ পূর্বক সেই শরীরে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণকুমার তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞশর্মা পুত্রকে প্রত্যাগতজীবিত দেখিয়া প্রথমতঃ প্রফুল্ল বদনে হাস্য করিলেন কিন্তু এক নিমেষ পরেই পুনর্বার পূর্ববৎ বিষণ্ণবদনে রোদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল মহারাজ ত্রাঙ্গণ পুত্রকে পুনর্জীবিত দেখিয়া হৃষ্টমনে হাস্য করিয়া কি কারণে পর ক্ষণেই রোদন করিলেন বল। রাজা কহিলেন, ত্রাঙ্গণ প্রথমতঃ পুত্রকে পুনর্জীবিত বোধ করিয়া আক্লাদে হাস্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরশরীরপ্রবেশনী বিদ্যা জানিতেন তৎপ্রভাবে পর ক্ষণেই জানিতে পারিলেন পুত্র জীবিত হয় নাই যোগীর প্রবেশ দ্বারা এইরূপ হইয়াছে। অতএব রোদন করিলেন।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান ।

বেতাল কহিলে মহারাজ

দক্ষিণ দেশে শর্ম্মপুর নামে নগর আছে । তথায় মহাবল নামে মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন । এক প্রতাপস্বামী রাজা চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া তদীয় রাজধানী অবরোধ করিলে রাজা মহাবল স্বীয় সমস্ত সৈন্য সামন্ত সহকারে সমরমাগরে অবগাহন করিয়া অশেষ প্রকার প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু ক্রমে ক্রমে স্বপক্ষ সৈন্য সমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া মহিষী ও তনয়াকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া অরণ্য প্রয়াণ করিলেন । কিয়ৎদূর গমন করিয়া তিন জনেই অতিশয় ক্ষুধার্ত হইলেন । তখন রাজা মহিষী ও তনয়াকে সন্নিহিত তরু তলে অবস্থিতি করিতে কহিয়া স্বয়ং ভক্ষ্য দ্রব্য আহরণার্থে অরণ্যের অনধিকদূরবর্তী এক নগরে প্রবিষ্ট হইলেন ।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল । রাজা প্রত্যাগত হইলেন না । রাজমহিষী ও রাজকুমারী রাজার অনাগমনে নানা অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত বিষমমনে অশেষ প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন । সেই দিবসে কুণ্ডিনাপতি রাজা চন্দ্রসেন আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সেই কাননে গুপ্তয়ায় আসিয়া ছিলেন । তাঁহারা তাদৃশ নিবিড় অরণ্যমধ্যে অসম্ভাবিত নর চরণচিহ্ন দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিতচিত্তে অশেষ প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন । পরিশেষে পুংবিলক্ষণ লক্ষণাদি দ্বারা

জীকোকের পদচিহ্ন নিশ্চয় হইল । রাজা কহিলেন চরণচিহ্ন
দ্বারা অসুখ হইতেছে ছুই রমণী অচিরে এই স্থান দিয়া গ-
মন করিয়াছে । অতএব চল চারি দিকে অন্বেষণ করি ।

পিত্তা পুত্র ক্রিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে
সায়ংকালে দেখিতে পাইলেন এক তরুমূলে ছুই পরম সুন্দরী
নারী অবিরলবিগলিতজলধারাকুললোচনে পরম্পর বদন নিরী-
ক্ষণ করত যুথবিরহিত কুররীযুগলের ন্যায় প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায়
কালযাপন করিতেছে । অনন্তর প্রণয়গর্ভ সম্ভাষণাদিপূর্বক
তৎকালোচিত সাস্তুনা প্রদান করিয়া রাজা রাজকন্যাকে লই-
লেন এবং রাজকুমার রাজমহিষীকে গ্রহণ করিলেন ।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এই ছুই
জীর পুত্র জন্মিলে তাহাদের পরম্পর কি সম্বন্ধ হইবেক বল ।
রাজা বিক্রমাদিত্য স্থিরচিত্তে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন কিন্তু কি-
ছুই স্থির করিতে না পারিয়া মৌনবলম্বন করিয়া রহিলেন ।



উপসংহার ।

বেতাল কহিল মহারাজ আমি তোমার অধ্যবসায় সাহস ও বীরত্ব দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি । এক্ষণে তোমাকে কিছূ উপদেশ দিতেছি অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর ।

যে যোগী তোমাকে শবানয়নার্থে প্রেরণ করিয়াছে সে কুম্ভকারকুলোদ্ভব । তাহার নাম শাস্ত্রশীল । আর এই যে শব দেখিতেছ ইহা ভোগবতীর অধিপতি রাজা চন্দ্রভানুর মৃত দেহ । শাস্ত্রশীল আপন যোগ সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক কৌশলে তাহার প্রাণ বধ করিয়া প্রায় কৃতকার্য্য হইয়া আছে । এক্ষণে তোমার প্রাণ বধ করিতে পারিলেই উহার সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজন সিদ্ধি হয় । অতএব আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি । যোগী পূজা সমাপন করিয়া কহিবেক মহারাজ সার্থীক প্রণিপাত কর । তদন্তসারে তুমি প্রণত হইলে সে তৎক্ষণাৎ খড়্গ প্রহার করিবেক । তুমি প্রণাম না করিয়া কহিবে আমি সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট কোন কালে কাহাকেও দণ্ডবৎ প্রণাম করি নাই ও কেমন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হয় তাহাও জানি না । আপনি কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিলে প্রণাম করিতে পারি । অনন্তর সে যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবেক তুমি তৎক্ষণাৎ খড়্গ প্রহার দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন

করিবে এবং চন্দ্রভানু ও শাস্ত্রশীল উভয়ের মৃতদেহ তৈলব-
টাতে নিরুদ্বেগ করিলে শাস্ত্রশীলের সম্পূর্ণ যোগফল পাইয়া
নিরুদ্বেগে অখণ্ড সাম্রাজ্য করিতে পারিবে। সে ব্যক্তি সাত-
তায়ী। সাততায়ীর প্রাণবধে পাতক নাই।

এই বলিয়া বেতাল সেই মৃত শরীর হইতে বহির্গত হই-
য়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজা সেই শব্দইয়া সম্মাসীর
সন্নিধানে উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজার
বহুপ্রকার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর জীবনদানপূ-
র্ষক সেই মৃত শরীর বলিপ্রদান করিলেন এবং পূজার অ-
ন্যান্য অঙ্গ সমাপন করিয়া রাজাকে কহিলেন মহারাজ সার্থাজ
প্রণাম কর তোমার প্রতাপবৃদ্ধি ও অভীষ্টসিদ্ধি হইবেক।
রাজা বেতালবাক্য শ্রবণ করিয়া কুঠাঞ্জলি হইয়া অতি বিনয়ে
নিবেদন করিলেন মহাশয় আমি উক্ত প্রকার প্রণাম করিতে
জানি না। আপনি গুরু কৃপা করিয়া দেখাইয়া দেউন। পরে
যোগী রাজাকে প্রণাম শিখাইবার নিমিত্ত যেমন ভূতলে দণ্ড-
বৎ পতিত হইলেন অমনি রাজা বেতালের উপদেশানুসারে
খজাঘাত দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

দেবতার রাজার সাহস দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া চুন্ডুভিধনি
ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবরাজ বিমান হইতে অব-
তরণ পূর্ষক রাজাকে দর্শন দিয়া কহিলেন মহারাজ আমি
তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি বর প্রার্থনা কর। রাজা অনি-
মেষসহস্রনয়নোপলক্ষিত কলেবর দর্শনে দেবরাজ নিশ্চয় ক-

রিয়। আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন এবং কহিলেন আপনকার প্রসাদে পৃথিবীতে আমার কোন প্রার্থমিতব্য নাই। এতদ্ব্যতীত এই মাত্র প্রার্থনা করি যেন আমার এই বৃত্তান্ত সমস্ত সংসার প্রসিদ্ধ হয়। ইন্দ্র কহিলেন মহারাজ যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল অবস্থিতি করিবেক তাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার এই বৃত্তান্ত নিঃসন্দেহ ধরাতলে প্রসিদ্ধ থাকিবেক।

এইকপে রাজাকে বর প্রদান করিয়া দেবরাজ দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা মন্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক উভয়ের মৃত দেহ তৈলকটাহে নিক্ষেপ করিবামাত্র দুই বিকটবেশ বীরপুরুষ উপস্থিত হইল এবং কৃতাজ্জলি হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন আমি যখন যখন স্মরণ করিব তোমরা আমার নিকটে উপস্থিত হইবে। তাহারা যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া প্রস্থান করিল। রাজা বিক্রমাদিত্যও চরিতার্থ হইয়া হৃষ্টচিত্তে রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পরম স্নেহে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

